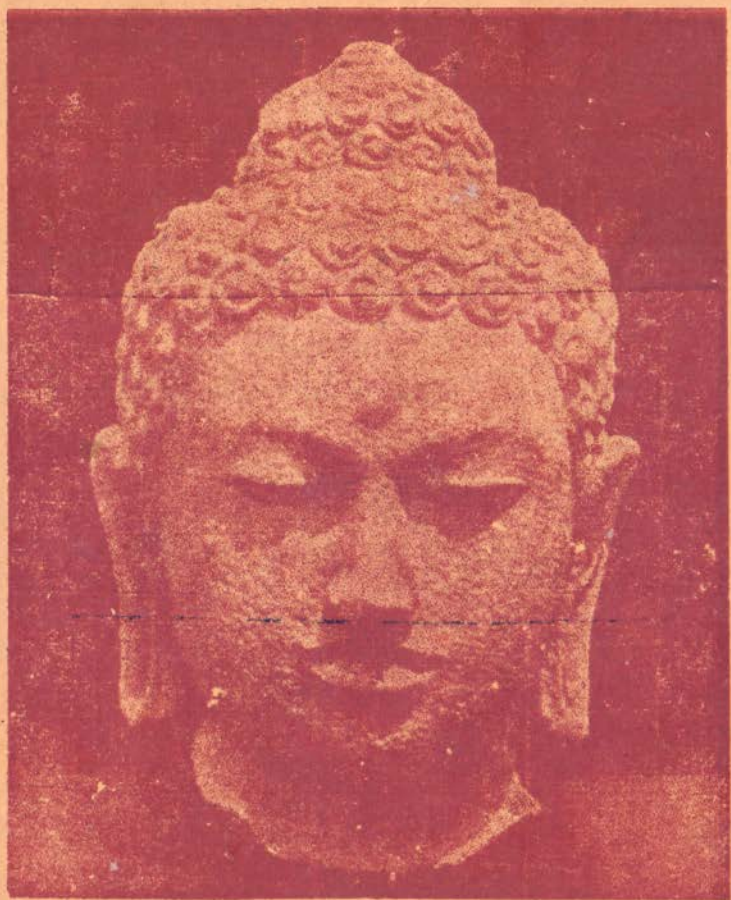


বুদ্ধ বন্দনা



সংকলিত

দিকপাল ভিক্ষু

REV. BODHI MITTRA BHIKSHU,
RAJ BANA VIHAR
BANGALORE



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

ବୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦନା

ଦିବ୍ୟପାଳ ଭିକ୍ଷୁ
ସଂକଳିତ

ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର
ମିଶନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ନଗର
ଯେଦିନୀପୁର

প্রকাশক : দিব্‌পাল ভিক্স
মেদিনীপুর

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯০

মূল্য : ১০.০০

মুদ্রক : শ্রীমন্‌দুলাল চক্রবর্তী
শ্রীতারাপ্রেস
৩৯/৪, রামতল্লু বোস লেন, কলিকাতা-৬

- প্রাপ্তিস্থান : ১। বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র
৫০টি/১সি, পট্টারি রোড, কলিকাতা ১৫
- ২। বুদ্ধ মন্দির
মিশন কম্পাউণ্ড দেশবন্ধু নগর
মেদিনীপুর
- ৩। ভিক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
কাঞ্চনপুর, উত্তর ত্রিপুরা
- ৪। ইণ্টারন্যাশনাল মেডিটেশন সেন্টার
বুদ্ধগয়া

আশীর্বাণী

স্নেহপ্রতিম শ্রীদীপকপাল ভিক্ষুর সংকলিত বুদ্ধ বন্দনা পুস্তকখানি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এই গ্রন্থে বঙ্গানুবাদ সহ ত্রিপুর বন্দনা, বাংলার কবিতার ছন্দে বিভিন্ন লেখকের কবিতা, অনুবাদ সহ খুদকপাঠ এবং গৃহীনীতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমস্তে সংগৃহীত হইয়াছে।

মানুষের ধর্ম জীবন গঠনের জন্য বন্দনা উপাসনার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে। কবিতা অংশে যেই সকল বিষয় সংকলিত হইয়াছে তাহা ধর্ম জীবন গঠনের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। এই কবিতাগুলি আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে উপাসক উপাসিকাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ হইবে। আবৃত্তির সঙ্গে অর্থ বোধের নিমিত্ত ভক্তের হৃদয় ধর্মের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। বঙ্গানুবাদ সহ খুদকপাঠ ত্রিপিটকের একটি ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ, ইহা সকল ভক্তের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়। আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় সূত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। চতুর্থ আলোচ্য বিষয় গৃহী নীতি পর্ষ অতি চমৎকার হইয়াছে। সংস্কৃতিবান মানুষের পক্ষে এই নীতিগুলি শিক্ষা ও আচরণ করা সভ্য সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের পক্ষে এই নীতিগুলি পালন করা একান্ত প্রয়োজন।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সংকলক তরুণ ভিক্ষু বহুজনের হিতের জন্য আদর্শস্থানীয় কাজ করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধের বাণী বহুজনের হিত সুখের জন্য নানা ভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়া উচিত। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

ধর্মাধার মহাস্থবির

৫০টি/১সি, পট্টারী রোড, কলি-১৫

নিবেদন

অনেকদিন পরে “বুদ্ধ বন্দনা” বইখানি পাঠকের হাতে নিবেদন করতে পেরে নিজে কৃতার্থ মনে করছি। এই বইয়ের মধ্যে আমার নিজের এমন কিছু কৃতিত্ব আছে ব’লে মনে করি না। আমি নিজে পণ্ডিত, বিদ্বান্ বা সাহিত্যিক কিছুই নই।

একদিন পরমশ্রদ্ধেয় ধর্মাধার ভাস্কর কাছে ব’সে একটি বাংলা গাথা পাঠ ক’রে শোনাতে তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন, এই বাংলা গাথাগুলি ছুপ্রাপ্য, তুমি এইগুলি সংগ্রহ ক’রে পাঠকদের যাতে সুবিধা হয় তা করতে পার না? সেই থেকে মনে ক্ষীণ আশার দানা বেঁধে উঠল। বিশেষ ক’রে শিশুপাঠকদের উপযোগী বাংলায় ছন্দাকারে গাথা বলার মাধ্যমে তাদের ধর্ম জানার প্রেরণা যেন বৃদ্ধি পায় এইরকম একটি বই তৈরী করতে। তাই এই ক্ষুদ্রাকার বইটির প্রথম দিকে বুদ্ধ বন্দনা পর্ব, তারপর ছন্দাকারে বাংলা গাথা, তৃতীয় অংশে খুদ্দকপাঠকে অবলম্বন ক’রে সূত্র এং পরিশেষে গৃহী সমাজের মঙ্গলার্থে অনাগারিক ধর্মপালের লেখা থেকে শ্রদ্ধেয় জিনবংশ ভাস্কর অনুদিত সেই মঙ্গলবাণী “গৃহি-নীতি” সংযোজন করা হয়েছে। যে যে বইগুলির সাহায্য নিয়েছি সেগুলি হল—“সদ্ধর্ম রত্নমালা”, “বন্দনা ও নীতিশিক্ষা”, “হস্তসার”, “উপোসথ সহচর”, “সদ্ধর্ম রত্নচৈত্র্য” ইত্যাদি। ডঃ অমল বড়ুয়া এবং ডঃ সুকোমল চৌধুরী প্রভৃৎ দেখে এবং ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধন ক’রে বইটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। তৎ সবেও কিছু ক্রটি রয়ে গেল বলে হুঃখিত। ওনাদের এই নিঃস্বার্থ ত্যাগ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ যোগ্য। এছাড়া প্রেসের বিভিন্ন কাজে শ্রদ্ধেয় জিনবোধি ভাস্কর প্রেরণা এবং ত্যাগস্বীকার চিরদিন আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখবে।

অন্ধাবান উপাসক প্রকাশ মুৎসুদ্দির পরিবারবর্গের অন্ধাদানেই এই বই ছাপানো। সম্ভব হয়েছে ব'লে তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রীতারা প্রেসের মালিক এবং কর্মচারিবৃন্দের কতব্যপরায়ণতা স্মরণ যোগ্য।

এই ক্ষুদ্র বইখানি পাঠে পাঠকগণের সামান্যতম উপকার সাধিত হলেও আমার অম সার্থক হয়েছে ব'লে মনে করব।

নিবেদক

মাঘী পূর্ণিমা

দিক্‌পাল ভিক্ষু

২৭৩৩ বুদ্ধাব্দ, ১৯২০ ইং

বুদ্ধমন্দির, মেদিনীপুর

বাবা আনন্দমোহন চৌধুরী এবং
স্বর্গীয়া মাতা শ্রীমতী ননীবালা চৌধুরাণীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে ।

উৎসর্গ

করুণার ঝর্ণাধারা জনক-জননী
তোমাদের স্নেহমায়া এখনো ভুলিনি ।
আজিও ক্ষণে ক্ষণে, তোমাদের পড়ে মনে,
কত কষ্টে প্রতিপালন করেছিলে অধমেরে ।
কী আছে সাধ্য মোর পরিশোধ করিবার
ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উৎসর্গিলাম স্মরি তোমাদের ।
পুণ্যময় কর্মকলে হও চির মহান,
শাক্তির কেতনভূমি লাভ হোক পরম নির্বাণ ।

ইতি—

তোমাদের প্রথম পুত্র
দিক্‌পাল ভিক্‌

সূচীপত্র

বুদ্ধ বন্দনা	১	ত্রিশরংগসহ পঞ্চশীল	১২
বুদ্ধের নয়গুণ স্মরণ	১	অষ্টশীল	
ধর্মের ছয়গুণ স্মরণ	২	প্রব্রজ্যা ও দশশীল	১৫
সজ্জের নয়গুণ স্মরণ	২	বুদ্ধ বন্দনার ব্যাখ্যা	
বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ বন্দনা	৩-৪	পুষ্প পূজা	
বুদ্ধের শারীরিক ধাতু ও চৈত্য বন্দনা	৪	প্রদীপ পূজা	
অন্যপ্রকারে চৈত্য ও শারীরিক ধাতু বন্দনা	৪	সপ্ত স্মৃতি বিজড়িত গাথা	
একত্রে ত্রিরত্ন, আচার্য ও উপাধ্যায় বন্দনা	৫	সংসঙ্গ কামনা	
দন্তধাতু বন্দনা	৬	গাথায় বুদ্ধ বন্দনার ব্যাখ্যা	
বুদ্ধের পদচিহ্ন বন্দনা	৬	অন্ধাঞ্জলি (বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি বন্দনা (গাথায়)	
বোধিবৃক্ষ বন্দনা	৬	নামরূপ গাথা	
সপ্ত মহাস্থান বন্দনা	৭	স্তুতিগাথ	
প্রতিপত্তি পূজা	৭	বৈশাখী পূর্ণিমা স্তোত্র	
জ্ঞাতি প্রেত পূজা	৭	আষাঢ়ী পূর্ণিমা স্তোত্র	
পূজা-উপকরণ-উৎসর্গ	৮-৯	মধুপূর্ণিমা	
সীবলী পূজা	৯	মরণানুস্মৃতি (বিজ্ঞানানন্দ মহাস্থবির)	
উৎসর্গ ও সঙ্কল্প গ্রহণ	১০	কর স্মৃতি মরণং (ধর্মবিহারী ভিক্ষু)	
ক্ষমা প্রার্থনা	১১	বিদর্শন গাথা (ধর্মবিহারী ভিক্ষু	
ভিক্ষু বন্দনা	১২	প্রণতি গাথা	
একত্রে সজ্জ বন্দনা	১২	শরণের ফল	
		বিদর্শন ভাবনা (গাথায়)	

অষ্টাঙ্গিক মার্গ	৪৬	নারীদের কত'ব্য
অনাপান শ্রুতি	৪৮	বালক বালিকাগণের কত'ব্য
শ্রুতিসাধনা	৪৯	ভিক্ষুদের প্রতি দায়কদের
জাগরে ভারত বুদ্ধ	৫১	কত'ব্য
দেহের ষাট্রিংশ আচার	৫৩	গ্রামবাসীদের কত'ব্য
কুমার প্রশ্ন	৫৪	রোগী দেখিতে যাওয়ার বিধান
মহামঙ্গল স্তোত্র	৫৫	মৃতদর্শনের বিধান
রতনস্তোত্র	৫৮	চাষীদিগের কত'ব্য
করণীয় মেস্তস্তোত্র	৬৫	ধর্মামুনোদিত জাতীয় নামের
তিরোকুড্ড স্তোত্র	৬৭	তালিকা
নিধিকণ্ড স্তোত্র	৬৯	শিক্ষকগণের কত'ব্য
জয়মঙ্গল অষ্টাঙ্গাথা	৭২	শ্রমিকগণের করণীয়
সীবলী পরিস্তোত্র	৭৫	পর্বানুষ্ঠান
স্বপুংস্বস্তোত্র	৭৯	উপাসক উপাসিকগণের
গৃহীনীতি পর্ব	৮১	বিহার ব্রত
প্রাতঃকৃত্য	৮১	পিতামাতার প্রতি ছেলে
আহার প্রণালী	৮২	মেয়েদের কত'ব্য
তাম্বুল সেবন বিধান	৮৩	আনুষ্ঠানিক পর্বদিন
বস্ত্র পরিধান বিধান	৮৪	ভিক্ষুসংঘের প্রতি যাহা কত'ব্য
পায়খানার বিধান	৮৪	মন্দিরে গমনের নিয়ম
পথচলার বিধান	৮৫	ভিক্ষুদের কত'ব্য
সভায় আচরণ বিধি	৮৫	বন্দনা ও ভাষনা

বুদ্ধ বন্দনা

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সন্মাসম্বুদ্ধস্ (তিন বার)
ভগবান অর্হং সম্যক সম্বুদ্ধকে আমি অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি ।

বুদ্ধং বন্দামি— আমি বুদ্ধকে বন্দনা করিতেছি ।

ধম্মং বন্দামি— ” ধর্মকে ” ” ।

সঙ্ঘং বন্দামি— ” সংঘকে ” ” ।

অহং বন্দামি সর্বদা (তৃতীয়স্পি, তত্বিয়স্পি) । আমি সর্বদা ত্রিরত্নকে
বন্দনা করিতেছি । (দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার)

বুদ্ধের নয়গুণ স্মরণ

ইতিপি সো ভগবা অরহং সন্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো
লোকবিদু অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথী সখা দেবমনুস্‌সানং বুদ্ধো
ভগবা'তি ।

—তিনিই ভগবান অর্হং, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিজ্ঞা ও আচরণসম্পন্ন,
তিনি সুগত, লোকবিদ, শ্রেষ্ঠ পুরুষদমনকারী সারথী, দেব-
মানবের শাস্তা, বুদ্ধ এবং ভগবান ।

১ । বুদ্ধং জীবিতপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি ।

২ । যে চ বুদ্ধা অতীতা চ, যে চ বুদ্ধা অনাগতা,
পচ্ছুপ্পন্নান্ চ যে বুদ্ধা, অহং বন্দামি সর্বদা ।

৩ । নখি মে সরণং অঞ্‌ঞং, বুদ্ধো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং ।

৪ । উত্তমঙ্গেন বন্দে'হং পাদপংসু বরুস্কমং
বুদ্ধে যো খলিতো দোসো, বুদ্ধো ধম্মতু তং মমং ।

৫ । আমি যাবজ্জীবনের জন্য বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিতেছি ।

- ২। অতীত অনাগত ও বর্তমান বুদ্ধগণকে আমি সর্বদা বন্দনা করি।
 ৩। আমার অশ্রু কোন শরণ নাই, বুদ্ধই আমার শ্রেষ্ঠ শরণ, এই সত্য বাক্য দ্বারা আমার জয় এবং মঙ্গল হউক।
 ৪। সর্বজ্ঞ বুদ্ধের উত্তম পদধূলি মস্তকে লইয়া আমি তাঁহাকে বন্দনা করিতেছি। হে বুদ্ধ (অজ্ঞানবশতঃ) আমি কোন পাপ করিয়া থাকিলে আমার সেই দোষ ক্ষমা করুন।

ধর্মের ছয়গুণ স্মরণ

স্বকৃথাতো ভগবতঃ ধর্মো সন্দিটঠিকো অকালিকো

এহিপসসিকো ওপনয়িকো পচ্চত্তং বেদিতকো বিএঃ এঃ ইহী'তি।

- ১। ধর্ম জীবিতপরিসম্পত্তং সরণং গচ্ছামি।
 ২। যে চ ধর্মো অতীতো চ, যে চ ধর্মো অনাগতো,
 পচ্চগ্ননা চ যে ধর্মো, অহং বন্দামি সর্বদা।
 ৩। নখি মে সরণং অএঃ এঃ ধর্মো মে সরণং বরং,
 এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।
 ৪। উত্তমজ্জেন বন্দে'হং ধর্মঞ্চ তিবিধং বরং
 ধর্মো যো খলিতো দোসো ধর্মো ধমতু তং মমং।

—ভগবান বুদ্ধের ধর্ম স্পষ্ট প্রকাশিত, স্বয়ং জ্ঞেয়, ইহা অকালিক, (স্বয়ং) আসিয়া দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী ও বিজ্ঞজন কর্তৃক স্বয়ং জ্ঞাতব্য।

ধর্ম বন্দনার ১।২।৩ নম্বরের বাঙলা অনুবাদ বুদ্ধ বন্দনার ১।২।৩ নম্বরের মত হইবে। কেবল বুদ্ধ শব্দের স্থানে ধর্ম শব্দ বসিতে হইবে—
 ৪ নম্বরে ত্রিবিধ ধর্মকে আমি অবনত মস্তকে বন্দনা করিতেছি। অজ্ঞানতাবশতঃ কোন পাপ করিয়া থাকিলে ধর্ম আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।

সংঘের নয়গুণ স্মরণ

সুপটিপম্নো ভগবতো সাবকসংঘো, উজুপটিপম্নো ভগবতো সাবক-
 নংঘো, ঞ্জায়পটিপম্নো ভগবতো সাবকসংঘো, সামীটিপটিপম্নো ভগবতো

সাবকসংঘো, যদিদং চত্তারি পুরিসমুগানি অট্টপুুরিসপুগ্গলা এস
ভগবতো সাবকসংঘো, আহুনেযো, পাছুণেযো, দক্ষিনেযো
অঞ্জলিকরণেযো, অনুত্তরং পুণ্ড্রং ঞ্জেন্তং লোকস্ সা'তি ।

১। সংঘং জীবিতপরিযন্তং সরণং গচ্ছামি ।

২। যে চ সংঘা অতীতা চ, যে চ সংঘা অনাগতা
পচ্ছুপ্পন্না চ যে সংঘা, অহং বন্দামি সৰ্বদা ।

৩। নখি মে সরণং অঞ্ ঞ্জং, সংঘো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং ।

৪। উত্তমজ্জেন বন্দে'হং, সংঘঞ্চ ছবিধুত্তমং
সংঘে যো খলিতো দোসো, সংঘো খমতু তং মমং ।

—ভগবান বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু-প্রতিপন্ন, ন্যায়-
প্রতিপন্ন, সমীচীন বা উত্তমমার্গ প্রতিপন্ন, এই চারিযুগল বা অষ্টবিধ
পুরুষ বুদ্ধের শ্রাবকসঙ্ঘ । ইহারা আত্মানের যোগ্য, দূর হইতে
আত্মানের যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয় ও জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ।

সংঘ বন্দনার ১।২।৩ নম্বরের বাঙলা অনুবাদও বুদ্ধ বন্দনার
১।২।৩ নম্বরের বাঙলা অনুবাদের মত হইবে । কেবল বুদ্ধ শব্দের
স্থানে সংঘ বলিতে হইবে । ৪ নম্বরে “সংঘঞ্চ ছবিধুত্তমং (দ্বিবিধ
কারণে 'সম্মুতি সংঘ ও পরমার্থ সংঘকে)” বন্দনা করিতেছি ।
অজ্ঞানতাবশতঃ কোন পাপ করিয়া থাকিলে হে সংঘ, আমার দোষ
ক্ষমা করুন ।

বুদ্ধ বন্দনা (সংক্ষেপে)

যো সন্নিসিল্লো বরবোধিমূলো
মারং সসেনং মহতিং বিজেহা
সম্বোধিমাগচ্ছি অনন্তঞাগো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং ।

ধর্ম বন্দনা (সংক্ষেপে)

অট্টজ্জিকো অরিয়পথো জনানং
মোক্খপ্পবেসো উজ্জুকো'ব মগ্গো,

ধম্মো অয়ং সন্তিকরো পণীতো
নীয়্যানিকো তং পণমামি ধম্মং ।

সংঘ বন্দনা (সংক্ষেপে)

সংঘো বিশুদ্ধো বরদকুখিনেয়ো
সন্তিল্লিয়ো সৰ্বমলপ্লহীনো,
গুণেহি নেকেহি সমিদ্ধিপত্তো
অনাসবো তং পণমামি সংঘং ।

ক) বুদ্ধের শারীরিক ধাতু ও চৈত্য বন্দনা

বুদ্ধং ধম্মঞ্চ সংঘং সুগত-তন্মভবং
ধাতুযো ধাতুগন্তে লঙ্কায়ং জম্বুদীপে
তিদসপূরবরে নাগলোকে চ তুপে,
সৰ্বেষ বুদ্ধস্ স বিম্বে সকলদসদিসে
কেশলোমাদিধাতুং বন্দে সৰ্বেষপি বুদ্ধং
দসবলতন্মজ্জং বোধিচৈত্যং নমামি ।

বুদ্ধ, ধর্ম ও সম্মহা, তথাগতের শারীরিক ধাতু ও ধাতুখণ্ডসমূহকে
লঙ্কায়, জম্বুদীপে, স্বর্গে এবং নাগলোকে যে সব স্তূপ আছে, সমস্ত
বুদ্ধ প্রতিবিশ্বকে এবং দশদিকস্থ কেশলোমাদি সমস্ত ধাতু ও বোধি-
চৈত্যকে আমি নমস্কার করিতেছি ।

খ) অন্যপ্রকারে চৈত্য ও শারীরিক ধাতু বন্দনা

বন্দামি চেতিয়ং সৰ্বং সৰ্বচ্চৈঠানেশ
পতিচ্চৈঠং, সারীরিকধাতুং মহাবোধি
বুদ্ধরূপং সকলং সদা ।

সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধের শারীরিক ধাতুচৈত্য, মহাবোধিবুদ্ধ ও
সমস্ত বুদ্ধরূপকে আমি সর্বদা বন্দনা করিতেছি ।

গ) একত্রে ত্রি রত্ন আচার্য্য ও উপাধ্যায় বন্দনা

- ১। বুদ্ধা ধম্মা চ পচ্চেকবুদ্ধা সংঘা চ সামিকা,
দাসো'ব' হস্মি মে তেসং গুণং ঠাতু সিরে সদা।
- ২। তিসরণং তিলক্খল্পপেক্খং নিব্বানমত্তিমং
সুবন্দে সিরসা নিচ্চং লভামি তিবিধমহং।
- ৩। তিসরণং সিরে ঠাতু সিরে ঠাতু তিলক্খনং
উপেক্খা চ সিরে ঠাতু নিব্বানং ঠাতু মে সিরে।
- ৪। বুদ্ধে সক্ররুণে বন্দে ধম্মে পচ্চেকসম্মুদ্বৈ
সংঘে চ সিরসা য়েব তিথা নিচ্চং নমাম্যহং।
- ৫। নমামি সথু নো বাদপ্পমাদবচনত্তিমং
সব্বে পি চেতিয়ে বন্দে উপজ্জায়াচরিষে মমং
ময়হং পণামতেজেন চিত্তং পাপেহি মুক্তং'তি।

১। সম্যক সম্মুদ্বৈ, পচ্চেক বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জ আমার প্রভু, আমি তাঁহাদের দাস, তাঁহাদের গুণাবলী সর্বদা আমার শিরে প্রতিষ্ঠিত, হউক।

২। ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ (অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম), উপেক্ষা এবং অবশেষে নিব্বাণকে নিত্য অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি। আমি সেই ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ, উপেক্ষা ও নিব্বাণকে লাভ করিব।

৩। ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ, উপেক্ষা এবং নিব্বাণ আমার শিরে প্রতিষ্ঠিত হউক।

৪। কুরুণাময় বুদ্ধদিগকে, পচ্চেক বুদ্ধগণকে, ধর্ম এবং সজ্জকে আমি অবনত মস্তকে এই ত্রিবিধ দ্বারে নিত্য নমস্কার করিতেছি।

৫। তথাগতের উপদেশ ও অপ্রমাদপূর্ণ অন্তিম বাক্যকে আমি নমস্কার করিতেছি। সমস্ত চৈত্য এবং আমার উপাধ্যায় ও আচার্য-বর্গকে বন্দনা করিতেছি। এই বন্দনার প্রভাবে আমার চিত্ত কলুষমুক্ত হউক।

ঘ) দন্তধাতু বন্দনা

একা দাঠা তিদসপুরে, একা নাগপুরে অহু.
 একা গন্ধারবিসয়ে, একাসি পুন সীহলে।
 চতস্‌সো তা মহাদাঠা নিব্বানরসদীপিকা
 পূজিতা নরদেবেহি তা'পি বন্দামি ধাতুযো।

তগবান বুদ্ধের একটি দন্ত স্বর্গের ত্রিংশালয়ে, একটি নাগলোকে,
 একটি গান্ধার রাজ্যে, আরেকটি সিংহল দ্বীপে রহিয়াছে। নিব্বাণ-
 রসোদ্দীপক এই চারিটি মহাদন্ত নর-দেবগণের দ্বারা পূজিত হয়।
 আমিও সেই দন্তধাতু চতুষ্টয়কে বন্দনা করিতেছি।

বুদ্ধের পদচিহ্ন বন্দনা

যং নম্মদায় নদিয়া পুলিনে চ তীরে
 যং সচ্চবদ্ধগিরিকে সুমনে চ লগ্গে,
 যং তথ যোনকপুরে মুনিমো চ পাদং
 তং পাদ-জাঙ্ঘনবরং সিরসা নমামি।

নর্মদানদীর বালুকাভূমিতে মুনীন্দ্র বুদ্ধের যে পদচিহ্ন আছে,
 সত্যবদ্ধ পর্বতচূড়ায় যে পদচিহ্ন আছে, সুমন পর্বতের উপর যে
 পদচিহ্ন আছে এবং যোনকপুরে (আরবদেশে) যে পদচিহ্ন আছে,
 আমি সেই শ্রেষ্ঠ পদচিহ্নসমূহকে অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি।

বোধিবৃক্ষ বন্দনা

যস্‌স মূলে নিসিন্নো'ব সঙ্ঘারিবিজয়ং অকা
 পত্তো সঙ্ঘাৎ‌ তং সখা বন্দে তং বোধিপাদপং।
 ইমেহেতে মহাবোধি লোকনাথেন পূজিতা
 অহম্পি তে নমস্‌সামি, বোধিরাজ নমথু তে।

যে বোধিবৃক্ষের মূলে বসিয়া শাস্তা সর্ববিধ অরিসমূহকে পরাস্ত

করিয়। সৰ্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বোধিবৃক্ষকে আমি বন্দনা করিতেছি ।

এই মহাবোধি বৃক্ষ লোকনাথ বুদ্ধকর্তৃক পূজিত, আমিও সেই বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করিতেছি । হে বোধিরাজ, তোমায় নমস্কার ।

সপ্ত মহাস্থান বন্দনা

পঠমং বোধিপল্লবং, দ্বিতীয়ং অনিমিসম্পি চ,

ততীয়ং চক্ৰমণং সেট্ঠং, চতুর্থং রতনঘরং ।

পঞ্চমং অজপালকং, মুচলিন্দকং ছট্ঠং

সত্তমং রাজায়তনং বন্দে তং বোধিপাদপং ।

প্রথম বোধিপালক, দ্বিতীয় অনিমেস চৈত্য, তৃতীয় চংক্রমণ চৈত্য, চতুর্থ রতনঘর চৈত্য, পঞ্চম অজপাল ঞ্চৈত্রোদ বৃক্ষ, ষষ্ঠ মুচলিন্দ বৃক্ষ, সপ্তম রাজায়তন বৃক্ষ - এই সপ্ত মহাস্থানকে আমি অবনত শিরে প্রণাম জানাইতেছি ।

প্রতিপত্তি পূজা

ইমায় ধম্মানুধম্মপটিপত্তিয়া বুদ্ধং পূজেমি ।

ইমায় ধম্মানুধম্মপটিপত্তিয়া ধম্মং পূজেমি ।

ইমায় ধম্মানুধম্মপটিপত্তিয়া সঙ্ঘং পূজেমি

অক্কা ইমায় পটিপত্তিয়া জাতি-জরা-ব্যাধি-মরণম্হা

পরিসুচ্চিস্মি ।

এই ধর্ম ও অনুধর্ম প্রতিপত্তি অর্থাৎ যাবতীয় শীল সমাধি দ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘকে পূজা করিতেছি । ইহা দ্বারা আমি জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে নিশ্চয় মুক্ত হইব ।

জ্ঞাতিপ্রেত পূজা

গন্ধং ধূপকং দীপকং পানীয়ং ভোজনস্পি চ

পতিগণ্হন্ত সন্তট্ঠা ঞ্জাতিপেতা ইদং বলিং ।

হে জ্ঞাতি প্রেতগণ ! সুগন্ধযুক্ত ধূপ, দীপ, পানীয় এবং ভোজনসহ এই পূজা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করুন ।

পূজা-উপকরণ-উৎসর্গ

সুগন্ধি ধূপ পূজা

গন্ধসম্ভারযুক্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা,

পূজয়ে পূজনেয্যস্তং পূজা-ভাজনমুত্তমং ।

গন্ধসম্ভারযুক্ত এই সুগন্ধি ধূপের দ্বারা আমি সেই পূজনীয় উত্তম-পূজাভাজনকে পূজা করিতেছি ।

দীপ-পূজা

ঘনসারগ্নাদিস্তেন দীপেন তমোধংসিনা,

তিলোকদীপং সমুদ্বং পূজয়ামি তমোহুদং ।

ঘনসার খাতুজাত বস্ত্র দ্বারা অথবা অন্ধকার বিনাশক জ্বলন্ত প্রদীপের দ্বারা ত্রিলোক-প্রদীপস্বরূপ অজ্ঞান-তমোহারী সমুদ্বকে পূজা করিতেছি ।

পুষ্প-পূজা

বল্লগন্ধ-গুণোপেতং এতং কুমুমসম্ভুতিং,

পূজয়ামি মুনিন্দস্ স সিরিপাদ-সরোরুহে ।

পূজেমি বুদ্ধং কুমুমেণ তেন

পুণ্ড্রেন মে তেন চ হোতু মোক্ষং ।

পুষ্পং মিলায়তি যথা ইদং মে,

কাযো ততা যাতি বিনাসভাবং ।

সুন্দর বর্ণ ও সুগন্ধযুক্ত এই পুষ্পসমূহ দ্বারা মুনিন্দ্র বুদ্ধের শ্রীপাদ-পদ্মে পূজা করিতেছি ।

এই পুষ্পদ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিতেছি, এই পুষ্পপ্রভাবে আমার মোক্ষলাভ হউক । এই পুষ্প যেমন গ্লান হইয়া যায়, সেইরূপ আমার এই দেহও বিনষ্ট হইয়া যাইবে ।

পানীয় পূজা

অধিবাসেতু নো ভস্তু পানীয় উপনমিতং

অনুকম্পং উপাদায় পটিগ্গহাতু উত্তমং ।

প্রভু, আপনার (পূজার যোগ্য উত্তম) পানীয় প্রস্তুত হইয়াছে ।
অনুগ্রহপূর্বক আমাদের এই উত্তম দান গ্রহণ করুন ।

আহার-পূজা

অধিবাসেতু নো ভস্তু ভোজনং পরিকল্পিতং,

অনুকম্পং উপাদায় পটিগ্গহাতু উত্তমং ।

প্রভু, আপনার (পূজার যোগ্য উত্তম) আহার প্রস্তুত হইয়াছে ।
অনুগ্রহপূর্বক আমাদের এই উত্তম দান গ্রহণ করুন ।

তাম্বুল-পূজা

অধিবাসেতু নো ভস্তু তাম্বুলং উপনমিতং

অনুকম্পং উপাদায় পটিগ্গহাতু উত্তমং ।

প্রভু, আপনার (পূজার যোগ্য উত্তম) তাম্বুল প্রস্তুত হইয়াছে ।
অনুগ্রহপূর্বক আমাদের এই উত্তম দান গ্রহণ করুন ।

ভৈষজ্য-পূজা

অধিবাসেতু নো ভস্তু গিলান-পচয়ভেসজ্জং উপনমিতং

অনুকম্পং উপাদায় পটিগ্গহাতু উত্তমং ।

প্রভু, আপনার (পূজার যোগ্য উত্তম) গিলান-প্রত্যয়-ভৈষজ্য
প্রস্তুত হইয়াছে । অনুগ্রহপূর্বক আমাদের এই উত্তম দান গ্রহণ করুন ।

সীবলী-পূজা

বধ্ধগন্ধসমম্বিতং মধুরাদিরসসংযুতং

নানাভেসজ্জেহি ইদং পূজং লাভী-সেট্ঠং

সীবলীং উপনমিতং, অনুকম্পং উপাদায়

পটিগ্গহাতু উত্তমং । (তিনবার)

ইতিপি সো অরহং জাতীনং অগ্গো সেট্ঠো সীবলী-নাম-
মহাধেরং ইমেহি দীপেহি, ধূপেহি, পুপ্ফেহি, আহারেহি
নানবিধখজ্জভোজ্জেহি পুজ্জপচারেহি পুজ্জেমি, পুজ্জেমি, পুজ্জেমি ।

ইমিনা পুজ্জাসক্কারান্নভাবেন যাব নিব্বানপত্তিয়া তাব জাতি-
জাতিয়ং সুখসম্পত্তিসমঙ্গিভূতেন সংসরিহা নিব্বানং পাপুণিতুং পথনং
করোমি ।

উৎসর্গ ও সঙ্কল্প গ্রহণ

১ । ভস্তুে সংসার-কাস্তার ছুখতো মুক্তিহা নিব্বানং সচ্ছিকরণথায়
ইদং মে (বো) ঐতীনং হোতু সুখিতা হোন্ত ঐতয়ো ।

আমার এই পুণ্যফল জ্ঞাতিগণের হউক । জ্ঞাতিগণ এই পুণ্যফল
প্রাপ্ত হইয়া সুখী হউক ।

২ । উন্নমে উদকং বট্টং যথা নিন্নং পবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি ।

উর্দ্ধ হইতে জলধারা যেমন নিম্নদিকে প্রবাহিত হয় তদ্রূপ আমার
এই দানীয় পুণ্যফল প্রেতভূমিতে উৎপন্ন হউক ।

৩ । যথা বারিবহা পুরা পরিপূরেস্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি ।

বৃষ্টির জলবহনকারী নদী যেমন প্রবাহিত হইয়া মহাসাগর পরিপূর্ণ
করে তদ্রূপ আমার এই দানীয় পুণ্যফল প্রেতলোকে উৎপন্ন হউক ।

৪ । এত্তাবতা চ অম্হেহি সন্তত্তং পুণ্ণং সম্পদং, সকে দেবা,
সকে সন্তা, সকে ভূহা অন্নমোদন্ত সর্বসম্পত্তিসিদ্ধিয়া ।

এই যাবৎ আমাদের দ্বারা যাহা পুণ্যসম্পদ সঞ্চিত হইল সকল
সম্পত্তি রক্ষামানসে সমস্ত দেবতা, প্রাণী ও অমনুষ্য ভূতগণ সেই পুণ্য-
সম্পদ অন্নমোদন করুন ।

৫ । আকাসট্ঠা চ ভূম্মাট্ঠা দেবা নাগা মহিচ্ছিকা ;
পুণ্ণং তং অন্নমোদিত্বা চিরং রক্কখন্তু সাসনং,
চিরং রক্কখন্তু দেসনং, চিরং রক্কখন্তু মং পরং ।

আকাশবাসী, ভূমিবাসী, মহাঋদ্ধিসম্পন্ন দেবতা এবং নাগগণ
এই পুণ্যাংশ অনুমোদন করিয়া তাঁহারা সকলে চিরকাল বুদ্ধের শাসন,
ধর্ম, আমাকে এবং অপরকে রক্ষা করুন ।

৬ । ইমিনা পুণ্ড্রকস্মেন মা মে বালসমাগমো,

সতং সমাগমো হোতু যাব নিব্বানপত্তিয়া ।

আমার এই পুণ্যপ্রভাবে যাবৎ নির্বাণ লাভ না হয় তাবৎ মূর্খ-
লোকের সঙ্গে মিলন না হউক, সৎলোকের সঙ্গে মিলন হউক ।

ক্ষমা প্রার্থনা

- ১ । তিরতনেসু কায়েন বাচায়, মনসাপি চ,
পমাদেন কতং ভন্তে সর্বদোসং বমন্ত মে ।
- ২ । তেসু কতঞ্জলি কন্মাস্মানুভাবেন সর্বদা,
অজ্জ্বত্তিকা চ বহিদ্ধা রোগা ছন্নবৃত্তিবিধা ।
- ৩ । বত্তিস কন্মকরণা, পঞ্চবীসতি ভেরবা,
সোলম্পদ্বা চাপি দণ্ডং দোস-দসাইঠ চ ।
- ৪ । পঞ্চবেরানি চত্তারো অপায়া চ তয়োপি চ,
কপ্পা চ ইতি সকেতে বিনস্সন্ত অসেসতো ।
- ৫ । ইচ্ছিতং পথিতং চাপি থিপ্পমেব সমিজ্জ্বতু,
দীঘঞ্চ হোতু মে আয়ু সংসারে সর্বজ্জাতিসু ।
- ৬ । অনাগতেহি মেত্তেয়াসথুনো দস্সনং বরং
সবেয়াকরণং লদ্ধা নিব্বাণং পাপুণিস্সাহং'তি ।
সংসারে সংসরন্তো লভিহা লোকিয়ং সুখং,
ন চিরং মগ্গং লদ্ধান নিব্বাণং পাপুণিস্সাহং ।

ক্ষমা প্রার্থনার পড়ানুবাদ

- ১ । তিরতন কাছে কায়মনোবাক্যে যাহা,
ভুলে করিয়াছি পাপ ক্ষম প্রভু তাহা,
- ২ । নিত্য তিনে কৃতাজলি কর্মের প্রভাবে,
অন্তরে বাহিরে রোগ ছিয়ানব্বই ভবে ।

- ৩। বত্রিশ কায়িক শাস্তি ভয় পঞ্চবিংশ'
উপজব বোল, দশ দণ্ড, অষ্ট দোষ।
- ৪। পঞ্চ বৈবী চতুর অপায় কল্পত্রয়,
এসব নিঃশেষরূপে যেন নষ্ট হয়।
- ৫। মানসের আশা মম পুরুষ সহর,
দীর্ঘায়ু হই যেন জন্ম জন্মান্তর।
- ৬। অনাগতে আৰ্য্যামিত্র বুদ্ধ করি' দরশন,
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লভি যেন নির্বাণ গমন।
জন্ম-জন্মান্তরে যেন লভি' সর্বসুখ,
অচিরে লভিয়া মার্গ নাশি' সর্বদুঃখ।

ভিক্ষু বন্দনা

ওকাস, বন্দামি ভস্তু, দ্বারন্তয়েন কতং সৰ্বং অপরাধং খমতু মে ভস্তু।
প্রভু, অবকাশ প্রদান করুন, (আপনাকে) বন্দনা করিতেছি।
দ্বারত্রয়ের (কায়, বাক্য ও মনের) দ্বারা কৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করুন।

একত্রে সঙ্ঘ বন্দনা

ওকাস, বন্দামি ভস্তু সংঘো, দ্বারন্তয়েন কতং সৰ্বং অপরাধং খমতু মে সঙ্ঘো।

প্রভো সংঘ! অবকাশ প্রদান করুন, (আপনাদিগকে) বন্দনা করিতেছি। দ্বারত্রয়ে (কায়, বাক্য ও মন) কৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করুন।

৪। ত্রিশরূপসহ পঞ্চসীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভস্তু তিসরূপেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি
অনুগ্গহং কহা সীলং দেথ মে ভস্তু। (ছতিয়ম্পি, ততিয়ম্পি)

ভস্তু, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরগসহ পঞ্চশীল ধর্ম
যাজ্ঞ করিতেছি। ভস্তু, (আপনি) অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শীল
প্রদান করুন। (দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার)।

শরণ গ্রহণ

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি,

ধম্মং সরণং গচ্ছামি,

সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি। (দ্বিতীয়ম্পি, ততীয়ম্পি)।

আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ বা আশ্রয়ে গমন করিতেছি।
(দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার)

পঞ্চশীল গ্রহণ

- ১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
প্রাণীহত্যা করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম।
- ২। অদিম্মাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
চুরি করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম।
- ৩। কামেসু মিচ্ছাচারো বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
মিথ্যা কামাচার করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম।
- ৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
মিথ্যাকথা বলিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম।
- ৫। সুরামোরয়মজ্জপমাদট্টানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।
প্রমাদের কারণ সুরা, মেরেয়, মদ্যাদি নেশাজব্য পান
করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম।
(ভিক্ষু) সাধু, সাধু, সাধু ইমং তিসরুণেন সন্ধিং পঞ্চসীলং
ধম্মং সাধুকং সুরক্খিতং কত্তা অঙ্গমাদেন সম্পাদেথ।
(গৃহী) আম, ভস্তু।
হ্যা, ভস্তু।

অষ্টশীল প্রার্থনা ও গ্রহণ

ওকাস, অহং ভস্তু, তিসরণেন সহ, অট্টঙ্গসমন্নাগতং উপোসথ-
সীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্তা সীলং দেথ, মে ভস্তু । (হুতিয়ম্পি,
ততিয়ম্পি ।)

ভস্তু, অবকাশ প্রদান করুন । আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গসংযুক্ত
উপোসথশীল যাত্রা করিতেছি । ভস্তু, (আপনি) অনুগ্রহ করিয়া
আমাকে শীল প্রদান করুন । (দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার)

১ । পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।

প্রাণীহত্যা করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম ।

২ । অদিম্মাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।

চুরি করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম ।

৩ । অত্রস্কাচরিয়্যা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।

অত্রস্কাচর্য্য হইতে বিরত থাকিব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম ।

৪ । মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।

মিথ্যাকথা বলিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম ।

৫ । সুরামোরয়-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং

সমাদিয়ামি ।

প্রমাদের কারণ সুরা, মৈরেয়, মত্তাদি নেশাজ্জব্য পান করিব না এই
শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম ।

৬ । বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।

বিকালে ভোজন করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম ।

৭ । নচ্চগীতবাদিত্ত-বিস্মৃকদস্ সনমালাগন্ধবিলেপনধারণ-

মণ্ডনবিভূষণট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি ।

নৃত্যগীত, বাজ-উৎসবাদি দর্শন ও শ্রবণ, বিভূষণের কারণ মালা-
গন্ধ-বিলেপনাদি প্রসাধনজ্জব্য ধারণ বা মণ্ডন হইতে বিরত থাকিব,
এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম ।

৮। উচ্চাসয়না-মহাসয়না বেরমনী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

উচ্চশয্যায় বা মহাশয্যায় শয়ন করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম।

(ভিক্ষু বলিবেন) সাধু সাধু সাধু ইমং তিসরুণেন সহ অট্ঠঙ্গ-সমন্নগতং উপোসথসীলং ধম্মং সাধুকং সুরক্খিতং কত্ত্বা অল্পমাদেন সম্পাদেথ।

৫। প্রব্রজ্যা এবং দশশীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে, পব্বজ্জং যাচামি। (ছুতিয়ম্পি, ততিয়ম্পি)

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিতেছি।

(দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার)

কাষায়বস্ত্র দান

সব্ব দুক্খ-নিস্ সরণ-নিব্বাণং সচ্ছিকরণথায় ইমং

কাসাবং গহেত্ত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়।

(ছুতিয়ম্পি, ততিয়ম্পি)

ভন্তে, সব্ব দুঃখমুক্ত নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অনুগ্রহ করিয়া এই কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

(দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার)

কাষায়বস্ত্র প্রার্থনা

সব্ব দুক্খ-নিস্ সরণ-নিব্বাণ-সচ্ছিকরণথায় এতং কাসাৎ দত্ত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়। (ছুতিয়ম্পি, ততিয়ম্পি)

ভন্তে, সব্ব দুঃখমুক্ত নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অনুগ্রহপূর্বক এই কাষায় বস্ত্র দিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

(দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার)

চীবর প্রত্যবেক্ষণ

পটিসংখা যোনিসো চীবরং পটিসেবামি, যাবদেব সীতস্ স পটিঘাতায়। উণহস্ স পটিঘাতায় ; ডংস-মকস-বাতাতপ-সিরিংসপ-সম্ফস্ সানং পটিঘাতায়, যাবদেব হিরিকোপীনং পটিচ্ছাদনথং।

সজ্ঞানে মনোযোগসহকারে স্মরণ করিতে করিতে আমি এই চীবর পরিধান করিতেছি, ইহা শুধু শীত ও উষ্ণ নিবারণ, ডাঁশ, মশক, বায়ু, রৌদ্র, সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারণার্থে এবং লজ্জানিবারণার্থে পরিধান করিতেছি, পঞ্চকামগুণ উৎপাদনের জন্তু নহে ।

অশুভ কর্মস্থান গ্রহণ

কেসা, লোমা নখা, দস্তা, তচো
তচো, দস্তা, নখা, লোমা, কেসা,
কেসা, লোমা, নখা, দস্তা, তচো ।

দশশীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভস্তু, তিসরণেন সহ পববজ্জসামণেরদসসীলং ধম্মং
ষাচামি, অন্নুগ্গহং কহা সীলং দেথ মে ভস্তু । (দ্বিতীয়ম্পি, তৃতীয়ম্পি)
ভস্তু, অবকাশ প্রদান করুন । আমি ত্রিশরণসহ দশশীলধর্ম
যাপ্তা করিতেছি ।

ভস্তু, (আপনি) অন্নুগ্রহ করিয়া আমাকে শীল প্রদান করুন ।
(দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার)

ত্রিশরণ

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুদ্বসস্ (তিনবার) ।
সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্মুদ্বকে নমস্কার ।

বুদ্ধম্ সরণম্ গচ্ছামি,
ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি,
সজ্জম্ সরণম্ গচ্ছামি । (তিনবার)

আমি বুদ্ধের শরণ লইতেছি, ধর্মের শরণ লইতেছি, সজ্জের
শরণ লইতেছি । (তিনবার)

বুদ্ধ বন্দনা

নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্ম

সাতগীর যক্ষ নমে 'নমো' নাম ধরে ।
অমুরেন্দ্র 'তস্ম' বলি নমস্কার করে ॥
চারি লোকপাল নমে 'ভগবতো' আর ।
নমিল 'অরহতো' বলি ইন্দ্র গুণাধার ॥
'সম্মাসম্বুদ্ধস্ম' নমে মহাভ্রম্মা পরে ।
অষ্ট জনে পঞ্চভাবে নমস্কার করে ॥
দেব হ'তে নমস্কার হইল প্রচার ।
আমিও শ্রীবুদ্ধপদে করি নমস্কার ॥

পুষ্প পূজা

বর্ণগন্ধ-গুণযুক্ত কুসুম প্রদানে,
পূজিতেছি পূজিতেছি বুদ্ধ ভগবানে ।
এই পুষ্প এইক্ষণ সুন্দর বরণ,
মনোরম গন্ধ তার সুন্দর গঠন ।
কিন্তু শীঘ্র বর্ণ তার হইবে মলিন,
দুর্গন্ধ ও দুর্গঠন অনিতে বিলীন !
এইরূপ জড়াজড় সকলি অনিত্য,
সকলি “দুঃখের হেতু”, সকলি “অনাশ্রয়” ।
এ বন্দনা এই পূজা এ জ্ঞান প্রভায়
সর্বভূষণ সর্বদুঃখ ক্ষয় যেন পায় ।

প্রদীপ পূজা

অন্ধকার ধ্বংসকারী এই দীপ দানে
 পূজিতেছি পূজিতেছি বুদ্ধ ভগবানে ।
 দীপের আলোক যথা অন্ধকার হরে,
 জ্ঞানের আলোক তথা মোহ দূর করে ।
 কেমন সুন্দর দীপ নয়ন-রঞ্জন,
 কিন্তু ইহা হইতেছে ক্ষয় অনুক্ষণ ;
 এ সলিতা এই তৈল যবে ফুরাইবে,
 তখনি এ যোগজাত দীপ নিভে যাবে ।
 সেইরূপ তৃষ্ণা-তৈল গেলে শুকাইয়া,
 জীবনের দুঃখ-শিখা যায় নির্বাণিয়া ।
 এ বন্দনা এই পূজা এ জ্ঞান প্রভায়,
 সর্বতৃষ্ণা সর্বদুঃখ ক্ষয় যেন পায় ।

সপ্তস্মৃতি বিজড়িত গাথা

গুরুবারে বুদ্ধাকুর মাতৃগর্ভে এল,
 শুক্রবারে শুভলগ্নে ভূমিষ্ঠ হইল ।
 সোমবারে গৃহত্যাগ করেন সিদ্ধার্থ,
 বুধবারে লভেন তিনি পরম বুদ্ধত্ব ।
 শনিবারে ধর্মচক্র করেন দেশন,
 মঙ্গলবারে পরিনির্বাণ লভেন বুদ্ধধন ।
 রবিবারে দাহক্রিয়া হল সম্পাদিত,
 সপ্তবারে সপ্তকার্য জগতে বিদিত ।
 সপ্তবারের মধ্যে শুধু মঙ্গলবার,
 বড়ই শোকের বলি স্মর বার বার ॥

সংসার কামনা

কায়-বাক্য-মনে পাপ করিয়া বর্জন
সবিনয়ে ঐশ্বর্যে এই নিবেদন ।

তব গুণে জানিয়াছি ওহে ভগবান,
কামলোক রূপলোক অরূপ ভুবন ।

এ তিন ভুবন হতে মুক্তিলাভ তরে,
দানশীল ভাবনাদি করিহু সাদরে ।

যাহা পুণ্য লাভ মোর হইল ইহাতে,
বার বার প্রণমিয়া যাচি ভক্তিচিতে ।

অসাধুর সনে বাস না হয় কখন,
সাধুসঙ্গ লাভ করি যেন আজীবন ।

নির্বাণ ধরম শুনি বুদ্ধের সাক্ষাতে,
প্রব্রজ্যা হউক লাভ ভিক্ষুর ছায়াতে ।

অজ্ঞিময় চীবরাদি অষ্ট পরিষ্কার,
হউক পুণ্যের ফলে যাচি বার বার ।

তারপর স্রোতাপত্তি মার্গ আর ফল;
সকৃদাগামী অনাগামী মার্গ আর ফল ।

অরহন্ত মার্গফল লভিয়া তখন,
চরমে নির্বাণ লাভ যাচি ভগবান ।

আমার সঞ্চিত পুণ্য যা হ'ল এখন
- গ্রহণ করহে এবে সর্ব সত্ত্বগণ ।

লভি এই পুণ্যফল কর আশীর্বাদ,
অনির্বাণ পুণ্যে মম না হয় প্রমাদ ।

সুখী হও সুখী হও এ মৈত্রী ভাবনা,
দিবানিশি হিতমুখ করিহু কামনা ।

ভাবনার সুফল

বুদ্ধ ধর্ম সঙ্ঘ এই গুণের স্মরণে,
নিবারিত নিবরণ শ্রদ্ধা জাগে প্রাণে ।
শ্রদ্ধায় সমাধি লাভ সমাধিতে জ্ঞান,
যথাভূত জ্ঞানে হয় হৃৎখের নির্বাণ ॥

অরহত :—

ইনিই সে ভগবান ইনি অরহত,
পদে তাঁর নমস্কার শত শত শত ।
ক্লেশ অরি প্রজ্ঞা-অস্ত্রে করিয়া নিহত,
এই মুনি পাপ হ'তে দূরে অবস্থিত ।
তাই অরহত তিনি, তাই অরহত ।
জন্ম-চক্রে “নাভি ; “নেমি”, “অর” আছে যত,
তিনি করেছেন সব ভগ্ন বিদূরিত ।
তাই অরহত তিনি, তাই অরহত ।
“রহ” বলি তাঁর কাছে কোন কিছু নাই ;
তাই অরহত তিনি, অরহত তাই ।
পূজার্থ সবার তিনি, তাঁর পূজ্য অরহত নাই,
তাই অরহত তিনি, অরহত তাই ॥

সম্যক্ সম্বুদ্ধ :—

সম্যক্ সম্বুদ্ধ ইনি পুত্রিয়া পারমী ;
তাঁহার চরণপদ্মে শ্রদ্ধাভরে নমি ।
সম্যক্ সম্বুদ্ধ ইনি সর্ব জ্ঞানাধার ,
জানিয়াছে নিজে নিজে যাহা জানিবার ।

এই সর্ব জ্ঞানী-পদে নমি বার বার ।
 পরিজ্ঞেয় “তুঃখ-সত্য” পরিজ্ঞাত তাঁর ;
 সুভাবিত “মার্গ-সত্য” যাহা ভাবিবার ;
 বর্জ্জনীয় “হেতু-ধর্ম” বর্জ্জিত তাঁহার ;
 প্রাপ্ত সে “নির্বাণ-ধর্ম” যাহা পাইবার ।
 এহেন সম্বুদ্ধ পদে শ্রদ্ধাভরে আমি ;
 পুনঃ পুনঃ, পুনঃ পুনঃ ; পুনঃ পুনঃ নমি ।
 “মধ্য-পথ” শুদ্ধরূপে নিজে নিজে জানি,
 সম্যক্ সম্বুদ্ধ ইনি সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী ।
 এহেন সম্বুদ্ধ-পদে আমি বার বার,
 শ্রদ্ধা-ভরা প্রাণে দিই শ্রদ্ধা নমস্কার ।

বিদ্যা-চরণসম্পন্ন :-

ইনি সেই বিদ্যাচারী, ইনি ভগবান,
 নানা ঋদ্ধি, মনোময়, বিদর্শন-জ্ঞান,
 দিব্য-শ্রোত্র, পরচিত্ত, পূর্বের নিবাস,
 সত্ত্বদের চ্যুতিসহ নূতন প্রকাশ,
 আর আসবের ক্ষয়ে আছে তাঁর জ্ঞান,
 এই অষ্ট বিদ্যা বলে ইনি যে “বিদ্বান্” ।
 শীল সংবরণে আর ইন্দ্রিয়-দমনে,
 ভোজনের মাত্রাজ্ঞানে, জাগরিত মনে,
 শ্রদ্ধা, লজ্জা ভয়, শ্রুতি, বীৰ্য্য, স্মৃতি, জ্ঞানে,
 আর চারি রূপ-লোক-ধ্যান সম্পাদনে,
 শ্রাবক নির্বাণ পদে করেন গমন;
 তাই এই পঞ্চদশ শুদ্ধ “আচরণ”
 এই বিদ্যা-গুণে, এই বিশুদ্ধ আচারে
 “বিদ্যাচারী” বলে তাঁরে দেব-ব্রহ্মা-নরে ।

লভেছেন সর্বজ্ঞতা বিদ্যার কল্যাণে,
মহাকারণিক তিনি আচরণ গুণে ।
হেন বিদ্যাচারমুক্ত এই ভগবানে,
করি শত নমস্কার শ্রদ্ধা-ভরা প্রাণে ।

সুগত :—

অনাসক্ত চিত্তে তিনি হয়েছেন গত,
এই সুগমন হেতু তিনি যে “সুগত” ।
নিরাপদ মুখস্থানে হয়েছেন গত,
তাই ত “সুগত” তিনি তাই ত “সুগত”
গত তিনি ; ফিরিবেন না ; আর্যমার্গে গত,
তাই ত “সুগত” তিনি তাই ত “সুগত” ।
মধুর ও সত্যবাক্য ভাষিত নিয়ত,
তাই ত “সুগত” তিনি তাই ত “সুগত” ।
এহেন সুগত বুদ্ধে হেন ভগবানে,
করি শত নমস্কার শ্রদ্ধা ভরা-প্রাণে ।

লোকবিদ :—

চক্রবালে জড়াজড় যত লোক আছে,
তাহাদের সর্বতত্ত্ব জ্ঞাত তাঁর কাছে ।
তাই তিনি লোকবিদ লোকজ্ঞ মহান্ ,
শ্রদ্ধাভরা প্রাণে দিই শ্রদ্ধার প্রণাম ।
স্বভাব, উৎপত্তি, রোধ, নিরোধ, উপায়,
লোকের এ সব তত্ত্ব জ্ঞাত অভিজ্ঞায় ।

তাই তিনি লোকবিদ লোকজ্ঞ মহান্ ;
 শ্রদ্ধাভরা প্রাণে দিই শ্রদ্ধার প্রণাম ।
 সম্ব-লোক-চিন্ত-তত্ত্বে ইনি জ্ঞানবান,
 তাই ইনি লোকবিদ লোকজ্ঞ মহান্ ।
 স্বক-লোক, আয়তন, ধাতু, সংস্কার,
 এই সব লোক-তত্ত্ব সুবিদিত তাঁর ।
 আকাশেতে চন্দ্র সূর্য্য যত লোক আছে,
 সর্বাকারে সর্বতত্ত্ব জ্ঞাত তাঁর কাছে ।
 তাই তিনি লোকবিদ লোকজ্ঞ মহান্.
 শ্রদ্ধা-ভরা প্রাণে দিই শ্রদ্ধার প্রণাম ।

অমৃতর, দমিতব্য পুরুষের সারথি :—

শীলে অমৃতর তিনি, দানে অমৃতর,
 সমাধি-প্রজ্ঞায় ইনি চির অমৃতর ।
 বিমুক্তির জ্ঞানে তাঁর “দর্শন” অতুল,
 তাঁহার বিমুক্তি অহো ! অতুল, অতুল !
 দাম্যের দমনে ইতি অতুল সারথী
 শ্রদ্ধাভরা প্রাণে দিই শত শত নতি ।

দেব-মানবের শাস্তা :—

জন্ম-মরণ হতে পাইবারে ত্রাণ,
 দেবতা-মানবে ইনি শিক্ষা করে দান ।
 ইনিই শাসক শাস্তা, শিক্ষক মহান্,
 এমন শাস্তায় দিই কৃতজ্ঞ প্রণাম ।

বুদ্ধ :—

বিমুক্তির জ্ঞান-বলে জেয় জ্ঞাত হয়ে,
বুদ্ধ ইনি, বুদ্ধ ইনি নিজ শক্তি দিয়ে ।
জীবনের স্বপ্ন হতে চির জাগরিত,
বুদ্ধ ইনি, বুদ্ধ ইনি চির জ্ঞানযুত ।
জীবনের মূল-নীতি আর্থ্য-সত্য চারি,
বুঝিয়াছে, বুঝায়েছে প্রচারি প্রচারি ।
এই বুদ্ধ, এই বুদ্ধ আদর্শ আমার ;
শ্রদ্ধা-ভরা প্রাণে দিই শ্রদ্ধা নমস্কার ।

ভগবান :—

ভব-ভয়-মুক্ত হয়ে পেয়েছে অভয় ;
গতি তাঁর নিরূপণ কারো সাধ্য নয় ;
বাধা বিনিমুক্ত হয়ে লভেছে নির্বাণ
নব লোকস্তর ধর্মে ; তাই “ভগবান” ।
ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, বীর্য্য, যশঃ আর জ্ঞান,
সৌভাগ্যাদি গুণবলে ইনি “ভগবান” ।
ভগ্নরাগ, ভগ্নদ্বेष, ভগ্নমোহ হয়ে,
ইনিই ত ভগবান সর্বাসব-ক্ষয়ে ।
এই ভগবান চির আদর্শ আমার ;
শ্রদ্ধাভরা প্রাণে দিই শ্রদ্ধা নমস্কার ।

বুদ্ধানুস্মৃতির সুফল

অনন্ত গুণীর নব গুণের স্মরণে
নিবারিত নীবরণ, শ্রদ্ধা জাগে প্রাণে ।
শ্রদ্ধায় সমাধি লাভ ; সমাধিতে জ্ঞান ;
যথাভূত জ্ঞানে হয় দুঃখের নির্বাণ ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি

কি নামে তোমায়, ডাকিব হে প্রভু,
পাই না শব্দ খুঁজিয়া !

কি দিয়ে তোমায় পূজিব হে নাথ,
কে দিবে আমায় বলিয়া ?

মানবের স্তুতি, জগতের পূজা
চাহ না হে তুমি চাহ না ;

মানবের তুমি জগতের তুমি
সেবিয়াছ দিয়া করুণা ।

তবু ত পরাণ আকুল হইয়া
চায় ও চরণ চুমিতে ;

অসীম তোমায় সসীম ভাষায়
চায় গো ব্যক্ত করিতে ।

সসীম ভাষায় অসীম তোমায়
চায় গো ব্যাখ্যা করিতে ;

আকুল পরাণ ব্যাকুল হইয়া
চায় ও চরণ ধরিতে ।

প্রকৃতির মুক রসনা হইতে
গুপ্ত সত্য টানিয়া,

করিয়াছ ব্যক্ত, হইবারে মুক্ত
কারাগার তার ভাঙ্গিয়া ।

এ রহস্যময় জীবনে আমার
ঘটিতেছে যত ঘটনা ;
তা'দের মাঝারে পাই দেখিবারে
“দর্শন” তব রচনা ।

স্বখের হিল্লোলে, হৃঃখ-বজ্র-নাদে
হৃদয় কাঁপিয়া উঠিলে,
তোমার জীবন তোমার বচন
থামায় বজ্র-হিল্লোলে ।

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনা ভুলিয়া
লুটাইতে চায় চরণে ,
ধাই পূজিবারে বিহ্বলিত প্রাণে
গন্ধ-দীপ-কুশ্মে ।

চাহি ডাকিবারে মিলেনা ত ভাষা
মুক হয়ে থাকি বসিয়া ;
কি নামে তোমায় ডাকিব হে প্রভু,
ভাষা ত পাইনা খুঁজিয়া ।

হৃদয়ের তুমি আদর্শ আমার
জীবনের ঞ্জ-তারকা ;
তব আশ্র-দান , অসীম করুণা
আমার জীবন-দীপিকা ।

তোমার জীবন, মৈত্রী, প্রজ্ঞা, বল,
তোমার শাস্তি পাইতে,
ইইব সক্ষম আমিও একদা
চক্রে চক্রে জমিতে ।

তোমার এ বাণী, এ মধুর সত্য
 রেখেছি আঁকিয়া হৃদয়ে ;
 কি নামে তোমায় ডাকিব হে প্রভু,
 প্রাণের আকাজক্ষা মিটায়ে,
 মরণ যখন আসিবে লইতে
 চরম নিঃশ্বাস টানিয়া,
 স্মৃতির মাঝারে রাখিয়ে তোমারে,
 যাব অজানায় চলিয়া ।

কি ভয় আমার, কি দুঃখ আমার,
 “বাণী” নিয়মিত জীবনে !
 কি ভয় আমার, কি দুঃখ আমার,
 এখানে, ওখানে, সেখানে ?

তোমায় হ'ক জীবন আমার
 জনমে, জীবনে, মরণে ;
 শাস্তা আমার, আদর্শ আমার,
 লও গো প্রণতি চরণে ।

বন্দনা

জাগ্রত হইয়া নিজে অপরে জাগাও ;
 দাস্ত হয়ে দম-নীতি অপরে শিখাও ;
 নিজে শাস্ত হয়ে, পরে শমথ বুঝাও ,
 তীর্ণ হয়ে ত্রাণপথ সকলে দেখাও ,
 স্বয়ং “নির্বাণ” লভি' প্রচার “নির্বাণ” ;
 কৃতজ্ঞ প্রণাম লও শাস্তা ভগবান্ ।
 এ বন্দনা. এই পূজা ঐ জ্ঞান-প্রভায়
 সর্ব ভুগা, সর্ব দুঃখ ক্ষয় যেন পায় ।

“বাল” সঙ্গে সমাগম যেন নাহি হয়,
 লোকধর্মে চিত্ত যেন অকম্পিত রয় ।
 শীল ও সমাধি, প্রজ্ঞা নিয়ত আমার
 যেন সুরক্ষিত থাকে আদর্শে তোমার ।
 মৈত্রীর অমৃত থাকি নিত্য নিমগণ,
 বিলাব অমিত মৈত্রী তোমারি মতন ।
 তোমার চিন্তার ধারা আমার মানসে;
 বহুক ফলুর মত নিশীথে দিবসে ।
 তোমার জ্ঞানের শিখা আমার অন্তর,
 উজ্জলি দেখা’ক শান্তি-পথ নিরন্তর ।
 যতদিন শেষ নাহি হয় পর্য্যটন,
 আদর্শ, আদর্শ মম তুমি ভগবন্ ।

নামরূপ গাথা

নামরূপ সব নয়, নহে কিস্বা জীব,
 নামরূপ নর নয়, নয় হে মানব ।
 স্ত্রী-পুরুষ এই সংজ্ঞা নামরূপে নাই,
 নামরূপে আত্ম-আত্মা খুঁজিয়া না পাই ।
 নামরূপ আমি নই নহে যে আমার,
 নামরূপ কারো নয় নিজ কিস্বা পর ।
 সংস্কার ধর্মমাত্র আছে বিদ্যমান,
 বিদর্শন জ্ঞানমার্গে মিলায় সন্ধান ।
 অবিদ্যা-সংস্কার-তৃষ্ণা-ভব উপাদান,
 অতীতের পঞ্চহেতু কর্মের নিদান ।
 এই পঞ্চ হেতু তরে বর্তমান ফল,
 বর্তমান হেতু পরে দিবে ভাবী ফল ।

এইরূপে কর্মশ্রোত চলে অবিরত,
 যতদিন তৃষ্ণা নাহি হয় নিরবাপিত ।
 কর্মশ্রোত আছে কিন্তু কর্মকর্তা নাই,
 কে ভোগে কর্মের ফল খুঁজিয়া না পাই ।
 নামরূপে কর্মফল আছে বিদ্যমান,
 রূপারূপ কর্মভব তাহার প্রমাণ ।
 কেহ ব্রহ্মা, কেহ দেব, কেহ নর-নারী,
 ভূত, প্রেত অশুরাদি নিরয় বিহারী ।
 উচ্চ নীচ দীন দুঃখী সম্ব অগণন
 অন্ধ খণ্ড বিকলাঙ্গ কর্মের কারণ ।
 কর্মবশে নামরূপ বিভিন্ন আকারে
 তৃষ্ণার কারণে জীব মূরে চক্রাকারে ।
 জগৎ জরা ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ যে ভীষণ
 নামরূপ একমাত্র ইহার কারণ ।
 তৃষ্ণার কারণে হয় আপনি উদয়
 তৃষ্ণাক্ষয় বিনা তার নাহিক বিলয় ।
 বিদর্শন জ্ঞান মার্গে করি বিচরণ
 তৃষ্ণাবীজ ক্ষয় হেতু করহে সাধন ॥

স্তুতিগাথা

বুদ্ধ-ধর্ম-সজ্জপদে করি নমস্কার
 নিজগুণে দয়া করি ওহে গুণাধার
 কায়মনে ভক্তি করি জোড় করি হাত
 তোমার রাজপদে করি প্রণিপাত ।
 বিনয় করিয়া ভস্তু করি যে প্রার্থনা
 কত পাপ করিয়াছি নাহি মোদের জানা
 না জানিয়া যদি মোরা করি থাকি পাপ
 দয়া করি অধমেরে ক'রে দিও মাপ ।

বৈশাখী পূর্ণিমা স্তোত্র

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি অতি শুভক্ষণ ।
 প্রাকৃতিক দৃশ্য আজি নয়ন মোহন ॥
 ফলপুষ্পে ধরা হল অতি সুশোভন ।
 ধরাবাসী হল আজি আনন্দে মগন ॥
 এমন পূর্ণিমা দিনে লুশ্বিনী উঠানে ।
 বুদ্ধাঙ্কুর জন্ম নিল অতি শুভক্ষণে ॥
 জন্মক্ষণে বসুন্ধরা কাঁপিয়া উঠিল ।
 মেঘধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি একক্ষণে হল ॥
 অপূর্ব আলোকে ধরা হল আলোকিত ।
 দেব-নর পশু-পক্ষী হল পুলকিত ॥
 সাধু সাধু ধ্বনি করে স্বর্গে দেবগণ ।
 হান্তময় হল ধরা প্রীত সর্বজন ॥
 উত্তর দিকেতে চলে শিশু নবজাত ।
 সপ্তপদে সপ্তপদ্য হল প্রস্তুতি ॥
 সপ্তম পদ্যেতে স্থিত হয়ে অবস্থিত ।
 গম্ভীর অপূর্ব বাক্য করেন বিঘোষিত ॥
 জ্যেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ আমি ত্রিলোকমাঝারে ।
 না লভিব জন্ম আর পুনঃ এ সংসারে ॥
 অহো কি আশ্চর্য শিশু মায়ার সন্তান ।
 যিনি হবেন ত্রাণকর্তা বুদ্ধ ভগবান ॥
 পুন এই শুভদিন অতি স্মরণীয় ।
 বৈশাখী পূর্ণিমা-তিথি অতি বরণীয় ॥
 এহেন পবিত্র দিনে নৈরঞ্জন্য তীরে ।
 স্নজাতার পায়সান্ন খেয়ে ধীরে ধীরে ॥

গয়াধাম শ্রেষ্ঠ বোধি-পালক মহান ।
পৃথিবীর নাভিস্থান অতি গরীয়ান ॥

অভীষ্ট স্থানেতে তিনি উপনীত হন ।
বসিলেন বোধিতরুমূলে তপোধন ॥

শাস্ত্রমনে ধ্যানমগ্ন হলেন যখন ।
মাররাজ আরম্ভিল সমর ভীষণ ॥

রাত্রির অস্তিম যামে মহাপ্রজ্ঞাবান ।
মার পরাজয় করি লভে বোধিজ্ঞান ॥

জগৎবরেণ্য হলেন বুদ্ধ ভগবান ।
কারুণিক শাক্যমুনি ত্রিলোক প্রধান ॥

বহুবিধ অলৌকিক শক্তি সহকারে ।
পঞ্চ-চত্বারিংশ বর্ষ জগৎ মাঝারে ॥

সুধাসম শ্রেষ্ঠ ধর্ম করিয়া প্রচার ।
নরদেব ত্রিলোকের করি উপকার ॥

পূর্ণ যবে হল তাঁর অশীতি বৎসর ।
কুশীনারা শালবনে গিয়ে অতঃপর ॥
শুভ্র-জ্যোৎস্না আলোকিত গগন মণ্ডলে ।
বৈশাখী পূর্ণিমা রাত্রি দেবনর বলে ॥

কাঁদাইয়া নিরবাণ লভে বুদ্ধ ধন ।
জ্ঞানদীপ নির্বাপণে কাঁদিল ভুবন ॥

স্মৃতিত্রয় বিজড়িত এই মহাদিনে ।
বুদ্ধগুণ গাও সবে ভক্তিসুত মনে ॥

আষাঢ়ী পূর্ণিমা স্তোত্র

আষাঢ়ী-পূর্ণিমা তিথি অতি শুভক্ষণ ।

চারিস্মৃতি বিজড়িত ভুবন মোহন ॥

এমন পূর্ণিমা দিনে গভীর নিশীথে ।

মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেন অতি হরষিতে ॥

শ্বেতহস্তী শ্বেতপদ্ম শুণ্ডেতে ধরিয়া,

তিনবার রাণীমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ।

সেইক্ষণে বোধিসত্ত্ব মায়ার উদরে,

দক্ষিণ পার্শ্বেতে যেন প্রবেশে জঠরে ॥

ভূষিত স্বরগ হতে নেমে এসে ধীরে,

বুদ্ধাকুর জন্ম নিল জগৎ মাঝারে ।

এমন অপার শুভপূর্ণিমা নিশিতে,

হৃৎখের নিরোধ চিন্তা উপায় করিতে ।

সংসার সাগর হতে মুক্তিলাভ তরে,

রাজ্যধন ত্যাগ করি আকুল অস্তরে ।

স্ত্রীপুত্রের মায়া-পাশ করিয়া ছেদন,

মধ্যরাতে করিলেন অভিনিষ্ক্রমণ ।

সিদ্ধার্থের ত্যাগ দেখি দেব-ব্রহ্মগণ,

মহানন্দে সাধুবাদ দেয় ঘন ঘন ।

এরূপ অপার এক পূর্ণিমা তিথিতে,

ভগবান উপনীত হয়ে সারনাথে ।

মৃগদাবে পঞ্চশিষ্যে দীক্ষা প্রদানিয়া,

ধর্মচক্র প্রবর্তন প্রথম দেশিয়া ।

জ্ঞানদীপ প্রজ্জলিত তাঁদের অন্তরে,
ইহা দেখি দেবত্রক্সা সাধু ধ্বনি করে ।

এমন পবিত্র পুণ্য মহা শুভক্ষণে,
অপূর্ব যমক ঋদ্ধি শ্রাবস্তী গগনে ।

সমাপন করি' বুদ্ধ করুণা-অন্তরে,
তখনি গেলেন চলি তাবতিংসপুরে ।

সেইখানে তিন মাস বসি ইন্দ্রাসনে,
মাতৃসহ দেবগণে পূর্ণ-মৈত্রী মনে ।

অভিধর্ম শুনালেন মধুর ভাষণে,
শ্রেষ্ঠধর্ম শুনে সবে হরষিত মনে ।

এই চারি মহাস্মৃতি রয়েছে জড়িত,
আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি জানিবে নিশ্চিত ।

এমন পবিত্র দিনে সবে একত্রিত,
বুদ্ধপূজা দানশীলে হয়ে একচিত ।

বুদ্ধের আদর্শ নীতি করিয়া পালন,
অচিরে লভিতে যেন পারি মোক্ষধন ।

মধু-পূর্ণিমা

শ্রীমধু-পূর্ণিমা তিথি মাধুরীমা ময় ।

চারিদিকে যুছ যুছ মধু বায়ুবয় ॥

শাখে শিখী নাচে গাহে শ্রীতি ভরা ঔষধি ।

সরোবরে খেলে সুখে হংস, চকা-চকি ॥

প্রকৃতির রাজ্যপূর্ণ আনন্দ লহরী ।

বুদ্ধ-গুণ গাহি নাচে ময়ূর-ময়ূরী ॥

বাগানে কুসুম রাশি অতি মনোহর ।

পুকুর সলিল ভরা দেখিতে সুন্দর ॥

সরসীতে শতদল রয়েছে ফুটিয়া ।

রাজহংস পদ্মবনে যায় সাঁতারিয়া ॥

ধানের সবুজ মাঠে মৃদু বায়ু বয় ।

তাহা দেখি চাষীদল আনন্দিত হয় ॥

সুনির্মল শুভ্র আভা শারদ চন্দ্রিমা ।

বিতরিছে নিরবধি শারদ সুষমা ॥

এমন সুন্দর দিনে প্রীতিফুল মনে

পূজিতে বাসনা করি বুদ্ধ প্রাণ-ধনে ॥

পাষাণ ঘর্ষণ করি অগ্নি উৎপাদিয়া ।

সুসিদ্ধ করিয়া জল শুণ্ডেতে আনিয়া ॥

মহানন্দে পুণ্য পুত পূজি বুদ্ধ ধনে ।

পূরিল মনের সাধ গজ ফুল্ল-মনে ॥

কিশলয় শাখাগুচ্ছ শুণ্ডেতে ধরিয়া ।

মৃদু মৃদু পাখা করে হেলিয়া ছলিয়া ॥

দীর্ঘদিন গজরাজ বুদ্ধ ভগবানে ।

পূজিয়া পুলক লভে পারিলোয় বনে ॥

এমন মধুর দৃশ্য করি দরশন ।

পূজিতে আকুল হল বানরের মন ॥

পরে এক মধুচক্র বানর দেখিল ।

হৃষ্টচিত্তে তাহা এনে বুদ্ধকে পূজিল ॥

ঐবুদ্ধের মধুপান দেখি অত পর ।

মহানন্দে নৃত্য করে বনের বানর ।

বানরের ভক্তিশ্রদ্ধা আর মধুদানে ।
 বনস্থলী প্রকম্পিত সাধুবাদ দানে ॥
 এমন পূজার দৃশ্য হেরি বন্য প্রাণী ।
 ক্রোধহিংসা ভুলি সবে করে মৈত্রীধ্বনি ॥
 স্বর্গে থাকি এই পূজা দেখি দেবগণ ।
 সাধুবাদ সহ করে পুষ্প বরিষণ ॥
 ইহা শ্রুতি সবে মিলি হয়ে একমন ।
 আনন্দেতে সাধুবাদ দাও ঘন ঘন ॥
 আজি মোরা মধুদানে ভক্তিন্মুগ্ধ মনে ।
 পূজিতেছি শ্রীকৃষ্ণকে নির্বাণ কারণে ॥
 এই মহাপুণ্য ফলে জন্ম-জন্মান্তর ।
 মধুকণ্ঠ লভি যেন ললিত সুস্বর ॥

মরণানুশ্রুতি ও অশুভ ভাবনা

বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির

হৃদয় তরঙ্গে ভরা সাগর ভীষণ,
 সিংহব্যাঘ্রে উপদ্রুত বন মহাবন ।
 অশনি উচ্চা গ্রহে আকাশ যেমন,
 ততো ভয়ঙ্কর ওহে মানব জীবন ।
 জরাব্যাদিমরণাদি অনন্ত অপার,
 ভূতে ভূতে জন্ম দিয়ে হিংসে বারবার ।
 নরক যন্ত্রণা ভয় অপায় গমন,
 কত যে সহিলি দুঃখ ওহে অবোধ মন ।

দুঃখের সাগর যদি তরিতে কিঞ্চন,
মরণ ভাবনা-ভাবে রহে অনুরূপ ।

উদিয়া অরুণ যথা ধাইছে সবলে,
বাধাবিন্ধু নাহি মানে যেতে অস্তাচলে ।

অনিবর্তী নদী যথা কলমলি ধায়,
দুঃখের বিলাপে সদা ছুটিছে সবাই ।

খড়াগ্র শিশির যথা সন্নিহিতা করণে,
মৃগেন্দ্র বিনাশে যথা মৃগকুল বনে ।

অসহায় নিরবল ওগো মোর মন,
মৃত্যুর কুটিল আঁখি তোমার সদন ।

মুহূর্ত্তে আসিয়া কবে মটকাইবে ঘাড়,
তবে কেন মন তুমি নিশ্চিন্ত এবার ?

মৃত্যু আসি জীর্ণমূত্রে তব আয়ু পরে,
তবে কেন শুয়ে আছ দিনরাত করে ?

জাগ হে জাগ হে মন কর হে উপায়
ঘুচুক সকল দুঃখ সব অন্তরায় ।

সকল মেদিনী ভোগী দিয়ে কোটি ধন;
অশোক নারিল মৃত্যু করিল লজ্জন ।

পদাঙ্গুষ্ঠে কাঁপে যার বৈজয়ন্ত ধাম,
নন্দ উপনন্দ সঙ্গে করিল সংগ্রাম ।

ভিক্ষুর প্রধান তিনি মহা ঋদ্ধিধর,
অব্যাহতি নাহি পেল মোগ্গলি কোঙর ।

শারিপুত্র অরহত জ্ঞানেতে প্রধান,
বুদ্ধ যার করিলেন প্রশংসা বাখান ।

নিরাচার্য লোকবিদ্ সর্বজ্ঞ সংসারে,
ব্রহ্মেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি পূজা ধারে করে ।

ত্রিভবের হুঃখভার করিতে উদ্ধার,
অলৌকিক শক্তি যিনি করেন প্রচার ।

তেমন বুদ্ধও নাই অবনী মাঝারে,
কালাত্যক নিষ্পেষণ করিল তাঁহারে ।

এ সকল গেল সবে মরণ কবলে,
মৃত্যুঞ্জয় নাহি হয় ধনজন বলে ।

তোমার কি কথা বল মনরে আমার,
হীনবলে হীনধনে পাইতে নিস্তার ।

নাই লজ্জা নাই ঘৃণা নাহি ভয় তার,
অবহেলা নাহি করে সেই দুর্নিবার ।

তুমি অতি ক্ষুদ্র জীব ওরে অবোধ মন,
মরিয়া জিনিতে কেন না কর কিঞ্চন ।

বুঝেছি দেহের মোহে ভুলেছ সকল,
এ দেহ তোমার নহে নির্বোধ পাগল ।

এ দেহ ভিতরে আছে কত ক্রিমিকুল,
নিজের বলিয়া খাও আনন্দে আকুল ।

বাহিরের কত প্রাণী খেতে আশা করে,
বহু সাধারণ দেহ জীবদের তরে ।

ওরে রে অবোধ মন দেখ একবার,
চন্দনিকা সম দেহ শ্মশান তোমার ।

কতজীব মরে নিত্য এ দেহ মাঝারে,
তাহাতেই পঁচি গলি চন্দনিকা করে ।

আবার দেখহ ওহে মায়া মুগ্ধ মন,
বত্রিশ অশুভ চিন্ন নাহি কিছু ধন ।

সপ্ত সমুদ্রের জল দেহে যদি ঢালে,
স্বমেরু প্রমাণ গন্ধ শরীরে মাখিলে ।

তথাপি দুর্গন্ধ নষ্ট না হবে কখন,
নবদ্বারে নিঃসরিবে পূঁজ অমুকুণ ।

এখনো যে ভাই বন্ধু পুত্র কণ্ঠাগণ,
আদরে সেবিছে তোরে ভাবি আশ্রয়ন ।

ঘুণায় ফেলিবে তোরে শাশান-অনলে,
পুঁতিগন্ধ দেহ দেখি প্রাণহীন হলে ।

আগুনে পুড়িয়া তোরে করিবেক ছাই,
অথবা মাটির নীচে রাখিবে লুকাই ।

কিছুমাত্র চিহ্ন তোর না রাখিবে আর,
ঘৃণিত দুর্গন্ধ কল্লি করিয়া বিচার ।

ক্রিমিকীট খাইবেক অথবা শৃগাল,
পিঁপড়া খুঁদরী খাবে হইয়া মাতাল ।

আর না অবোধ মন উঠহ এখন,
পতিপুত্র কিবা ছার দেহ অনাপন ।

সঙ্গেতে কিছুই নাহি যাইবে তোমার,
পাপ পুণ্য দুই আছে হয়ে আপনার ।

পাপের ভীষণ ফলে পুনঃ দেহ ধরি,
পাইবে নরক দুঃখ জন্ম জন্ম ঘুরি ।

অনিত্য ভাবনা মাঝে ডুবি দিনরাত,
মুহূর্তে মরণস্মৃতি কর হে সাক্ষাৎ ।

মুহূর্তে মুহূর্তে করি লয়ে অবকাশ,
সবট আপন কাজ পাইয়া সম্ভ্রাস ।

ভাব মন অমুরোধ করহ রক্ষণ,
ভাবে যেন কোথা আর না জন্মি কখন ।

কর স্মৃতি মরণং ধর্মবিহারী ভিক্ষু

মরণং মে ভবিস্মৃতি
রবে না মরণভীতি
সকল সস্তা মরিস্মৃতি
দূরে যাবে চিন্তাক্রান্তি
মরিস্মৃ চ মরিস্মৃ
মৃত্যু না রোধিতে পারে
আম্লসূর্য্য অস্ত যায়
অন্ধকারে কি উপায়
সাক্ষ হবে ভব-খেলা
কেনরে আপন ভোলা
দারা স্মৃত পরিজন
মৃত্যুবশে সর্বজন
ঐ দেখ মৃত্যুকায়
সদা স্মৃতি রাখ তায়,
জন্মে গেছে আবর্জনা
ক্ষয় কর আবর্জনা

কর সদা এই স্মৃতি,
কর স্মৃতি মরণং ।
রবে নাকো দেহকান্দি,
কর স্মৃতি মরণং ।
ঋব মৃত্যু এসংসারে,
কর স্মৃতি মরণং ।
দেখিয়ে না দেখ তায়,
কর স্মৃতি মরণং ।
রবে না আনন্দ-মেলা,
কর স্মৃতি মরণং ।
কিবা পর কি আপন,
কর স্মৃতি মরণং ।
কাষ্ঠখণ্ড তুল্য হায়,
কর স্মৃতি মরণং ।
আর কিন্তু জমাইও না,
কর স্মৃতি মরণং ।

জন্মিলে মরিতে হবে
 অমর নাহিক ভবে
 সংসারে সংসারী সেজে
 জল যথা পদ্মমাঝে
 কাজ কর কাজের বেলা
 বেঁচে যাবে যাবার বেলা
 জরায় জড়িত হ'লে
 রবে না শোচনা কালে
 দিনে দিনে আয়ুক্ষয়
 মৃত্যু কারো বশে নয়
 কালের করাল গ্রাসে
 ছাড়িবে না কাল গ্রাসে
 ঐ দেখ জরাব্যাধি
 কে খণ্ডাবে কর্মবিধি
 ভবপারে যাবে যদি
 পাইবে অমৃত নিধি
 দিনটি হারালে আর
 মৃত্যুচিন্তা কর সার
 আজকে যা পার কর
 জ্ঞান না কখন মর
 আজ মরি কি মরি কাল
 তৈরী থাক সর্বকাল
 কাল যে কোথায় রবে
 অমৃতাপ দূর হবে
 মৃত্যুস্মৃতি যে বা করে
 মৃত্যুকে সে জয় করে
 ভোগের বাসনা তার
 সেই হবে ভবপার

মৃত্যুচিন্তা কর সবে,
 কর স্মৃতি মরণং ।
 রত থাক নিজ কাজে,
 কর স্মৃতি মরণং ।
 কোর নাক অবহেলা,
 কর স্মৃতি মরণং ।
 কিছুই হল না ব'লে
 কর স্মৃতি মরণং ।
 যে'তে হবে যমালয়,
 কর স্মৃতি মরণং ।
 পড়িবে যে অবশেষে,
 কর স্মৃতি মরণং ।
 পাছে ঘুরে নিরবধি,
 কর স্মৃতি মরণং ।
 কর স্মৃতি নিরবধি,
 কর স্মৃতি মরণং ।
 পাবে নাকো পুনর্বার,
 কর স্মৃতি মরণং ।
 কালকের আশা নাহি কর,
 কর স্মৃতি মরণং ।
 মরণের কি আছে কাল,
 কর স্মৃতি মরণং ।
 দিশা তার নাহি পাবে,
 কর স্মৃতি মরণং ।
 ত্রিলক্ষণ জ্ঞান বাড়ে,
 কর স্মৃতি মরণং ।
 কভু না রহিবে আর,
 কর স্মৃতি মরণং ।

শমনে ধরিবে যবে	সুন্দর নিমিত্ত পাবে,
সজ্জানে সুগতি হবে	কর স্মৃতি মরণং ।
উত্তম হইবে গতি	দেবের বাঞ্ছিত অতি,
দিব্য সুখ লভে যতি	কর স্মৃতি মরণং ।
মৃত্যুস্মৃতি আছে যার	মরণে কি ভয় তার ?
হইবে সে দুঃখ পার	কর স্মৃতি মরণং ।
সদা স্মৃতি রাখ সবে	স্মৃতিভাণ্ড বেঁড়ে যাবে,
বিলায়ে আনন্দ পাবে,	কর স্মৃতি মরণং ।
দিনের পর অবশেষে	চিন্তা কর ব'সে ব'সে,
ভবপার তরব কিসে	কর স্মৃতি মরণং ।

বিদর্শন গাথা ধর্মবিহারী ভিক্ষু

দাঁড়ানে গমনে আর শুইতে বসিতে
সতত রাখিবে স্মৃতি সর্ব-অবস্থাতে ।
যেই ক্ষণে যেই চিন্ত হইবে উদিত,
সেই ক্ষণে সেই স্মৃতি রাখিবে নিয়ত ।
দাঁড়াইতে কর স্মৃতি আমি উঠিতেছি,
চলিতে হইলে ইচ্ছা আমি চলিতেছি ।
তুলিতেছি পদ মোরা ফেলিতেছি পুনঃ
প্রতি পদক্ষেপ মাঝে স্মৃতি পুনঃ পুনঃ ।
বসিতে হইলে ইচ্ছা আমি বসিতেছি,
বসিয়া করিবে স্মৃতি আমি বসিয়াছি ।
শুইতে হইলে ইচ্ছা আমি শুইতেছি
শুইয়া করিবে স্মৃতি আমি শুইয়াছি ।
দ্বা-বিংশতি সম্প্রজ্ঞান যাহা যাহা হয়
স্মৃতিতে রাখিবে তাহা স্মৃতিছাড়া নয় ।

চিন্তের কাজের সঙ্গে স্মৃতিরজ্জু বাঁধ
 চিন্তাচোর চোকি দাও যত আছে বোধ ।
 সদা চিন্ত হলে বাধ্য সদা ইচ্ছামত
 চলেন মোক্ষের দিকে দাণ্ড অশ্বের মত ।
 অবাধ্য চিন্তকে সদা বাধ্য করিবারে
 বিদর্শন ভাবনায় মহাশক্তি ধরে ।
 নির্জন স্থানে থাকি স্মৃতি কর ত্রুত
 নিশ্চই লভিবে জ্ঞান যত ইচ্ছামত ।

প্রণতি গাথা

উজ্জল-বদন-গৌরবর-দেহং
 বিনশতি নিরবধি ভাব-বিদেহং;
 ত্রিভূত-পাতন কৃপয়া লেশং
 স্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া-তনয়ং ।

গর-গর-অস্তুর-ভাব-বিকারং
 দুর্জয়-তর্জন-নাদ-বিশালং
 ভবভয়-ভঞ্জন কারণ-করণং
 স্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া-তনয়ং ।

অরুণ-স্বর ধর-চারু-কপোলং
 ইন্দু বিনিদ্ভিত-নখচয়-রুচিরং,
 জল্লিত-নিজগুণ-নাম-বিষাদং
 স্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া-তনয়ং ।

বিগলিত-নয়ন-কমলজ-ধারং
 ভূষণ-নবরস-ভাব-বিকারং,
 গতি-অতিমনোহর গজেন্দ্রবেশং
 স্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া-তনয়ং ।

চঞ্চল-চাকু-চরণ-গতি-রুচিরং
 রঞ্জিত-মঞ্জির-মুখরস-ধীরং,
 ইন্দু-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং
 স্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া তনয়ং ।

ত্রিচীবর ধারী পিণ্ডপাত্র-হস্তং
 দিব্য-কলেবর-শুমণ্ডিত-মণ্ডং,
 তুৰ্জ্জন কিলিষ খণ্ডন দণ্ডং
 স্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া তনয়ং ।

ভুবন তরুজ্জ অলকাবলি ললিতং
 কস্মিত কিস্বাধর-বর রুচিরং,
 মলয়জ-বিরচিত-উজ্জল-তিলকং
 স্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া তনয়ং ।

নিন্দিত অরুণ-কমলদল-নয়নং
 আজামুলম্বিত-শ্রীভূজ-যুগলং
 দানশীল ভাবনা নিত্যদেশকং
 স্বং প্রণমামি চ শ্রীমায়া তনয়ং ।

শরণের ফল

বুদ্ধের শরণাগত নরকে না যায়,
 নরলোক পরিহরি দেবলোক পায় ।
 ধর্মের শরণাগত নরকে না যায় ;
 নরলোক পরিহরি দেবলোক পায় ।
 সজ্জের শরণাগত নরকে না যায় ;
 নরলোক পরিহরি দেবলোক পায় ।

ভূধর কন্দর কিংবা জনহীন বন ;
শাস্তি হেতু লয় লোক সহস্র শরণ ।

* * *

ত্রিরত্ন শরণ কিন্তু সর্বদুঃখহর ;
লভিতে ইহারে সদা হও অগ্রসর ।
এ বন্দনা, এই পূজা, এ জ্ঞান প্রভায়
সর্বভুক্ষা, সর্বদুঃখ ক্ষয় যেন পায় ।

বিদর্শন ভাবনা

স্মরত সমতথ্যান দেখিলে আপন ।
কায়মনোবাক্যে স্মৃতি করিবে বন্দন ॥
স্মৃতির অশেষ গুণ নাহিক তুলনা ।
স্মৃতি ভিন্ন মার্গফল নাই যাবে জানা ॥
স্মৃতি জপ স্মৃতি তপ স্মৃতি মহাধন ।
স্মৃতি জ্ঞান স্মৃতি ধ্যান স্মৃতি সাধন ॥
স্মৃতি ধ্যান স্মৃতি শীল স্মৃতিই ভাবনা ।
স্মৃতিই সমাধি প্রজ্ঞা স্মৃতি বিদর্শনা ॥
স্মৃতি চারি আর্ঘ্যসত্য স্মৃতি ত্রিলক্ষণ ।
সপ্তত্রিংশ বোধিজ্ঞান স্মৃতির কারণ ॥
স্মৃতির অমৃত রস বড়ই মধুর ।
স্মৃতি রস পান করে তৃষ্ণা করে দূর ॥
উঠিতে বসিতে স্মৃতি শয়নে গমনে ।
চারি ঈর্ষ্যা পথে স্মৃতি রাখ সযতনে ॥
অভিক্ষেপে পটিক্ষেপে স্মৃতি অনুসর ।
আলোকিতে বিলেকিতে স্মৃতি নাহি ছাড় ॥
সংকোচনে প্রসারণে স্মৃতি না ভুলিও ।
ধরিতে রাখিতে স্মৃতি সর্বদা জপিও ॥

চৰ্বা, চূষা, লেহা, পেয় চারি আশ্বাদনে ।
 যতনে রাখিও স্মৃতি অতি সযতনে ॥
 উচ্চার প্রস্রাব কৰ্ম যখনি করিবে ।
 ঘৃণিত হলেও কিন্তু স্মৃতি না ছাড়িবে ।
 দেখিতে শুনিতে স্মৃতি গন্ধে আশ্বাদনে ।
 অন্তর বাহির রূপে স্মৃতি পরশনে ॥
 জীবনের ধ্রুবতারা স্মৃতি মহাধন ।
 সৰ্বসিদ্ধিদাতা স্মৃতি অমূল্য রতন ॥
 ধ্যানকায়ে কায়ধাতু ওহে যোগীশ্বর ।
 স্মৃতি ব'লে বার বার হয়ে রূপাস্তর ॥
 রূপাস্তর ফলে পাঠে রূপ পরিচয় ।
 কায়ানু-পস্‌সনা জ্ঞান তখনি উদয় ॥
 বেদনা ধরম চিন্তা নাম পরিচয় ।
 স্মৃতিবশে প্রকটন হইবে নিশ্চয় ॥
 আনাপানে নামরূপ ক'রে প্রকটন ।
 প্রথম সোপান ইহা নাম বিদর্শন ॥
 স্মৃতি বুদ্ধি জাগে ক্রমে জানিবে নিশ্চয় ।
 নামরূপের কারণ কী কেন বা উদয় ॥
 এই জ্ঞান প্রকটন হইবে যখন ।
 প্রত্যয়ের পরিগ্রহ দ্বিতীয় লক্ষণ ॥
 নামরূপের ত্রিলক্ষণ প্রকটিত হলে ।
 সংস্পর্শ জ্ঞান ইহা বিদর্শনে বলে ॥
 উদয়-ব্যয়-জ্ঞান তখনি জানিবে ।
 ত্রিলক্ষণে রূপাস্তর বর্তমানে পাবে ॥
 পঞ্চম সোপান শুধু নামরূপ ক্ষয় ।
 ভঙ্গ জ্ঞান তাই ব'লে জানিবে নিশ্চয় ॥
 নামরূপ দেখে ভয় জানিবে যখন ।
 বিদর্শনে ভয়জ্ঞান জানিবে তখন ॥

নামরূপে দোষযুক্ত শুভ কভু নয় ।
 আদি-নব-জ্ঞান এই জানিবে নিশ্চয় ॥
 নামরূপে রমণের কিছু নাহি পাঠ ।
 নিরোধ লক্ষণ ইহা জানিবে সবাই ॥
 মুকতি ইচ্ছিবে সবে নামরূপ হতে ।
 মুক্তি কাম্যতা জ্ঞান লভিবে তাহাতে ॥
 মুক্তি উপায়-চিন্তা প্রতি সংখ্যাজ্ঞান ।
 কামরূপে বীতশ্রদ্ধা ভগ্নিবে তখন ॥
 সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান পাবে পরিচয় ।
 সংস্কার ধর্মমাত্র সত্তাজীবে নয় ॥
 স্মৃতি যবে বোধিজ্ঞানের হবে অনুরূপ ।
 ভয়-আদি অষ্টজ্ঞানে জানিবে স্বরূপ ॥
 অনুলোম জ্ঞানাস্তর ইহাই জানিবে ।
 সমাধির উপাচার অচিরে ঘটবে ॥
 স্মৃতিবশে তৃষ্ণাক্ষয় হলে অনুভূত ।
 লভিবে গোত্রভূ-জ্ঞান জানিবে নিশ্চিত ॥
 স্মৃতিমন্ত্রে তৃষ্ণা যবে হবে অস্তর্হিত ।
 লভিবে প্রথম মার্গ আর্য প্রশংসিত ॥

অষ্টাঙ্গিক মার্গ

সন্মাদিষ্টি আর্যমার্গে প্রথম সোপান ।
 অবিজ্ঞা বিনাশি লভে আর্য সত্যজ্ঞান ॥
 দুঃখ দুঃখসমুদয় দুঃখের নিরোধ ।
 নিরোধ-উপায়-মার্গ আর্য-অষ্টঙ্গপথ ॥
 এই চারি আর্যসত্য সন্মাদিষ্টিজ্ঞানে ।
 আর্য্যগণে লভে সদা স্মৃতিবিদর্শনে ॥

দ্বিতীয় সোপানে গণি সঙ্কল্প সমাক্ ।
 ত্রিবিধ কল্যাণদাতা মুক্তি বিধায়ক ॥
 মৈত্রী করুণা চিন্ত ক'রে উৎপাদন ।
 সদা চেষ্টা কামতৃষ্ণা করিতে বর্জন ॥
 পিশুনপরুষ বাক্য মিথ্যা সম্প্রলাপ ।
 অপ্রিয় বচন চারি বলা মহাপাপ ॥
 পরিহরি বাচনিক কর্মচতুষ্টয় ।
 সম্যক্ বচন মার্গ লভিবে নিশ্চয় ॥
 প্রাণহতা ব্যভিচার অদস্ত গ্রহণ ।
 সম্যক্ কর্মাস্তি ইহা নহে কদাচন ॥
 ত্রিবিধ কায়িক কর্ম করি পরিহার ।
 রুদ্ধ কর নরকের চতুর্বিধ দ্বার ॥
 প্রাণীমাংস অস্ত্র বিষ মাদক নিশ্চয় ।
 এ পঞ্চ বাণিজ্য সদা দুঃখ উপচয় ॥
 পঞ্চধা বাণিজ্য এষ্ট করিলে বর্জন ।
 অনুৎপন্ন পাপচিন্তা কুশলে বর্জন ॥
 অকুশল পরিহার করহ বর্জন ।
 সাধনে সম্যক্ স্মৃতি রয়েছে বিধান ॥
 বিদর্শনে ব'সে চারি স্মৃতি উপস্থান ।
 কায়ে কায়নু-পসমু বেদনায় বেদনানুপসস্না ।
 চিন্তে চিন্তা ধর্মে ধর্মানু করি বিলোকন ।
 এইরূপে নামরূপে হবে পরিচয় ।
 সংস্কার কর্মমাত্র সত্তা জীব নয় ॥
 সম্যক্ সমাধি মার্গ লভিবে তখন ।
 ঈশ্যাপথে প্রকটিত হবে ত্রিলক্ষণ ॥
 দাঁড়ানে গমনে কিংবা আসনে শয়নে ।
 অনিত্য অনাত্মা দুঃখ যদি জাগে মনে ॥

স্থিতমন আৰ্য্য মার্গে নহে বিচলিত ।
 শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা যতনে সঞ্চিত ॥
 এইরূপে আৰ্য্য মার্গে করি বিচরণ ।
 তৃষ্ণা ক্ষয় হলে হবে দুঃখ বিমোচন ॥

আনাপানা-স্মৃতি

পরিকর্মে উদ্গ্রহ, প্রতি-ভাগে, স্তর ।
 ধ্যানেতে নিমিত্ত তিন লভে যোগীশ্বর ॥
 পরিকর্মে হয় ক্রমে নিমিত্ত প্রকাশ ।
 উদ্গ্রহে দেখিবে যোগ রূপের বিকাশ ॥
 প্রতি ভাগে পায় যোগী নিজ পরিচয় ।
 আপন মূরতি যবে ধ্যানেতে উদয় ॥
 বিতর্ক বিচার সাক্ষ হলে অধিগত ।
 অপরূপ দৃশ্য ধ্যানে হয় সমাগত ॥
 শ্রীতি অঙ্গ ধ্যানে যবে করিবে অর্জন ।
 নিমিত্ত স্বরূপ ক্রমে হবে প্রকটন ॥
 নিমীলনে উন্মীলনে কি দৃশ্য হলে ।
 অর্জিলে সুখস্তর নিজ ধ্যান বলে ॥
 বিগুহ্য হইলে চিন্তা চলে অবিরত ।
 আলম্বনে চিন্তা স্থিত করিবে সতত ॥
 একাগ্রতা পক্ষ অঙ্গ হলে অধিগত ।
 লভিবে প্রথম ধ্যান জানিবে নিশ্চিত ॥
 প্রতিদিন ধ্যানাভ্যাস করিবে যে জন ।
 ধ্যানস্তরে ক্রমে ক্রমে করিবে গমন ॥
 আপন চিন্তের গতি প্রমাণ তাহার ।
 পরিচয় পাবে যোগী করিলে বিচার ॥

স্মৃতিসাধনা

কর স্মৃতি সাধনা, করি' মুক্তি কামনা,
 বিষয়ে বাসনা তব করি পরিহার ।
 মানব জনম লভি', থেকে নাকো মোহে ডুবি,
 এ হেন চূর্ণভ জন্ম পাবে নাকো আর ।

কর স্মৃতি সাধনা, মৃত্যুভয় রবে না,
 অনিত্য জীবন এই ভাব বারবার ।
 জরা-ব্যাধি-মৃত্যুভয়, তাতে বন্ধা নাহি পায়,
 স্মৃতিবিনা মৃত্যুভয়ে নাহিকো উদ্ধার ।

কর স্মৃতি সাধনা, মোহজালে জড়িও না,
 এ সংসার মায়াজাল ভবের বন্ধন ।
 দারা-পুত্র-পরিজন, কেহ নয়কো আপন,
 মোহবশে বলি কিন্তু আত্মীয় স্বজন ।

কর স্মৃতি সাধনা, কর সত্য আরাধনা,
 ভবের বন্ধন দ্বার করিতে মোচন ।
 দূর কর পরাক্রম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
 লোভ-দ্বेष-মোহ-শত্রু করিয়া দমন ।

কর স্মৃতি সাধনা বৃথা দিন কাটিও না,
 যে দিন চলিয়া যায় আর ফিরে আসেনা
 কাজ কর কাজের বেলা, কর নাকো অবহেলা,
 সময় অমূল্যধন, স্মর বারবার ।

কর স্মৃতি সাধনা, ঘুম ঘোরে থাকিও না,
 উঠে পড় তন্দ্রালগ্ন করি পরিহার ।
 আয়ুসূর্য্য অস্ত যায় দেখিয়াও দেখ না তায়,
 সময় হারালে পরে করিবে হাহাকার ।

কর স্মৃতি সাধনা, দূর কর আবর্জনা,
অন্তরের ময়লা সব কর পরিষ্কার ।

ক্রমে ক্রমে ঘষে ঘষে, দীপ্ত কর অবশেষে,
চিত্র আভাময় চিত্ত দেখিবে তোমার ।

কর স্মৃতি সাধনা, নামরূপ ভাবনা,
নিমেষে নিমেষে যার উদয়-বিলয় ।

সঙ্কজীব নাহি তায়, জীবাকারে দেখা যায়,
কর্মের বিপাক বশে বিভিন্ন সময় ।

কর স্মৃতি সাধনা, চারিসত্য আরাধনা,
আর্য্যমার্গে অহরহ কর বিচরণ ।

দুঃখ-ভৃগু পরিহরি, লোভ-হিংসা জয় করি,
সার্থক করহ তব মানব জীবন ।

কর স্মৃতি সাধনা, এড়াতে ভব যন্ত্রণা,
বিদর্শনে ভবভৃগু হয় নিবারণ ।

কল্যাণমিত্র অনুসরি, আত্মচিন্তা পরিহরি,
এক মনে থাক সদা ধ্যানে নিমগন ।

কর স্মৃতি সাধনা, রবে না পথ অজানা,
পথভ্রমে দিশেহারা হবে না কখন ।

আমি কে, যাব কোথা, জেনে রাখ তত্ত্বকথা,
সোজা পথে কেটে যাবে মায়ার বন্ধন ।

কর স্মৃতি সাধনা, নয়কো কেহ আপনা,
দারা-পুত্র-পরিজন পথের পরিচয় ।

পথ চলা হলে শেষ, হবে সব নিরুদ্ধেশ,
জানিবে না কভু কেবা রহিল কোথায় ।

জাগরে ভারত বুদ্ধ

জাগরে ভারত বুদ্ধ জাগ সূত্রভাতে
 সজ্জশক্তি সাধী করে শুন কান পেতে ।
 মহাধ্বনি মহানাদে গগনে গরজে
 আর কেন শুইয়া রবে মহা ঘুমে মজে ।
 ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ যিনি বুদ্ধ নাম যার
 তাঁহার অমৃত ধর্ম সর্বত্র প্রচার ।
 তিনি ঐ গৌতম বুদ্ধ জনমে ভারতে
 ভারতের মহাসূর্য্য উঠিল আকাশে ।
 তাঁহার সাধনা ভূমি বুদ্ধগয়া নাম
 কালের কবলে আজি হয়ে আছে ঘ্লান ।
 চল আজি সবে মিলে তাঁহার ভক্তগণ
 বুদ্ধগয়া উদ্ধারিতে আত্মসমর্পণ ।
 লজ্জা ঘৃণা ভয় সবে অবহেলা করি
 এস সবে জেগে উঠ মৈত্রী অস্ত্র ধরি ।
 সাজ সাজ শুভক্ষণে সাজ একবার
 ঐ শুন সজ্জের ধ্বনি উঠিল আবার ।

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

দশশীল

- ১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং ।
- ২। অদিম্মাদানা „ ।
- ৩। অত্রম্মচরিয়া „ ।
- ৪। মুসাবাদা „ ।
- ৫। সুব্বা-মেরয-মজ্জ-পমাদট ঠানা „ „ ।
- ৬। বিকাল-ভোজনা „ ।
- ৭। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিনুদস্সনা „ „ ।

- ৮। মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূষনট্ঠানাবেরমণী
সিক্খাপদং ।
- ৯। উচ্চাসযনা-মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং ।
- ১০। জাতরূপ-রজত-পটিগ্গহনা বেরমণী সিক্খাপদং ।
ইমানি পব্বজ্জ-সামণের দস সিক্খাপদানি সমাদিয়ামি ।
- ১। আমি প্রাণিহত্যা বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম ।
- ২। আমি অদন্ত দ্রব্য গ্রহণ বিরতি ,, ,, ।
- ৩। আমি অব্রহ্মচর্য বিরতি ,, ,, ।
- ৪। আমি মিথ্যাভাষণ বিরতি ,, ,, ।
- ৫। আমি সুরা ও মৈরেয় (পুষ্পফলাসব) রূপ মত্ত প্রমাদ
বস্ত্র গ্রহণ বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম ।
- ৬। আমি বিকাল ভোজন বিরতি ,, ,, ।
- ৭। আমি নৃত্য, গীত, বাজ ও উৎসবাদি, দর্শন, শ্রবণ, বিরতি
শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম ।
- ৮। আমি বিভূষণ হেতু মালা ও গন্ধ ধারণ, মণ্ডন ও বিলেপন
বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম ।
- ৯। আমি উচ্চ ও মহাশয্যা ব্যবহার বিরতি ।
- ১০। আমি স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি গ্রহণ বিরতি ,, ,, ।

নতুন শ্রামণের নামকরণ

বুদ্ধের শাসনে প্রবেশ, ইহা একটি নতুন জন্মলাভ । তাই পূর্বের নামে এখন আর পরিচিত হইবে না । পছন্দমত একটি সুন্দর নাম দিতে হয় ।

গুরু বরণ

প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী বলিবে—আচরিযো মে ভস্বে হোহি।
আচার্য্য বলিবেন—পতিরূপং। প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী বলিবে—
আম ভস্বে সম্পাতিস্‌সামি। এইভাবে (তিনবার)।

দায়কবরণ

প্রব্রজ্যা গ্রহণকারীর যে কোন আত্মীয় বা শুভানুধ্যায়ী যে কদিন
প্রব্রজিত অবস্থায় থাকিবেন সেই কদিনের জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া
থাকেন।

দেহের দ্বাত্রিংশ আচার

অগ্নি ইমশ্মিং কাযে, কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো, মংসং, নহারু,
অট্টী, অট্ঠিমিঞ্জং, বকং, হৃদযং, যকনং, কিলোমকং, পিহকং,
পপ্‌ফাসং, অন্তং, অন্তগুণং, উদরিযং, করীসং, পিত্তং, সেম্‌হং, পুন্‌বো,
লোহিতং, সেদো, মেদো, অস্‌সু, বসা, খেলো, সিংঘানিকা, লসিকা, মুত্তং
মথলুংগং, 'তি।

এই দেহে আছে--১। কেশ, ২। লোম, ৩। নখ, ৪। দন্ত,
৫। চর্ম, ৬। মাংস, ৭। স্নায়ু, ৮। অস্থি, ৯। অস্থিমজ্জা, ১০। বৃক্,
১১। হৃদপিণ্ড, ১২। যক্‌, ১৩। অন্ত্র, ১৪। ক্লোম, ১৫। প্লীহা, ১৬।
ফুসফুস, ১৭। অন্ত্রগুণ, ১৮। উদর ভ্রব্য, ১৯। বিষ্ঠা, ২০। পিত্ত, ২১।
শ্লেষ্মা, ২২। পুঁজ, ২৩। রক্ত, ২৪। শ্বেদ, ২৫। মেদ, ২৬। অশ্রু, ২৭।
চর্বি, ২৮। থুথু, ২৯। সিকনি, ৩০। লসিকা, ৩১। মূত্র, ৩২। মগজ।

কুমার প্রণ

১। এক নাম কিং ? সৰ্ব্ব সত্তা আহাৰটীতিকা ।

এক নাম কি ? সকল জীব আহারে জীবন ধারণ করে ।

২। দুে নাম কিং ? নামঞ্চ, রূপঞ্চ ।

দুই কি ? নাম ও রূপ ।

৩। ত্রীণি নাম কিং ? তিস্সো বেদনা ।

তিন কি ? ত্রিবিধ বেদনা—সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা বেদনা ।

৪। চত্তারি নাম কিং ? চত্তারি অরিয়সচ্চানি ।

চারি কি ? চারি আৰ্য্য সত্য ।

ক। দুঃখ আৰ্যসত্য খ। দুঃখের কারণ আৰ্যসত্য গ। দুঃখ
নিরোধ আৰ্যসত্য ঘ। দুঃখ নিরোধের উপায় আৰ্যসত্য ।

৫। পঞ্চনাম কিং ? পঞ্চুপাদানকুঞ্চা ।

পাঁচ কি ? পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ । রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও
বিজ্ঞান ।

৬। ছ নাম কিং ? ছ অজ্ঞাতিকানি আয়তনানি ।

ছয় কি ? ছয় আভ্যন্তরিক আয়তন । চক্ষু, শ্রোত্র, ভ্রূণ, জিহ্বা,
কায়, মন ।

৭। সত্ত নাম কিং ? সত্ত বোজ্জঙ্গ (স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীৰ্য্য,
শ্রীতি, প্রজ্ঞা, সমাধি, উপেক্ষা) ।

৮। অট্ট নাম কিং ? অরিয়ো অট্টঙ্গিকো মগ্গো ।

অষ্ট কি ? আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

(সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্
জীবিকা, সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি) ।

৯। নব নাম কিং ? নব সত্তাবাসা ।

নয় কি ? নয় সত্তাবাস যথা—১। নানাকায় নানা সংজ্ঞা

২। নানাকায় এক সংজ্ঞা ৩। এককায় নানা সংজ্ঞা ৪। এক
কায় এক সংজ্ঞা ৫। অসংজ্ঞ সত্ত্ব দেবগণ ৬। অনস্তুকাশ আয়তনে
উপগত প্রাণী অর্থাৎ যাহারা রূপভব হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিমুক্ত হইয়া

“আকাশানন্ত” এই জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন । ৭। বিজ্ঞানায়তনে উপগত প্রাণী, অর্থাৎ যাঁহারা আকাশ ও বিজ্ঞানাভীত “কিছু নাই” এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন ৯। নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তনে উপগত প্রাণী, অর্থাৎ যাঁহারা অকিঞ্চন জ্ঞানাভীত সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা জ্ঞানপ্রাপ্ত সম্বগণ ।

১০। দস নাম কিং ? দসহজ্জেহি সমন্নাগতো অরহা’তি দস ?

১০। দশ অঙ্গ দ্বারা ভূষিত অর্হৎ । যথা—

১।	অশৈক্ষ্য	সম্যক্	দৃষ্টি	২।	অশৈক্ষ্য	সম্যক্	সঙ্কল্প
৩।	”	”	বাক্য	৪।	”	”	কর্ম
৫।	”	”	জীবিকা	৬।	”	”	প্রচেষ্টা
৭।	”	”	স্মৃতি	৮।	”	”	সমাধি
৯।	”	”	জ্ঞান	১০।	”	”	বিমুক্তি

মহামঙ্গল সূত্রং

নিদানং

যং মঙ্গলং ভাদসহি চিহ্নযিংসু সুদেবক।
সোস্থানং নাধিগচ্ছন্তি অট্টঠাতিংসকং মঙ্গলং,
দেসিতং দেব-দেবৈন সর্বপাপবিনাসনং
সর্বলোকহিতথায় মঙ্গলং তং ভণাম হে ।

সূত্রং

এবং মে সূত্রং একং সময়ং ভগবা সাবধিযং
বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকসুস আরামে ।
অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায় রত্তিয়া
অভিক্কন্তবল্লা কেবলকল্পং জেতবনং ওভাসেহা
যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি । উপসঙ্কমিহা ভগবন্তং
অভিবাদেহা একমস্তুং অট্টঠাসি । একমস্তুং ঠিতা
খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায় অম্মভাসি—

- ୧ । ବହୁଦେବା ମନୁଷ୍ଟା ଚ ମଞ୍ଜଲାନି ଅଚିନ୍ତୟୁଃ
ଆକଞ୍ଚ୍ୟମାନା ସୋଥାନଂ କ୍ରାହି ମଞ୍ଜଲୟୁକ୍ତମଂ ।
[ଭଗବା ଏବମାହି]
- ୨ । ଅସେବନା ଚ ବାଳାନଂ, ପଞ୍ଚିତାନଂ ଶେବନା,
ପୂଜା ଚ ପୂଜନୀୟାନଂ, ଏତଂ ମଞ୍ଜଲୟୁକ୍ତମଂ ।
- ୩ । ପତିରୂପଦେଶବାସୋ ଚ, ପୁରୋ ଚ କତପୁଞ୍ଜଂ ଶ୍ରୀତା
ଅନ୍ତଃସମ୍ପାପନିଧି ଚ ଏତଂ ମଞ୍ଜଲୟୁକ୍ତମଂ ।
- ୪ । ବହୁସଞ୍ଚକଂ, ସିଦ୍ଧକଂ, ବିନୟୋ ଚ ସୁସିଦ୍ଧିତୋ,
ସୁଭାସିତା ଚ ଯା ବାଚା, ଏତଂ ମଞ୍ଜଲୟୁକ୍ତମଂ ।
- ୫ । ମାତାପିତୁ ଉପଟ୍ଠାନଂ, ପୁତ୍ରଦାରସ୍ତ୍ୱ ସମ୍ମହୋ,
ଅନାକୁଳା ଚ କମ୍ମସଞ୍ଚା, ଏତଂ ମଞ୍ଜଲୟୁକ୍ତମଂ ।
- ୬ । ଦାନଂ ଧର୍ମଚରିୟା ଚ, ଶ୍ରୀତକାନଂ ସମ୍ମହୋ,
ଅନବଞ୍ଚାନି କମ୍ମାନି, ଏତଂ ମଞ୍ଜଲୟୁକ୍ତମଂ ।
- ୭ । ଅରତି ବିରତି ପାପା, ମଞ୍ଜପାନା ଚ ସଞ୍ଜଂ ଶ୍ରୀମୋ,
ଅମ୍ଳମାଦୋ ଚ ଧର୍ମେଷୁ, ଏତଂ ମଞ୍ଜଲୟୁକ୍ତମଂ ।
- ୮ । ଗାରବୋ ଚ ନିବାତୋ ଚ, ସନ୍ତୁଟ୍ଠୀ ଚ କତଞ୍ଜଂ ଶ୍ରୀତା,
କାଳେନ ଧର୍ମସବଂ, ଏତଂ ମଞ୍ଜଲୟୁକ୍ତମଂ ।
- ୯ । ଧର୍ମୀ ଚ ସୋବଚସ୍ତତା, ସମ୍ମାନଂ ଦସ୍ତନଂ,
କାଳେନ ଧର୍ମସାକଞ୍ଚା, ଏତଂ ମଞ୍ଜଲୟୁକ୍ତମଂ ।
- ୧୦ । ତପୋ ଚ ବ୍ରହ୍ମଚରିୟଂ ଅରିୟସଞ୍ଚାନ ଦସ୍ତନଂ,
ନିକ୍ବାଣସଞ୍ଚିକିରିୟା ଚ, ଏତଂ ମଞ୍ଜଲୟୁକ୍ତମଂ ।
- ୧୧ । ଫୁଟ୍ଟସ୍ତ୍ୱ ଲୋକଧର୍ମେହି, ଚିନ୍ତଂ ସସ୍ତ ନ କମ୍ପତି,
ଅସୋକଂ ବିରଞ୍ଜଂ ଶ୍ରେୟଂ, ଏତଂ ମଞ୍ଜଲୟୁକ୍ତମଂ ।
- ୧୨ । ଏତାଦିସାନି କହ୍ନାନ, ସବ୍ବଥମପରାଞ୍ଜିତା,
ସବ୍ବଥ ସୋଥଂ ସଞ୍ଚନ୍ତି ତଂ ତେସଂ ମଞ୍ଜଲୟୁକ୍ତମସ୍ତି ।

বঙ্গানুবাদ

ভগবান বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক আনন্দ স্থবির রাজগৃহে প্রথম মহাসঙ্গীতিতে আহূত মহাকণ্ঠ্য প্রমুখ সজ্জকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনোচ্চানে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর নির্মিত বিহারে অবস্থান করিতে ছিলেন। তখন দিব্য আভরণে সজ্জিত একজন দেবতা দিব্যজ্যোতিতে সমুদয় জেতবন আলোকিত করিয়া শেষ রাত্রিতে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুললিত গাথায় বলিলেন—

১। প্রভো, বহু দেবতা ও মনুষ্য মঙ্গল বিষয় চিন্তা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই তাহা অবগত হইতে পারেন নাই। আপনি দয়া করিয়া দেব-মানবের হিতসুখদায়ক মঙ্গলসমূহ বলুন।

দেবতার প্রার্থনায় ভগবান বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন—

২। মূর্থ লোকের সেবা না করা, জ্ঞানী লোকদের সেবা করা ও পূজনীয় ব্যক্তিগণের পূজা করা ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৩। (ধর্মত জীবনযাপনের উপযোগী) প্রতিকূপ দেশে বাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যপ্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকা ও নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৪। নানা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা, বিবিধ শিল্প শিক্ষা করা, বিনয়ী ও মুশিক্ষিত হওয়া এবং সুবাক্য শ্রবণ করা ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৫। মাতা-পিতার সেবা করা, স্ত্রী-পুত্রের উপকার করা ও নিষ্পাপ ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৬। দান দেওয়া, ধর্মচরণ করা, জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধন করা ও সঙ্কর্মে অগ্রমত্ত থাকা ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৭। কায়িক ও মানসিক পাপে অনাসক্তি, শারীরিক ও বাচনিক পাপে বিরতি, মত্তপানে সংযম ও অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৮। গৌরবাহ ব্যক্তির গৌরব করা, তাঁহাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও যথা সময়ে ধর্ম শ্রবণ করা ইহাই উত্তম মঙ্গল।

৯। ক্ষমাশীল হওয়া, আদেশ পালনে সুবাস্যতা, শ্রমণগণকে দর্শন করা ও সময়ে ধর্মালোচনা করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

১০। তপশ্চর্যা ও ব্রহ্মচর্যা পালন, চতুরার্যাসত্য হৃদয়ঙ্গম করা এবং পরমপদ নির্বাণ সাক্ষাৎ করা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

১১। লাভ-অলাভ, যশঃ-অযশঃ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ, এই আট প্রকার লোকধর্মে অবিচলিত থাকা, শোকহীনতা, লোভ-দ্বेष-মোহরূপ কলুষহীনতা ও নিরাপদ থাকা, ইহাই উত্তম মঙ্গল।

১২। হে দেবপুত্র, এই সমস্ত মঙ্গল কার্য সম্পাদন করিয়া দেব-মানবগণ সর্ব বিষয়ে জয়লাভ ও সর্বত্র নিরাপদে জীবন যাপন করে। অতএব এইগুলি শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলিয়া অবধারণ কর।

রতন সুত্তং

নিদানং

কোটি সতসহস্রসেন্সু, চক্ৰবালেসু দেবতা

যস্মানমগ্নটিগ্গং হস্তি, যঞ্চ বেসালিয়া পুরে,

রোগমমুস্-দুত্তিক্খ-সমুত্তস্তিবিধং ভয়ং

খিগ্গমস্তুরধাপেসি, পরিত্তং তং ভগাম হে।

সূক্তং

- ১। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্যানি বা যানিব অন্তলিক্বে,
সবেব ব ভূতা স্মননা ভবন্ত।
অথো'পি সৰ্দ্ধচ্চ স্মগন্ত ভাসিতং।
- ২। তস্মা হি ভূতা নিসামেথ সবেব
মেস্তং করোথ মাহুসিয়া পজায,
দিবা চ রন্তো চ হরন্তি যে বলিং
তস্মা হি নে রক্খথ অগ্নমন্তা।
- ৩। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা ছরং বা
সগ্গেসু বা যং রতনং পণীতং,
ন নো সমং অথি তথাগতেন
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু।
- ৪। ঋয়ং বিরাগং অমতং পণীতং
যদব্জ্জগা সকায্মুনী সমাহিতো,
ন তেন ধম্মেন সমথি কিঞ্চি
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু।
- ৫। যং বুদ্ধসেট্টো পরিবল্লযী সূচিং
সমাধিমানহুরিকঞ্জেমাছ,
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবথি হোতু।
- ৬। যে পুগ্গলা অট্ট সতং পসখা
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি,
তে দক্খিণেষ্যা স্মগতসস্ সাবকা
এতেন্ন দিগ্গানি মহপ্ফলানি।

- ইদম্পি সজ্জ্ব রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন শুবখি হোতু ।
- ৭ । যে শুল্লযুক্তা মনসা দল্হেন
নিদ্ধামিনো গোতমসাসনম্হি,
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয়্হ
লদ্ধা মুখা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা ।
ইদম্পি সজ্জ্ব রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন শুবখি হোতু ।
- ৮ । যথিন্দরীলো পঠবিং সিভো সিযা
চতুত্তি বাতেভি অসম্পকম্পিযো,
তথ্ পমং সপ্পুরিসং বদামি
যো অরিয়সচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি ।
ইদম্পি সজ্জ্ব রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন শুবখি হোতু ।
- ৯ । যে অরিয়সচ্চানি বিভাবয়ন্তি
গম্ভীরপঞ্ণেন সুদেসিতানি,
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা
ন তে ভবং অট্টমং আদিযন্তি
ইদম্পি সজ্জ্ব রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন শুবখি হোতু ।
- ১০ । সহা'বস্স দস্সনসম্পদায়
তযস্শু ধম্মা জহিতা ভবন্তি,
সক্কায়দিট্ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ
সীলব্বতং বা'পি যদখি কিঞ্চি ।
চতুহ'পাষেহি চ বিপ্পমুক্তো
ছ চা'ভিট্ঠানানি অভব্বো কাতুং ।
ইদম্পি সজ্জ্ব রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন শুবখি হোতু ।

- ১১। কিঞ্চাপি সো কস্ম্য করোতি পাপকং
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা,
অভবো সো তস্ স পটিচ্ছাদায়
অভবতা দিট্ঠপদস্ স বুত্তা
ইদম্পি সজ্জে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু।
- ১২। বনপ্পগুস্মে যথা ফুস্ সিতগ্গে
গিম্হানমাসে পঠমস্মিং গিম্হে,
তথুপমং ধম্মবরং অদেসযী
নিব্বানগামিং পরমং হিতায়।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু।
- ১৩। বরো বরঞ্ঞু বরদো বরাহরো
অমুত্তরো ধম্মবরং অদেসযী,
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু।
- ১৪। খীণং পুরাণং নবং নখি সম্ভবং
বিরত্তচিহ্না আযতিকে ভবস্মিং,
তে খীণবীজা অবিরুল্হিচ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথা'যং পদীপো।
ইদম্পি সজ্জে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবখি হোতু।
- ১৫। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানি'ব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমম্মস্পুজিতং
বুদ্ধং নমস্ সাম সুবখি হোতু।

১৬। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানি'ব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমহুস্-সপুজিতং
ধম্মং নমস্-সাম সুবথি হোতু ।

১৭। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানি'ব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমহুস্-স-পুজিতং
সম্মং নমস্-সাম সুবথি হোতু ।

বঙ্গানুবাদ

১। ভূমিবাসী বা অন্তরীক্ষবিহারী সকল প্রাণী এখানে সমবেত
হইয়াছে, সকলে আনন্দিত হও, অতঃপর আমার বাক্য শ্রবণ কর ।

২। সদ্ধর্ম পরম চর্য্যভ, তদ্বৎ তোমরা সকলে মনোযোগ দিয়া
শ্রবণ কর । মানবগণ দিবারাত্র তোমাদিগকে পুণ্যফল প্রদান
করিতেছে । তোমরাও তাহাদের প্রতি মৈত্রী পরায়ণ হইয়া অপ্রমত্ত
ভাবে তাহাদিগকে রক্ষা কর ।

৩। ইহলোকে বা পরলোকে অথবা স্বর্গলোকে যে সমস্ত
মূল্যবান রত্ন আছে, তাহার কোনটাই তথাগত বুদ্ধের সমান নহে ।
বুদ্ধ রত্নের এই শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তোমাদের মঙ্গল হউক ।

৪। ধ্যানপরায়ণ শাক্যমুনি বুদ্ধ লোভ-দ্বेष মোহ ক্ষয়কর, বিরাগ
'ও অনুরাগ নির্বাণামৃত পান করিয়াছেন' সেই নির্বাণ মূলক ধর্মরত্নের
সমান আর কিছুই নাই । ধর্ম রত্নের এই শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তোমাদের
মঙ্গল হউক ।

৫। বুদ্ধশ্রেষ্ঠ যে গুটি-সমাধির প্রশংসা করিয়াছেন, বিশেষ
কার্য্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই যে সমাধির ফল পাওয়া যায়, তাহার সমান
অন্য কোন সমাধি নাই । ধর্ম রত্নের এই শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তোমাদের মঙ্গল
হউক ।

৬। যে অষ্টবিধ আৰ্য্যপুদগলকে বুদ্ধাদি সংপুরুষেরা প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহারা মার্গস্থ ফলস্থ ভেদে চারি-যুগল। সুগতের সেই শ্রাবকগণ দক্ষিণার যোগ্যপাত্র সেই পুণ্যক্ষেত্রে দান দিলে মহাফল হয়, সংঘরত্নের এই শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তোমাদের মঙ্গল হউক।

৭। যাঁহারা গৌতমের শাসনে স্থির চিত্তে অবস্থিত সেই নিকাম পুরুষগণ অমৃত সলিলে অবগাহন করিয়া বিনাক্ষে লব্ধ নির্বাণ শান্তি ভোগ করিতেছেন। সংঘ রত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।

৮। ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত ইন্দ্রখীল যেমন চতুর্দিকের প্রবল বায়ুতেও কম্পিত হয়না, তেমন যিনি চতুরার্য্যসত্য সম্যক্ রূপে দর্শন করিয়াছেন সেই সংপুরুষকেও আমি ইন্দ্রখীল তুল্য বলিতেছি, সংঘরত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।

৯। গভীর প্রজ্ঞাবান ভগবান বুদ্ধের দ্বারা উদ্ভবরূপে প্রকাশিত চারি সত্য যাঁহারা ভালরূপে চিন্তা করেন, তাঁহারা সময়ে প্রমাদ বহুল হইলেও সাতবারের অধিক সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না। সংঘরত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক।

১০। দর্শন সম্পদ (শ্রোতাপত্তিকল) লাভের সঙ্গে সঙ্গেই যাঁহাদের সংকায় দৃষ্টি, সংশয় ও শীলব্রত এই তিনটি ভ্রাস্ত্র ধারণা দূরীভূত হইয়া থাকে, চারি অপায় হইতে বিমুক্ত এবং ছয় প্রকার মহাপাপ করিতে তাঁহারা অক্ষম। সংঘরত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের প্রভাবে তোমাদের মঙ্গল হউক।

১১। শ্রোতাপন্ন আৰ্য্যগণ কায়-বাক্য-মনের দ্বারা পাপ কর্ম করেন না, অগত্যা করিলেও তাহা গোপন করিতে পারেন না। কারণ সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাহা গোপন করা অসম্ভব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সংঘরত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।

১২। গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাসে (চৈত্র মাসে) বনের বৃক্ষ-লতাदिভে বনজ পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইলে যেমন বনভূমি অতিশয় শোভা ধারণ করে তেমনি (শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা পুষ্পের দ্বারা সুষোভিত) নির্বাণদায়ী ধর্মরত্ন জীবজগতের কল্যাণের জন্য ভগবান বুদ্ধ প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধরত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।

১৩। বর (শ্রেষ্ঠ), বরজ্ঞ (নির্বাণজ্ঞ), বরদ (বিমুক্তি ও শান্তিদাতা) শ্রেষ্ঠ মার্গলাভী ভগবান বুদ্ধ অন্তরতর নৈর্বাণিক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, বুদ্ধরত্নের এই শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তোমাদের মঙ্গল হউক।

১৪। মার্গজ্ঞান দ্বারা ক্ষীণাশ্রবণের পুরাতন কর্ম (রাগ-দ্বेष-মোহ) ক্ষীণ ও নতুন কর্ম উৎপত্তির হেতু বিद्यমান নাই। ভবিষ্যৎ জন্ম গ্রহণের জন্ম তাঁহাদের আসক্তিও নাই। কর্মবীজ ক্ষয়প্রাপ্ত, অবুদ্ধি কর্মপরায়ণ পণ্ডিতগণ নিভিয়া যাওয়া প্রদীপ তুল্য নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সংঘরত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।

১৫। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন - ভূমি বা অন্তরীক্ষবাসী এখানে যে সমস্ত প্রাণী সমবেত হইয়াছে—এস সকলে সম্মিলিত হইয়া দেব-মানবের পূজিত তথাগত বুদ্ধকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের মঙ্গল হউক।

১৬। ১৭ নম্বর গাথার অনুবাদ ১৫ নম্বর গাথার অনুরূপ। কেবল বুদ্ধকে স্থলে ধর্মকে ও সজ্জকে বলিতে হইবে।

*

*

*

লক্ষকোট চক্রবালের দেবগণ সেই রত্নসূত্রের আদেশ পালনে বাধ্য হয়। তারই প্রভাবে বৈশালীর রোগ-অমলুষা-হুর্ভিক্ষ-ভয় শীঘ্র অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। আনন্দ স্থবির ভগবানের আদেশে পরিত্রাণ পাঠ করিতে করিতে ভগবানের ব্যবহৃত পাত্রে জল লইয়া সিঞ্চন করিয়াছিলেন।

করণীয় মেসুসূত্রং
নিদানং

- ১। যস্মান্নুভাবতো যক্খা নেব দস্সেস্ছি ভিৎসনং,
যমহি চেবান্নুযুজ্জন্তো রক্তিং দিবমতন্দিতো ।
- ২। স্খং স্পতি স্তো চ পাপং কিঞ্চি ন পস্সতি,
এবমাদি-গুণোপেতং পরিস্খং তং ভণাম হে ।

ਸ. ੭੨

- ১। করণীয়মথকুসলেন যহং সন্তং পদং অভিসমেক্ষ,
সকো উজ্জু চ শৃজ্জু চ শুবচো চস্ স যুহ অনতিমানী ।
- ২। সন্তসস্কো চ শৃভরো চ অগ্নকিচো চ সন্তকবুত্তি,
সন্তিল্লিযো চ নিপকো চ অগ্নগব্ভো কুলেনু অননুগিছো ।
- ৩। ন চ খুদ্ধং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্ঞ পুরে উপবদেযুং,
শুধিনো বা খেমিনো হোন্ত, সকেব সত্তা ভবন্তু শ্বখিতত্তা ।
- ৪। যে কেচি পাণভূতশ্চি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহা বা মজ্জঝিমা রস্কাণুকথলা ।
- ৫। দিট্ঠা বা য়েব অদিট্ঠা য়ে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সন্তবেসী বা সকেব সত্তা ভবন্তু শ্বখিত'ত্তা ।
- ৬। ন পরো পরং নিকুকেবথ, নাতিমঞ্ঞেথ কথ্চি নং কঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা নাঞ্ঞমঞ্ঞে স্ স হ্ ক্ খমিছেয্য ।
- ৭। মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তমমুরক্খে,
এবশ্চি সকেবভূতেনু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ।
- ৮। মেত্তঞ্চ সকেবলোকশ্চি মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং,
উদ্ধং অথো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরং অসপত্তং ।
- ৯। তিট্ঠঞ্চরং নিসিল্লো বা সয়নো বা যাবতস্ বিগতমিছো,
এতং সত্তি অধিট্ঠেযা ব্রহ্মমেতং বিহারমিখমাহু ।
- ১০। দিট্ঠিঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্ সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয্য গেথং নহি জাতু গত্তসেয্যং পুনরেতী' তি ।

১। পরম শান্তি নির্বাণ লাভেচ্ছ ব্যক্তির যাহা কর্তব্য তাহা এই, তিনি সক্ষম, সরল, অতি সরল, সুবাসা, কোমল স্বভাব ও অভিমান শূন্য হইবেন।

২। তিনি যথালোভে সমুদ্রজিহ্ব, সিংহারী, অলকৃত্য (বিবিধ কাজে অলিপ্ত), অগ্নে তুষ্টি, শম্ভোশ্রিয়, প্রজ্ঞাবান, চাক্ষু্য হীন এবং গৃহস্থদের প্রতি অনাসক্ত হইবেন।

৩। তিনি এমন কোন ক্ষুদ্র পাপাচরণও করিবেন না যাহাতে অপর জ্ঞানিগণ নিন্দা করিতে পারেন। (অতএব) সর্বদা মনে মনে কামনা করিতে হইবে যে সকল জীব সুখী হউক নির্ভয় হউক এবং কায়িক ও মানসিক সুখে সুখী হউক।

৪। সত্য বা নির্ভয়, হৃদয় বা দীর্ঘ, বৃহৎ, মধ্যম, ক্ষুদ্র ও স্থূল যত প্রাণী আছে; দুঃ, আদুঃ, দুঃবাসী সমীপবর্তী যাহারা জন্মিয়াছে বা জন্মিবে সকল জীব সুখী হউক।

৫। পরস্পরকে বঞ্চনা করিওনা, কাহাকেও অহঙ্কা করিওনা এবং ক্রোধ ও হিংসাবশতঃ কাহারও হিংসা কামনা করিও না।

৬। মাতা যেমন স্বীয় গর্ভজাত একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়া রক্ষা করে এইরূপে সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব উৎপাদন করিবে।

৭। সমগ্র জগতের উর্ধ্বে নিম্নে ও চতুর্দিকে যতপ্রাণী আছে, তাহারা বাধাহীন, বৈরীশূন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হউক। চিতে এইরূপ মৈত্রীভাব পোষণ করিবে।

৮। দাঁড়ান অবস্থায় চলিতে চলিতে উপবেশনে ও শয়নে যে পর্য্যন্ত নিদ্রা না আসে সে পর্য্যন্ত এই মৈত্রীভাব স্মৃতিতে দেদীপ্যমান করিয়া রাখিবে, ইহাকে আর্য্যগণ ব্রহ্মবিহার বলেন।

৯। শীলবান ও সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন স্রোতাপন্ন ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক ভোগ-লালসা ও কামেচ্ছাকে দমন করিয়া পুনর্বার গর্ভাশয়ে জন্মধারণ করিতে আসেন না। অর্থাৎ শুদ্ধাবাস নামক ব্রহ্মলোকে উপন্ন হইয়া তথায় অর্হৎ হইয়া নির্বাণ লাভ করেন।

ভিরোকুড্ডে সূত্রং

- ১। ভিরোকুড্ডেশু তিট্ঠন্তি সদ্ধিসিদ্ধাটকেশু চ,
দ্বারবাহানু তিট্ঠন্তি আগন্তান সকং ঘরং ।
- ২। পহতে অন্নপানমহি খজ্জভোজ্জে উপট্ঠিতে,
ন.ভেসং কোচি সরতি সন্তানং কন্মপচ্চয়া ।
- ৩। এবং দদন্তি ঐতীনং যে হোন্তি অনুকম্পকা,
সুচিং পণীতং কালেন. কল্পিখং পানভোজনং ।
- ৪। ইদং বো ঐতীনং হোতু সুখিতা হোন্তু ঐতয়ো,
তে চ তথ সমাগস্থা ঐতিপেতা সমাগতা ।
- ৫। পহতে অন্নপানমহি সকচ্চং অনুমোদরে,
“চিরং জীবন্ত নো ঐতী যেসং হেতু লভামসে ।”
- ৬। অমহাকঞ্চ কতা পুজা দায়কা চ অনিপ্ফলা,
ন হি তথ কসী অপি গোরক্খেন্তং বিজ্জতি ।
- ৭। বগিচ্ছা তাদিসী নখি হিরঞ্জেণ কযাকযং,
ইতো দিন্নে যাপেত্তি. পেতা কালকতা তহিং ।
- ৮। উন্নমে উদকঃ বট্টং যথা নিম্নং পবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকল্পতি ।
- ৯। যথা বারিবহা পূরা পরিপূরেন্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকল্পতি ।
- ১০। অদাসি মে অকাসি মে ঐতিমিত্তা সখা চ মে,
পেতানং দক্কখিনং দচ্ছা পুবেস কত্তং অনুস্ সরং ।
- ১১। নহি রুগ্গং বা সোকে বা যা চঞ্জে পরিদেবনা,
ন তঃ পেতানমথায় এবং তিট্ঠন্তি ঐতয়ো ।
- ১২। অযঞ্চ খো দক্কখিণা দিন্না সজ্জমহি সুপতিট্ঠিতা,
দীঘরং হিতায়স্ স ঠানসো উপকল্পতি ।
- ১৩। সো ঐতিধম্মো চ অযং নিদস্ সিতো,
পেতানং পুজা চ কতা উলারা.
বলঞ্চ ভিক্কুখুণং অনুপ্পদিন্নং
তুমেহ্ হি পুঞ্জে পশুতং অনপ্পকন্তি ।

বন্ধানুবাদ

১। প্রেতঘোনি প্রাপ্ত মৃত জ্ঞাতিগণ নিজের ঘরে বা জ্ঞাতির ঘরে, প্রাচীরের বাহিরে, গৃহ-কোণে বা দরজার চৌকাঠ অবলম্বন করিয়া অথবা রাস্তার সংযোগ স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

২। প্রচুর অন্ন পানীয় খাদ্য-ভোজ্য উপস্থিত বা সংগৃহীত থাকিলে ও তাহাদের পাপকর্মের ফলে কেহই তাহাদিগকে স্বরূপ করে না।

৩। যাহারা অনুকম্পা পরায়ণ জ্ঞাতি তাঁহারা যথাসময়ে মৃত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে শুচি ও উত্তম ভোজন এবং পানীয় প্রদান করেন।

৪/৫। এই পুণ্য আমার জ্ঞাতিগণের হউক, জ্ঞাতিগণ সুখী হউক। এইরূপে পুণ্যানুমোদন করিলে সেই জ্ঞাতিপ্রেতগণ স্বয়ং আসিয়া অলক্ষ্যে তথায় একত্রিত হয় এবং প্রচুর অন্ন-পানীয় তাহারা সাদরে এইরূপে অনুমোদন করে; যাহাদের দ্বারা আমরা ইহা পাইলাম আমাদের সেই জ্ঞাতিগণ চিরজীব হউক।

৬/৭। আমাদের পূজা করা হইল, দায়কের দানও নিষ্ফল নহে। প্রেতলোকে কৃষি নাই, গো পালন নাই, বাণিজ্য ও হিরণ্যাদির বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ও তথায় নাই।

৮। কোন উন্নত স্থানে জল বা বৃষ্টি পড়িলে যেমন তাহা নিম্ন-দিকেই প্রবাহিত হয়, তেমন এখান হইতে যাহা দেওয়া হয়, তাহা প্রেতদিগের উপকারে আসে।

৯। বারিবহনকারী নদী যেমন সাগরকে পরিপূর্ণ করে, তেমন এখান হইতে যাহা দেওয়া হয়, তাহা প্রেতদিগের উপকারে আসে।

১০। “জীবিত থাকিতে তাহারা আমাকে কত কিছু দিয়াছিল কত উপকার করিয়াছিল, তাহারা আমার জ্ঞাতি, মিত্র ও সখা” এইরূপে অনুস্মরণ করিয়া প্রেতদের উদ্দেশ্যে অন্নবস্ত্রাদি দান দেওয়া কর্তব্য।

১১। মৃতের জন্ত রোদন, শোক কিংবা বিলাপ করিলে তদ্বারা তাহাদের কোন উপকার হয় না, তাহারা পূর্ব৩৭ রহিয়া যায়।

১২। এই যে দক্ষিণা বা দান দেওয়া গেল তাহা উত্তম পুণ্যক্ষেত্র সজ্জ্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা কালগত জ্ঞাতিগণের দীর্ঘকাল হিতসাধন করিবে, তাহারা তাহা তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইল।

১৩। এই পুণ্যকর্ম দ্বারা জ্ঞাতিধর্ম প্রদর্শন (পালন) করা হইল, জ্ঞাতি প্রেতদিগকে উত্তমরূপে পূজা করা হইল, ভিক্ষুগণকে শক্তি দান করা হইল এবং দাতা ও প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় করিল।

নিধিকণ্ড সূত্র

- ১। নিধি নিধেতি পুরিসো গম্ভীরে ওদকস্তিকে
অথে কিচে সমুপ্পন্নো অথায় মে ভবিসস্‌তি।
- ২। রাজতো বা ছরুত্তস্‌স চোরতো পীলিতস্‌স বা,
ইণস্‌স বা পমোক্‌থায় ছত্তিক্‌থে আপদাসু বা,
এতদাথ্য লোকস্মিং নিধি নাম নিধীষতে।
- ৩। তাব সুনিহিতো নিধি গম্ভীরে ওদকস্তিকে,
ন সৰ্ব্বো সৰ্ব্বদা এব তস্‌স তং উপকল্পতি।
- ৪। নিধি বা ঠানা চবতি, সঞ্‌ঞাবস্‌স বিমুযহ্‌তি,
নাগা বা অপনামেন্‌তি, যক্‌খা বাপি হরন্তি তং,
অপ্লিয়া বাপি দাযাদা উদ্ধরন্তি অপস্‌সতো,
যদা পুঞ্‌ঞক্‌থযো হোতি সৰ্ব্বমেতং বিনস্‌সতি।
- ৫। যস্‌স দানেন সীলেন সঞ্‌ঞমেন দমেন চ,
নিধি সুনিহিতো হোতি ইথিয়া পুসিস্‌স বা।
চেত্তিয়ম্‌হি চ সজ্জ্ব বা পুগ্‌গলে অতিথীসু বা,
মাতরি পিতরি বা'পি অথ জেট্‌ঠম্‌হি ভাতরি,
এসো নিধি সুনিহিতো অজেয্যো অনুগামিকো,
পহায় গমনীয়েসু এতমাদায় গচ্ছতি।

- ৬। অসাধারণমঞ্জেসং অচোরহরণো নিধি;
কথিতাথ ধীরো পুঞ্জেসানি যো নিধি অল্পপামিকো।
- ৭। এস দেব-মহুসাসনং সৰ্বকামদদো নিধি,
যং যদেবাভিপথেস্তি সৰ্বমেতেন লভতি।
- ৮। সুবল্লতা স্বেসরতা সুসঠান সুরূপতা,
আধিপত্যং পরিবারো সৰ্বমেতেন লভতি।
- ৯। পদেসরজ্জং ইস্‌সরিয়ং চকবন্তি সুখং পিয়ং,
দেবরজ্জম্পি দিবেসু সৰ্বমেতেন লভতি।
- ১০। মাহুসিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ বা রতি,
যা চ নিব্বান সম্পত্তি সৰ্বমেতেন লভতি।
- ১১। মিত্তসম্পদং আগম্ম যোনিসো বে পঘত্তো,
বিজ্জা বিমুক্তি বসীতাবো সৰ্বমেতেন লভতি।
- ১২। পটিসম্ভিদা বিমোক্ষা চ, যা চ সাককপারমী,
পাচেকবোধি বুদ্ধভূমি সৰ্বমেতেন লভতি।
- ১৩। এবং মহিচ্ছিবা এসা যদিদং পুঞ্জেসম্পদা,
তন্মা ধীরা পসংসম্মি পত্তিতা কতপুঞ্জেসত্তি।

বন্ধানুবাদ

১। “বিশেষ প্রয়োজনের সময় ইহা আমার কাজে লাগিবে,”
এই মনে করিয়া অনেকে মাটির নীচে গভীর গর্তে ধন পুতিয়া রাখে।

২। রাজার দৌরাশ্বা, চোরের উপদ্রব, ঋণশুল্ক কিংবা ঈর্ষিক বা
অন্য আপদ-বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে,— এইজন্যও লোকে মাটির
তলায় ধন পুতিয়া রাখে।

৩। কিন্তু এইভাবে গভীর গর্তে উত্তমরূপে ধন পুতিয়া রাখিলেও
ইহা সব সময়ে উপকারে আসে না।

৪। কারণ গুপ্তধন স্থানচ্যুত হইতে পারে, চিহ্নিত স্থান বিস্মৃত
হইতে পারে, নাগেরা তাহা স্থানান্তরিত করিতে পারে, যক্ষেরাও হরণ

করিতে পারে, অপ্রিয় উত্তরাধিকারী অজ্ঞাতে তুলিয়া নিতে পারে, বিশেষতঃ পুণ্যক্ষেত্রে মানুষের সমস্ত ধনই বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫। জী কিংবা পুরুষের দান শীল ও সংযম ও দমের দ্বারা যে পুণ্যসম্পদ সঞ্চিত হয় এবং চৈত্যাদি নির্মাণ ভিক্ষুসঙ্ঘ, পুদগল, অতিথি, মাতাপিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির ভরণপোষণ ও সেবা-শুশ্রূষায় যে ধন ব্যয় করা হয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে সুরক্ষিত, অজেয় এবং অমুগামী ধন। পার্থিব সকল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল এই ধন সঙ্গে লইয়াই মানুষ পরলোকে যাত্রা করে।

৬। ইহাতে অপরের অধিকার নাই, চোরেও হরণ করিতে অক্ষম। সুতরাং যে পুণ্যধন মানবের অমুগামী হয় জ্ঞানী ব্যক্তির তাহাই সঞ্চয় করা কর্তব্য।

৭। এই ধন দেব-মনুষ্য সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে, তাহারা যাহা যাহা পাইতে অভিলাষ করে ইহার দ্বারা সমস্তই লাভ করিতে পারে।

৮। সুন্দর বর্ণ সুমিষ্ট স্বর, দেহসৌষ্ঠব, সুন্দর রূপ, আধিপত্য ও পরিবার সম্পদ সমস্তই ইহার দ্বারা লাভ করা যায়।

৯। প্রাদেশিক রাজ্য, পরম কাম্য রাজচক্রবর্তীর মুখ, স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্র সমস্তই ইহার দ্বারা লাভ করা যায়।

১০। ইহলোকে মনুষ্যসম্পদ, দেবলোকের দিব্যানন্দ এবং পরম মুখ নির্বাণ সম্পত্তি সমস্তই ইহার দ্বারা লাভ করা যায়।

১১। পরম মিত্রসম্পদ লাভ করিয়া যিনি জ্ঞানপূর্বক যোগসাধনা করেন, তাঁহার বিজ্ঞা, বিমুক্তি ও চিত্তের বশীভাব সমস্তই ইহার দ্বারা লাভ করা যায়।

১২। চারি প্রতীসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ, জারকপারমী বা অর্হন্ত, পক্ষেক বুদ্ধত্ব ও সম্যক্ সঙ্ঘোদি লাভ সমস্ত ইহার দ্বারা সম্ভব হয়।

১৩। এই পুণ্যসম্পদগুলি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, এই জন্ত ধীর ও বিদ্বান ব্যক্তির পুণ্যকর্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

জয়মঙ্গল অট্ঠ গাথা

- ১। বাহুং সহস্ সমভিনিম্মিতসায়ুধন্তুং
গিরিমেথলং উদিতঘোর-সসেন-মারং.
দানাদি ধম্ম বিধিনা জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ।
- ২। মারাতিরেকমভিযুচ্ছিতসব্বরস্টিং
ঘোরপ্পনালবকযক্খমথক্কযক্খং,
খস্টি-সুদন্তু বিধিনা জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ।
- ৩। নালাগিরিং গজবরং অতিমত্তভূতং
দাবগ্গি চক্কমসনীব সুদারুণন্তুং
মেত্তমুসেকবিধিনা জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ।
- ৪। উক্কথিত্তথগ্গমতিহস্স সুদারুণন্তুং
থাবস্টি যোজনপথঙ্গুলিমালবন্তুং,
ইচ্ছিতিসংখতমনো জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ।
- ৫। কহান কট্ঠমুদরং ইব গম্ভিনিষা
চিঞ্চায় ছট্ঠবচনং জনকায়মস্মে,
সন্তেন সোমবিধিনা জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ।
- ৬। সচ্চং বিহার্য মতিসচ্চকবাদকেতুং,
বাদাভিরোপিতমনং অতিঅন্ধভূতং,
পঞ্ঞাপদীপজ্জলিতো জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ।

- ৭। নন্দোপনন্দভূজগং বিবুধং মহিদ্ধিং
পুন্তেন থেরভূজগেন দমাপয়ন্তো,
ইদ্ধপদেসবিধিনা জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ।
- ৮। দুগ্গাহদিট্ঠি ভূজগেন সুদট্ঠহথং
ব্রহ্মঃ বিমুদ্ধি জুতিমিদ্ধি বকাভিধানং,
ঞাণাগদেন বিধিনা জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ।
- ৯। এতানি বুদ্ধ-জয়মঙ্গল অট্ঠ গাথা
যো বাচকো দিনে দিনে সরতে অতন্দি,
হিহান'নেক বিবিধানি চুপদ্ধবানি
মোক্খং যথং অধিগমেয়া নরো সপঞ্ঞো ।

বজ্রানুবাদ

১। যে মুনীন্দ্র বুদ্ধ শূন্যস্থিত আশুধর সহস্রবাহু, গিরিমৈথলা নামক হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট সৈন্য ভয়ঙ্কর মারকে দানাদি ধর্মবলে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয়মঙ্গল হউক।

২। যে মুনীন্দ্র সমস্ত রাত্রি সংগ্রামকারী ভয়ানক দুর্দাস্ত ও নির্দয় আলবক যক্ষকেও ক্ষান্তি এবং দমণ্ডনে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।

৩। যে মুনীন্দ্র দাবান্নিচক্র ও অশনিভূজা দারুণ মদমস্ত নালাগিরি হস্তীকে মৈত্রীবান্ধ-সিঞ্জে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।

৪। যে মুনীন্দ্র উৎক্লিপ ঋজুধারী ত্রিকোজন পথ ধাবমান অঙ্গুলিমালকেও অলৌকিক ঋদ্ধিবলে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।

৫। যে মুনীন্দ্র গর্তিনীভূজা কাষ্ঠময় উদরকারিণী চিঞ্চা নামক রমণীর অপবাদবাক্য শাস্ত সৌম্যবলে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে জয় ও মঙ্গল হউক।

৬। সত্যতাগী অসত্যাবলম্বী বিবাদপরায়ণ, অতি অন্ধভূত সত্যক নামক নিগ্রস্থকে যে মুনীন্দ্র প্রজ্ঞা-জ্ঞানদীপ জ্বালাইয়া জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।

৭। যে মুনীন্দ্র নন্দ-উপনন্দ নামক মহাঋদ্ধিসম্পন্ন নিগুণ ভূজ্ঞকে স্বীয় শ্রাবকপুত্র মহামৌদগল্যায়ণ স্ববিদের দ্বারা ঋদ্ধি ও উপদেশবলে জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।

৮। ভূজ্ঞদংশিত হস্তবৎ দারুণ মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ বিশুদ্ধ জ্যোতি ও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন বক নানক ব্রহ্মাকে যে মুনীন্দ্র জ্ঞানৌষধি দ্বারা জয় করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তোমার জয় ও মঙ্গল হউক।

৯। যে পাঠক বুদ্ধের জয়মঙ্গল সম্বলিত এই অষ্টগাথা উৎসাহের সহিত প্রতিদিন স্মরণ করে, সেই জ্ঞানবান ব্যক্তি বিবিধ উপজীব হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া মোক্ষমুখ লাভ করিবেন।

সীবলী পরিচয়

- ১। পুরেস্তুং পারমী সৰ্বা সৰ্বৈ পচেকনাযকা,
সীবলী গুণতেজেন, পরিণং তং ভণাম হে।
(নজালিতীতি জালিতাবী আ, ঈ, উ, আম
ইন্ধ্যাথ বুদ্ধসামি বুদ্ধসত্যম্)
- ২। পছমুত্তরো নাম জিনো সৰ্বধম্মেস্থ চক্খুমা,
ইতো সত সহস্ সম্ভি কপ্পে উল্লঙ্ঘি নাযকো।
- ৩। সীবলী চ মহাথেরো, সোরহো পচযাদিনং,
পিয়ো দেব-মহুস্ সানং, পিয়ো ব্রহ্মাণমুৎসং ;
পিয়ো নাগম্পন্নানং, পীগিল্লিযং নমামহং।
- ৪। নাসং সীমো চ মোসীনং নামজালীতি সংজলিং,
সদেব মহুস্ পূজিতং, সৰ্বলাভা ভবন্ত মে।
- ৫। সত্তাহং ঙ্কারমূলহো'হং মহাভুজসম্মিতো,
মাতা মে ছন্দদানেন এবমাসি সুভুজখিতা।
- ৬। কেসেসু ছিচ্ছমানেষু, অরহন্তমপাপুনিং,
দেব নাগ-মহুস্ সা চ পচযানু'পনেত্তি মে।
- ৭। পছমুত্তরনামক, বিপসিসং চ বিনাযকং,
সংগুজ্জযিং পমুদিতো, পচযেহি বিসেসতো।
- ৮। ততো তেসং বিসেসেন, কন্মানং বিপুলুত্তমং,
লাভং লভামি সৰ্বথ বনে, গামে, ভলে, থলে।
- ৯। তদা দেবো পণীতেহি মমথাষ মহামতি,
পচযেহি মহাবীরো, সসংঘো লোকনাযকো।
- ১০। উপ্‌টীঠিতো মষা বুজ্জো গম্বা রেবতমন্ধস,
ততো জেতবনং গম্বা এতদগ্গে ঠপেসি মং।
- ১১। রেবতং দস্ সনথায, যদা যাতি বিনাযকো,
তিংস ভিক্‌খুসহস্ সেহি সহ লোকগ্গনাযকো।
- ১২। লাভীনং সীবলী অগ্গো, মম সিস্ সেসু ভিক্‌খবো,
সৰ্বলোকহিতো সত্তা কিস্কয়ী পরিসানু মং।
- ১৩। কিলেসা ঝাপিতা মষহং ভবা সৰ্বৈ সমুহতা,
নাগোব বন্ধনং ছেদা, বিহরামি অমাসবো।

- ১৪। সাগতং বত মে আসি, বুদ্ধসেট্ঠস্ সন্তিকং.
তিসসে। বিজ্জা অনুপ্পত্তো, কতং বুদ্ধস্ সাসনং।
- ১৫। পটিসম্ভিদা চতস্ সো চ, বিমোক্খাপি চ অট্ঠিমে,
ছলভিঞ্ঞা সচ্ছিকতা, কতং বুদ্ধস্ সাসনং।
- ১৬। বুদ্ধপুত্তো মহাথেরো সীবলী জিনসাবকো,
উগ্গতেজ্জো মহাবীরো, তেজসা জিনসাসনং।
- ১৭। রক্খন্তা সীলতেজেন, ধনবন্তো যসস্ সিনো,
এবং তেজানুভাভেন সদা, রক্খন্ত সীবলী।
- ১৮। কল্পট্ঠাযীতি বুদ্ধস্ স, বোধিয়ুলে নিসীদয়ী,
মারসেনপ্পমদন্তো, সদা রক্খন্ত সীবলী।
- ১৯। দসপারমিতপ্পত্তো পব্বজী জিনসাসনে,
গোতমং সাক্যপুত্তোসি, থেরেন সম সীবলী।
- ২০। মহাসাবকা অসীতীসু পুণ্ণথেরো যসস্ সিনো,
ভবভোগে অগ্গলাভীসু, উত্তমজেন সীবলী।
- ২১। এবং অচিস্তিয়া বুদ্ধা, বুদ্ধ-ধম্মা অচিস্তিয়া,
অচিস্তিয়েসু পসন্নানং বিপাকো, হোতি অচিস্তিয়ে।
- ২২। তেসং সচ্চেন সীলেন, খন্তিমেষুত্বলেন চ,
তে'পি মং অমুরক্খন্ত, সত্ত্বহুত্ববিনাসনং।
- ২৩। তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তিমেষুত্বলেন চ,
তেপি মং অমুরক্খন্ত সত্ত্বভয় বিনাসনং।
- ২৪। তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তিমেষুত্বলেন চ,
তেপি মং অমুরক্খন্ত সত্ত্বরোগবিনাসনং।

বঙ্গানুবাদ

- ১। মহাজ্ঞানী বুদ্ধশিষ্যগণ সকলেই শ্রাবক পারমী পূর্ণ করিয়াছেন।
সীবলীর পারমীগুণ-তেজসম্পন্ন সেই পরিত্রাণ পাঠ করিতেছি।
- ২। সর্ববিধ স্বভাব ধর্মে চক্ষুস্থান পছমুত্তর বুদ্ধ এই হইতে
লক্ষকল্প পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

৩। সেই সীবলী মহাস্থবির চতুর্বিধ প্রত্যয়াদি পাঠবার যোগ্য মহাপুরুষ। তিনি দেব-মানবগণের, উত্তম ব্রাহ্মণগণের ও নাগমুপর্ণ-গণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেই পীণেশ্বর মহাপুরুষকে আমি নমস্কার করিতেছি।

৪। তিনি দেব-মনুষ্যগণের পূজিত, তাঁহার গুণ প্রকাশন “নাসং সীমো চ মোসীসং, নামজালীতি সংজলিং” এই বাক্যের প্রভাবে আমার সকল বিষয় লাভ হউক।

৫। “আমি ভূমিষ্ট হইবার সময় সপ্তাহকাল মাতৃযোনিতে মহাধ্বংস পাইয়াছি। আমার মাতাও একরূপ মহাধ্বংস ভোগ করিয়াছেন।

৬। আমি প্রব্রজ্যার জন্ত কেশচ্ছেদনের সময় অর্হৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। দেব নাগ-মনুষ্যগণ আমার জন্ত উপকরণ যোগাইয়া থাকেন।

৭। আমি পহুমুত্তর ও বিপশ্চি নামক বিনায়ক বুদ্ধকে বিশেষ বিশেষ বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট চিন্তে পূজা করিয়াছিলাম।

৮। তাঁহাদের বিশিষ্টতা ও বিপুল উত্তম কর্মের প্রভাবে আমি বনে-গ্রামে, জলে ও স্থলে সর্বত্র প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করিয়া থাকি।

৯/১০। তখন দেবগণ আমার জন্য উত্তম বস্তু আনিয়াছিলেন, আমি সেই উপকরণের দ্বারা ভিক্ষুসঙ্ঘ ও লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলাম। ভগবান বুদ্ধ রেবত স্থবিরকে দর্শন করিতে গিয়া সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাকে লাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিলেন।

১১/১২। জগতের অগ্রনায়ক বুদ্ধ ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসহ যখন রেবত স্থবিরকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তখন সর্বলোকহিতৈষী শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, আমার লাভীশিষ্যদের মধ্যে “সীবলীই শ্রেষ্ঠ”। এই বলিয়া পরিষদের মধ্যে আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৩। আমার কলুষ দন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ভব উৎপত্তির

কারণ বিনষ্ট হইয়াছে। আমি বন্ধনচ্ছিন্ন হস্তীতুল্য সংসার-বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি।

১৪। ভগবান বুদ্ধের চরণতলে আগমন আমার পক্ষে “স্বাগতম্” আমি ত্রিবিধা লাভ করিয়া বুদ্ধনীতি প্রতিপালন করিয়াছি।

১৫। আমি চারি প্রতিসম্বিদ্ধা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড় অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া বুদ্ধশাসন রক্ষা করিয়াছি।

১৬/১৭। বুদ্ধপুত্র, জিনশ্রাবক, মহাতেজী, মহাবীর, মহাস্থবির সীবলী নিজের শীলতেজে জিন-শাসন রক্ষা করিয়া যশস্বী ধনবান সদৃশ ছিলেন। এই শক্তি প্রভাবে সীবলী সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন।

১৮। বুদ্ধ মারসৈন্ত পরাজয় করিবার জন্ত কল্লকালস্থায়ী বোধি-দ্রুমমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন। সেই সত্য বাক্যের প্রভাবে সীবলী সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন।

১৯। আমার একান্ত পূজনীয় সীবলী স্থবির দশবিধ পারমিতা পূর্ণ করিয়া গৌতম-জিনশাসনে প্রব্রজ্য গ্রহণপূর্বক শাক্যপুত্র নামে পরিচিত হইয়াছি।

২০। ভগবান বুদ্ধের অশীতিজন মহাশ্রাবকের মধ্যে পুত্র স্থবির যশস্বী এবং ভোগ্যবস্তু লাভীর মধ্যে সীবলী স্থবির অগ্রলাভী। তাঁহাদিগকে আমি অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি।

২১। বুদ্ধগুণ অচিন্ত্যনীয়, বুদ্ধধর্ম অচিন্ত্যনীয়, এই প্রকার অচিন্ত্যনায় বিষয়ে ঐহারা প্রসন্ন হন, তাঁহাদের প্রসন্নতার ফলও অচিন্ত্যনীয়।

২২/২৩/২৪। তাঁহাদের সত্য, শীল, ক্ষান্তি ও মৈত্রীবলের দ্বারা তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন, আমার সকল দুঃখ, সকল ভয় ও সকল রোগ বিনাশ হউক।

সুপুণ্যক সুস্ত

- ১। যং ছত্রিমিরং অবমজ্জলক
যো চামনাপো সকুণস্ স সন্দো,
পাপগ্ গহো ছস্ সুপিনং অকন্তং
বুদ্ধান্নুভাবেন বিনাসমেস্ত ।
(ধম্মান্নুভাবেন ও সজ্জান্নুভাবেন বিনাসমেস্ত)
- ২। ত্বক্খগ্গন্তা চ নিদু ক্খা, ভবগ্গন্তা চ নিত্তয়া,
সোকগ্গন্তা চ নিস্ সোকা হোন্ত সকেপি পাণিনো ।
- ৩। এত্তাবতা চ অমহেহি সন্তত্তং পুণ্ণ্ণসম্পদং,
সকে দেবান্নুমোদন্ত সৰসম্পত্তি সিদ্ধিয়া ।
- ৪। দানং দদন্ত সঙ্কায়, সীলং রক্খন্ত সৰসদা,
ভাবনাভিরতা হোন্ত, গচ্ছন্ত দেবতাগতা ।
- ৫। সকে বুদ্ধা বলগ্গন্তা পচ্চেকানক যং বলং,
অরহন্তনক তেজেন, রক্খং বদ্ধামি সৰসো ।
(তিনবার, সকে ধম্মা ও সকে সজ্জা)
- ৬। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা ছরং বা
সগ্গেসু বা যং রতমং পণীতং,
ননো সমং অখি তথাগতেন
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন নুবখি হোতু ।
- ৭। ভবতু সৰসমজ্জলং রক্খন্ত সৰ দেবতা,
সৰসবুদ্ধান্নুভাবেন সদা সোখি ভবন্ততে ।
- ৮। মহাকারুণিকে নাথো. হিতায় সৰসপাণিনং
পূরেত্তা পারমী সৰসা পত্তো সন্থোধিমুত্তমং ।
- ৯। জয়ন্তো বোধিয়া মূলে সন্ধ্যানং নন্দিবড্ঢনো,
এবমেব জযো হোতু, জয়স্ সু ভয়মজ্জলে ।
- ১০। অপরাজিতপল্লভে সীসে পুখ্বী পুক্খলে,
অভিসেকে সম্মুদানং অগ্গগ্গন্তো পমোদত্তি ।

- ১১। স্নানক্খত্তং স্নমঙ্গলং স্নপ্পভাতং স্নহুট্ঠিতং,
সুখনো স্নমুহত্তো চ স্নযিট্ঠং ব্রহ্মচারীসু ।
- ১২। পদক্খিণং কাষকম্মং বাচাকম্মং পদক্খিণং
পদক্খিমং মনোকম্মং পণিধীতে পদক্খিণা ।
- ১৩। পদক্খিণানি কহান লভন্তেথ পদক্খিনে,
তে অথলদ্ধা সুখিতা বিরুল্লাহা বুদ্ধসাসনে,
অরোগা সুখিতা হোথ সহ সকেহি ঐভাতীতি ।

অনুবাদ

১। যে কোন প্রকার দুর্নিমিত্ত, অমঙ্গল, অপ্ৰীতিজনক পক্ষীরক, পাপগ্রহী, দুঃস্বপ্ন বুদ্ধের প্রভাবে, ধর্মের প্রভাবে ও সম্ভের প্রভাবে বিনাশ হউক ।

২। দুঃখিত প্রাণীসমূহ দুঃখহীন, ভয়ান্ত প্রাণিগণ নির্ভীক ও শোকান্ত প্রাণিগণ শোকহীন হউক ।

৩। এযাবৎ আমরা যে সমস্ত পুণ্যসম্পদ সঞ্চয় করিয়াছি সর্ব-সম্পত্তি সিদ্ধ হইবার জন্ত দেবগণ তাহা অনুমোদন করুন ।

৪। শ্রদ্ধার সহিত দান দাও, সর্বদা শীল পালন কর, ধ্যান পরায়ণ হও, দেবতার যথানে গিয়াছেন, সেখানে যাও ।

৫। দশবলপ্রাপ্ত বুদ্ধ, পক্ষেবুদ্ধ ও অর্হংগণের তেজোবলে তোমাদের রক্ষাবন্ধন করিতেছি ।

৬। ইহ-পরলোকে যাহা কিছু বিত্ত আছে ও স্বর্গলোকে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে, ঐগুলি তথাগত বুদ্ধের সমান নহে । ইহা বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব, এই সত্যবাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হইক ।

৭। তোমাদের সর্বপ্রকার মঙ্গল হউক, সমস্ত দেবতা তোমাদেরকে রক্ষা করুন এবং বুদ্ধগণের প্রভাবে সর্বদা তোমাদের স্বস্তি হউক ।

৮। মহাকারণিক বুদ্ধ সর্ববাণীর হিতের জন্য সকল পারমী পূর্ণ করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

৯। শাক্যবংশের আনন্দ বর্দ্ধনকারী শাক্যসিংহ যেমন বোধিদ্ৰুম-মূলে জয়লাভ করিয়াছেন, সেরূপ তোমাদেরও জয়মঙ্গল হউক।

১০। সম্মুখগণ পৃথিবীর শীর্ষস্থানভূত শোভনশীল অপরাঞ্জেয় বোধিপালকে অর্হহপ্রাপ্ত হইয়া যেমন আমোদিত হইয়াছিলেন, তেমনি তোমরাও আনন্দিত হও।

১১। গৃহীদের পক্ষে ব্রহ্মচারীর সেবা-পূজা করাই স্নানকৃত, স্নানঙ্গল, স্নানপ্রভাত, শুভোখান, শুভক্ষণ ও শুভমুহূর্ত।

১২/১৩। তোমাদের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম এবং প্রার্থনা উন্নতভাবে সম্পাদিত হউক। সেরূপ উন্নতি জনক কার্য করিয়া সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাক, বুদ্ধশাসনে উন্নতি লাভ করিয়া সুখী হও। তোমরা সকল জ্ঞাতিগণসহ নীরোগ ও সুখী হও।

গৃহীনীতি পর্ব

সদাচারই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ করিয়া তোলে। যাহার নিকট সদাচার ও সংযম নাই, সে অন্তঃসারশূন্য নলের ন্যায় অথবা মরুভূমির ন্যায় বিস্তৃত বলিয়া জ্ঞাতব্য। মরুভূমিতে যেমন উৎপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সদাচার ও সংযমবিহীন চিত্তেও তেমন মনুষ্যত্ব বিকাশ হয় না। সুতরাং মানব মাত্রেরই সদাচার এবং সংযম শিক্ষা ও আচরণ করা একান্তই কর্তব্য। সদাচার সম্পন্ন, সদ্ধর্ম গৌরব বর্দ্ধনকারী, বৌদ্ধজগদ্বরেণ্য অনাগারিক মহাত্মা ক্রীমৎ ধর্মপাল “গৃহিদিনচরিত্রা” নামক এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা সিংহলী ভাষায় প্রণয়ন করেন। “ইহা সর্বসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়” এই মনে করিয়া তাহা এখানে বঙ্গানুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। (সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য হইতে)

প্রাতঃকৃত্য

প্রত্যেকে অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্তান করিয়া দন্ত-ধাবনাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিবে। তৎপর জল, পুষ্প ও স্নগন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা বুদ্ধপূজা ও বন্দনা করিবে। বুদ্ধের পূজা ও বন্দনা

বিহারে গিয়া সম্পাদন করিলে অতি উত্তম। পূজোপকরণের ভাণ লইবে না। শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধপূজার কাজ সমাপন করিয়া উৎকৃষ্টক আসনে উপবেশনান্তর “নমো তস্ম” ও ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করিবে। তৎপর বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ এবং সজ্জের নয়গুণ অনুস্মরণ করিতে করিতে বন্দনা করিবেন। অনন্তর অর্ধ-পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া অল্পক্ষণ “আনপান” স্মৃতি ভাবনা করিবে। ইহার পর আচার্য্য, পিতা, মাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, কালগত জ্ঞাতি, যক্ষ ও পিশাচাদি সকলের প্রতি মৈত্রী কামনা করিয়া পুণ্য দান দিবে এবং করণীয় মৈত্রীসূত্র পাঠ করিবে।

এইরূপে বন্দনার কাজ সমাপন করিয়া অল্পক্ষণ নিজের শয়ন-ঘরের খাট, পালঙ্ক, চেয়ার ও টেবিল প্রভৃতি আসবাবসমূহ পরিষ্কার করিবে এবং আবর্জনাাদি একস্থানে ফেলিয়া দিবে। তৎপর প্রাতরাশ সমাপনান্তর “সমস্ত প্রাণী সুখী হউক, নীরোগ হউক” এইরূপ মৈত্রীভাবনা করিতে করিতে স্বীয় কর্তব্যকর্মে মনঃসংযোগ করিবে। পথ চলিবার সময়েও উক্তরূপে মৈত্রীভাবনা করিবে। ইহাতে কার্য্যের ও পদের উন্নতি অবশ্যস্বাবী।

আহার প্রণালী

ভোজনের পূর্বে স্নানান্তর মুখ, হাত, পা উত্তমরূপে ধৌত করিবে। পরিশুদ্ধ ও প্রফুল্লচিত্তে ভোজনাসনে উপবেশনান্তর ভোজনকৃত্য সমাপন করিবে। উচ্ছিষ্ট হাতে ভাত-তরকারী লইবে না। অশ্রমনস্থ না হইয়া আহার করিবে। মুখে গ্রাস আনয়নের পূর্বে ব্যাদান করিবে না। খাইবার সময় চপচপ শব্দ করিবে না। ভালরূপে চর্বণ করিয়া আহার করিবে। মুখে আহাৰ্য বস্তু লইয়া কথা বলিতে নাই, ভোজনের সময় লোভ বশতঃ অন্যের ভোজন-পাত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজ্য-পাত্র হইতে আহাৰ্য্য-বস্তু গ্রহণ করিয়া ভোজন করিবে না। উচ্ছিষ্ট থালায় জল দেওয়া ও হাত ধৌত করা অনুচিত। বিশেষ প্রয়োজন বোধে পার্শ্বে উপবিষ্ট ভোজনকারীকে বলিয়া আসন ত্যাগকরতঃ মুখ হাত ধুইবে।

বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে সকলে একসঙ্গেই আসন ত্যাগ করিয়া মুখ হাত ধোত করা বিধেয়

ভোজনের পর মুখ-হাত ধোত করিয়া গামছা দ্বারা প্রথমে মুখ ও পরে হাত মুছিবে। নীরবেই ভোজন করা উচিত। অপরের ব্যবহার্য গামছা দ্বারা নিজের মুখহাত মুছিতে নাই। খাওয়ার সময় ছুরি কাঁটা ব্যবহার করিলে, তাহাতে “কট কট” শব্দ না হয় মত ব্যবহার করিবে। বাম হাতে ছুরি কাঁটা ও ডান হাতে চামচ ব্যবহার করিতে হয়। ভোজন টেবিলে অপরিষ্কার বস্তু দেখিয়া অনুচিত, ভোজনের পর হস্ত লেহন করিবে না। মুখে অঙ্গুল দিয়া নখ কামড়ান বড়ই অশ্রায়। ভোজনের পর মুখে তুর্গন্ধ না থাকে মত ভালরূপে মুখ ধুইবে। হাঁটিতে হাঁটিতে খাদ্য দ্রব্যাদি খাওয়া অনুচিত। জলপান করিবার সময় ‘গড় গড়’ শব্দ না করিয়া, বসিয়া নিঃশব্দে জলপান করিবে। অপরের উচ্ছিষ্ট জল পান করিবে না। নোংরা সামান্য বস্ত্রখণ্ড বা কৌপীন পরিধান করিয়া ভোজন করা আর্ষোচিত আচার নহে। প্রাণিমাত্রেরই জীবনধারণের প্রধান সহায় আহার। সুতরাং এবংবিধ আহার মহানন্দে ভোজন করা উচিত।

তাম্বুলসেবন বিধান

যে কোন খাণ্ড-ভোজ্য খাওয়ার পর পরিমিত ভাবে ভাল সুপারী, চূণ, মসলা ও কস্তুরী প্রভৃতি উত্তম দ্রব্য সহযোগে পান খাওয়া এবং তৎসঙ্গে তামাক পাতা ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ঙ্কর অনিষ্টকর। সুতরাং তামাক পাতা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। গৃহের আশে-পাশে লোকের গমনাগমন পথে রেলগাড়ীতে ও বিহারে পানের পিক ত্যাগ করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। লেখা পড়া, ধর্মদেশনা ও ধর্মপ্রবণের সময় পান খাওয়া ও ধূমপান করা মহা অশ্রায় ও অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে পান খাওয়া ও ধূমপান করা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। যদিকে মানুষ থাকে সেদিকে এবং বায়ুর বিপরীত দিকে থুথু ত্যাগ করা অনুচিত। চুণের কোটো হইতে পানের বোটা দ্বারা

চূণ খাওয়া উচিত। যে কোন খাটপালকে, ঘরের চৌকাঠে, দেওয়ালে পর্দাদিতে আঙ্গুলের অবশিষ্টাংশ চূণ মুছবে না।

বস্ত্র পরিধান বিধান

মলিন বস্ত্র পরিধান করা অনুচিত। সামান্য বস্ত্র থাকিলেও তাহা নিজে স্কার্ভব্যাদি দ্বারা ধৌত করিবে। পরিধানের বস্ত্র দেশভেদে প্রমাণমত হওয়া বিধেয়। কাপড়ে ঘর্মের গন্ধ হইলে, তাহা ধৌত না করিয়া পুনঃ পরিধান করিবে না। দুই তিনদিন অন্তর পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করা উচিত। বস্ত্র ভালরূপে পরিধান করিয়া স্নান করিবে। বিবস্ত্র বা অর্ধাবৃত দেহে স্নান করা অনার্য্যাচার। সুস্থাবস্থায় প্রত্যহ স্নান করা উচিত। নাসিকার লোম, মস্তকের কেশ ও আঙ্গুলের নখ দীর্ঘ করিয়া রাখিবে না।

পায়খানার বিধান

পায়খানায় ঢুকিলে, পায়খানা গৃহের বায়ু যেন মুখ ও নাসিকা দিয়া দেহে প্রবেশ না করে, সেরূপ ভাবে সাবধানে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিবে, পা পিছলাইয়া পায়খানার মলমূত্রে না পড়ে মত একখানা নালা সংযোগ করিয়া দিবে। ইহাতে পায়খানার উৎকট গন্ধ দূরীভূত হয়। পায়খানা করা শেষ হইলে, মস্তৃণ কাঠি দ্বারা গৃহস্থান মুছিয়া তৎপর উত্তমরূপে জলশৌচ করিবে। পায়খানা হইতে বাহির হইয়া ছাইমাটি অথবা সাবান দ্বারা উত্তমরূপে হস্ত ধৌত করিবে। লোকের সম্মুখে, রাস্তার ধারে, অথবা কোন প্রসিদ্ধ স্থানে পায়খানা-প্রস্রাব করিবে না। কদাচ দাঁড়াইয়া পায়খানা-প্রস্রাব করিবে না।

পথচলার বিধান

বড় ও প্রসিদ্ধ রাস্তায় চলিবার সময় প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় বামপার্শ্ব ধরিয়া চলিবে। পথ চলিবার সময় হাতে ছাতা যষ্টি থাকিলে তাহা অপরের দেহে না লাগে মত লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে। হাত ও মস্তক নাড়িয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া রাস্তা লক্ষ্য করিয়া চলিবে। পথ চলিবার সময় মনের বিকার উৎপাদক কোন দৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত

হইলে, তাহা পুনঃ বিশেষভাবে দর্শনের জ্ঞান ইচ্ছা উৎপাদন করিবে না। পথে যে কোন বিপদাপন্ন প্রাণী দেখিলে তাহাদিগকে বিপদমুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে। পথ চলিতে চলিতে পানচর্বণ ও ধূমপান করা অনুচিত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পর সম্বন্ধ বিহীনের জ্ঞায় করিয়া অতি দুর্বল ভাবে পথ চলিবে না। ছাতা-লাঠি লইয়া পথ চলিবে। রাস্তায় যে-কোন নেশাদ্রব্যাদির দোকানে এবং পুরুষবিহীন স্ত্রীলোকের গৃহে যাইবে না ও বসিবে না।

সভায় আচরণবিধি

যে কোন সভায় মলিন বসন পরিয়া বা খোলা দেহে যাইবে না। পরিষ্কার পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া উত্তরীয় চাদর লইয়া সভায় যাইবে। তথায় দেশাচার ভেদে সভাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পিছনে নীরবে উপবেশন করিবে। ভিড় করিয়া বসিবে না। সভাপতির বিনাদেশে সভায় বক্তৃতা দিবে না। সভাপতি মহোদয় ও বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া বক্তাদিগকে বক্তৃতা দেওয়ার জ্ঞান নির্দেশ দেওয়া উচিত। সভাপতির আদেশ লঙ্ঘন করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। নিজের কোন বক্তব্য প্রকাশ করিবার থাকিলে, তাহা হইতে অবসর লইয়া বলা উচিত। সভায় বক্তৃতা করিবার সময় সভাপতি প্রমুখ সভাসদগণের প্রতি গৌরব সহকারে কথা বলা সমীচীন। সভায় বক্তৃতাচ্ছলে কর্কশ ও দুর্বোধ্য বাক্য ব্যবহার করা অনুচিত। সভায় নিজের দক্ষতা ও বাগ্মিতা দেখাইবার ইচ্ছায় বক্তৃতা না করিয়া সভার উদ্দেশ্যানুযায়ী আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় কথা বলিবে। সভায় উচ্চহাস্য ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা মহা অন্যায় ও অভদ্রতা। সভায় বক্তৃতা বা ধর্মদেশনা করিবার সময় সভাসদ মনোযোগের সহিত ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করা উচিত। তৎসময়ে কথা বলা পত্রিকা বা বই পড়া নেহাত অভদ্রতা। সভায় যে কেহ বাজে কথা বলিয়া সভার নীরবতা ভঙ্গ করা মহাপাপ। সভায় বক্তৃতা আরম্ভ করিবার সময় প্রথমে সভাপতি প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ সজ্জনমণ্ডলী, শ্রিয় বন্ধুগণ অথবা সহৃদয় ভ্রাতৃবৃন্দ ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া কথা আরম্ভ করিতে

হয়। সভায় ধূমপান করা, পান খাওয়া, পানের পিচ্ বা থুথু এদিক ওদিক ফেলা ভদ্রজনোচিত আচার নহে। সভায় বক্তা অথবা ধর্মদেশক পানের পিচ্ ফেলান, মুখ ধৌত করা ইত্যাদি বিকৃতি ভাব দেখান উচিত নহে। সভায় ক্রোধ সহকারে কথা বলিতে নাই। কাহাকেও নিন্দা অথবা আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিবে না। বিশেষ চিন্তাশীলতার সহিত সভার উদ্দেশ্যানুযায়ী বক্তৃতা করিবে। সভায় বসিয়া দেহের নানাস্থানে চুলকান, মাটি আঁচড়ান ইত্যাদি করিবে না। ঘর্ম হইলে, তাহা স্বীয় গামছা দ্বারা মুছিয়া লইবে।

নারীদের কর্তব্য

যাহাতে স্বামীর কোনপ্রকার কষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে। পরপুরুষের প্রতি ভ্রমেও খারাপ মনোভাব লইয়া দৃষ্টিপাত করিবে না। পতিব্রতা ধর্ম উত্তমরূপে রক্ষা করিবে। স্বামীপ্রমুখ বাড়ীস্থ সকলের সুখ-অসুখ সম্বন্ধে সর্বদা জিজ্ঞাসা করিবে। স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি পূজনীয়দিগকে যথাসময়ে মুখ ও হাত-পা ধুইবার জন্য প্রত্যহ গরম জল কিংবা শীতল জলের প্রয়োজন হইলে শ্রদ্ধার সহিত তাহা যথাসময় প্রদান করিবে। মুখ-হাত ধৌত করা হইলে, মুখ মুছবার পরিষ্কার গামছা আনিয়া দিবে। সর্বদা বাসগৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আসবাবপত্র শৃঙ্খলা করিয়া রাখিবে। টেবিল টুল-চেয়ার এবং কাঁচ ও ধাতব জব্য-সম্ভার প্রত্যহ পরিষ্কার করিবে। অবসর সময়ে সর্বদা বাগান মেরামত ও পরিষ্কারভাবে শৃঙ্খলার সহিত সামলাইয়া রাখিবে। রান্নাঘর সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে। চাকর-চাকরাণী থাকিলে, তাহাদিগকে নিজের ছেলেমেয়ের মত স্নেহ করিবে এবং তাহাদিগের খোঁজ লইবে।

স্বামীর পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহার জন্য মুখ-হাত ধুইবার জল দিবে। তৎপর চাকরদের যাহা প্রয়োজন তাহা তাহাদিগকে দিয়া কাজে নিযুক্ত করিবে। তদনন্তর শারীরিক-কৃত্যাদি সমাপনান্তে মুখ-হাত ধুইয়া শাস্তমনে অল্পক্ষণ হইলেও বুদ্ধ-বন্দনা করিবে। ছেলেমেয়ে থাকিলে তাহাদিগকেও সঙ্গে বসাইয়া বন্দনা করিবে।

ইহাতে তাহাদেরও বন্দনা করিবার অভ্যাস হইবে। বন্দনা সমাপ্তির পর নিজে নিজে হইলেও পঞ্চশীল গ্রহণ করিবে। সমস্ত জীব জগতের হিতমুখের জন্য বাড়ীর প্রাক্‌গণের আশেপাশে কয়েকটি ফুলের গাছ রোপণ করিয়া রাখিবে। আলস্য ও বিরক্তি মনে না করিয়া প্রত্যেক অমাবস্তা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে প্রত্যেকে আগ্রহের সহিত অষ্টশীল গ্রহণ ও পালন করিবে। অনিবার্য-কারণবশতঃ অষ্টশীল গ্রহণ করিতে না পারিলে, সেইদিন ধর্মশ্রবণের জন্য হইলেও বিহারে যাইবে। প্রাতঃসন্ধ্যা ছইবেলাই উপাসনার পূর্বে বাসগৃহ ধূপধূনা দ্বারা সুবাসিত করা একান্তই প্রয়োজন। পিণ্ডাচরণার্থে ভিক্ষু গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে, একদিনও বাদ না দিয়া প্রত্যহ শ্রদ্ধার সহিত পিণ্ডদান করিবে। প্রত্যহ নূনকল্পে একমুঠা চাউল কিংবা পয়সা বুদ্ধ-শাসনের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবার নিমিত্ত জমা রাখিবে। আত্মীয়কুটুম্ব স্বীয়গৃহে উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে যথেষ্ট রূপে আদর-আপ্যায়ণ করিবে এবং সাধ্যানু-যায়ী আহাঙ্গাদির ব্যবস্থা করিবে। স্বীয় জ্ঞাতি ও ইষ্টকুটুম্বদের গৃহে মধ্যে মধ্যে গিয়া আত্মীয়তা বজায় রাখিবে। মুরগী ও হাঁস প্রভৃতি কদর্যপ্রাণী পোষণ করিবে না। দিবা-নিদ্রা ও অগ্নির উত্তাপ সেবন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর। শূতরাং তাহা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। যাহাতে উদর ও স্তন দেখা না যায়, সেক্রপভাবেই বস্ত্র পরিধান করিবে ও গায়ে দিবে। সর্বদা পরিষ্কার বস্ত্র ব্যবহার করিবে। পুরুষের সম্মুখে চুল আঁচড়াইবে না এবং উকুন ধরিবে না। নিজের শয়নের পাটি, বালিশ, বিছানার চাদর, লেপ, তোষক ও ব্যবহার্য বস্ত্রাদি লোকের গমনাগমন-পথের ধারে শুকাইতে দিবে না। বালক-বালিকাদিগকে সাদরে মধুর বাক্যে আহ্বান করিবে। পান-তামাক খাইয়া, নানা অসার গল্পগুজব করিয়া তাস-পাশাদি নানা ক্রীড়ায় বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া এবং অসময়ে নিদ্রা না যাইয়া সত্বপদেশপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ অথবা পত্রিকাদি পাঠ করিবে। দ্বিপ্রহরে কাজের অবসর সময় শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামীর ও ছেলেমেয়ে প্রভৃতির ছেঁড়া বস্ত্রসমূহ তাল্লাস করিয়া সেলাই করিয়া রাখিবে। ছেলে-মেয়েদিগকে শৈশব-

কালে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ধর্মকথা শ্রবণের জগ্নু বিহারে প্রেরণ, পুষ্পাদি দ্বারা বুদ্ধপূজা-করণ, সকলকে সন্তোষ ও আদরকরণ, নিত্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, উৎসাহী উদ্যোগী হওয়া, দেশহিতৈষীতা, বয়োবৃদ্ধদিগকে সম্মান করা এবং ভদ্রতা, নম্রতা ও শিষ্টতা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া একান্তই কর্তব্য। নিজের চাকর-চাকরাণীর প্রতি “তুই, তে” ইত্যাদি বলিয়া কর্কশ ব্যবহার করিবে না। ছেলেমেয়েদের জাতিগত ধর্মালমোদিত নামই রাখিবে। বালক-বালিকাদের উত্তম রূপে বস্ত্র পরিধান, লজ্জাশীলতা ও গৃহকর্ম শিক্ষা দিবে। রান্নাঘর, পায়খানা, গৃহ ও প্রাঙ্গণ ইত্যাদি নিত্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

বালক-বালিকাগণের কর্তব্য

সূর্যোদয়ের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া নিম্ন বা কেরঙের ডাল দ্বারা দস্ত্র ধাবন করিয়া মুখ-হাত প্রক্ষালন করিবে। তৎপর স্নানরূপে বস্ত্র পরিধান করিয়া নির্জন স্থানে স্তুতিসহকারে অল্পক্ষণ বুদ্ধ-বন্দনা করিবে। ইহাতে মৃত্যু নষ্ট হইবে এবং স্মৃতিশক্তি বর্ধিত হইবে। প্রত্যহ পঞ্চশীল গ্রহণ করিবে এবং একটি পুষ্প দ্বারা হইলেও বুদ্ধপূজা করিবে। অনর্থক পাঠের সময় নষ্ট করিবে না। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে পিতা-মাতাকে অভিবাদন করিয়া পাঠশালায় যাইবে। শিক্ষক প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি ভদ্রতা ও নম্রতাসূচক ব্যবহার করিবে। পাঠশালাগৃহে থুথু ত্যাগ করিবে না। বিড়ি, সিগারেট ও তাম্বুল সেবন করিবে না। কর্কশ ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলিবে না। মৎস্য শিকারের স্থানে অথবা যে-কোন প্রাণিহত্যার স্থানে, মত্তবিক্রয়ের স্থানে ও মত্তাদি যে-কোন নেশাদ্রব্য পানের স্থানে গিয়া দাঁড়াইবে না ও বসিবে না। মিথ্যা, বৃথা, কটু, পিশুন ও ভেদবাক্যাদি বলিবে না। সন্ধর্মের দেশের ও জাতির উন্নতির জগ্নু প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকিবে। দেহের শক্তিবৃদ্ধির জন্য শারীরিক ব্যায়ামশিক্ষা ও চর্চা করিবে। নিকটবর্তী বিহারে কমপক্ষে সপ্তাহে একবার হইলেও যাইয়া ধর্মশ্রবণ করিবে। সাইকেলে পথ চলিবার সময় পথে ভিক্ষু-শ্রমণ— অথবা গুরুজন দেখিলে, সাইকেল হইতে নামিয়া যাইবে। ভিক্ষু-

শ্রমণ ও মাতা-পিতা প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মুখে উচ্চাসনে উপবেশন করিবে না। ছোট-বড় প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়াপরায়ণ হইবে। প্রত্যেক উপোসথ দিবসে উপোসথশীল গ্রহণ করিবে। যে-কোন ধর্মসম্বন্ধীয় কার্যে সামর্থ্যানুযায়ী কায়িক বাচনিক ও আর্থিক সাহায্য করিবে। কৌতুকচ্ছলেও কাহারও প্রতি অশ্লীলবাক্য ব্যবহার করিবে না।

ভিক্ষুদের প্রতি দায়কদের কর্তব্য

শ্রমণধর্ম পালনের সহায় স্বরূপ শয়নাসন, চীবর, আহার ও ঔষধ-পথ্যাদি শাসনের চিরস্থিতি কামনা করিয়া প্রিয়শীল, শিক্ষাকামী ও শীলবান ভিক্ষু-শ্রামণেরদিগকে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। স্বীয়-শক্তিতে না কুলাইলে, অপরের দ্বারা হইলেও তাহা দান দেওয়াইবে। ন্যূনকণ্ঠে দিবসে একবার হইলেও ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সুখ-দুঃখ ও সুবিধা-অসুবিধার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। কোন বস্তুর অভাব হইলে, তাহা নিজের বা অন্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিবে। ভিক্ষুশ্রামণেরদিগকে দান দিবার সময় অতি পবিত্র অন্তরেই দান দিবে। নিমন্ত্রিত ভিক্ষু শ্রামণের অথবা অপর যে কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে হত্যা করিয়া মাছ-মাংস দান করিলে দায়কের বহু অপুণ্য সঞ্চয় হয়। এই মাছ-মাংস তাহাদের উদ্দেশ্যেই হত্যা করা হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইয়াও আহার করিলে, ভোজনকারীদেরও পাপ হয়। পচা মৎস্য, মাংসাদি নিকৃষ্ট বস্তু দান করিবে না। যেহেতু—নিকৃষ্ট বস্তু দান দ্বারা কখনও ফল লাভ হয় না। ঘৃত, মাখন, মধু, দধি, দুগ্ধ ও পায়সান্ন ইত্যাদি উপাদেয় বস্তু সময়ে সময়ে দান দেওয়া একান্তই কর্তব্য। হাতঘড়ি ইত্যাদি গৃহীজন ব্যবহারোপযোগী কোন বস্তুই ভিক্ষুদিগকে দান করিবে না। ভিক্ষুগণ বিনয় বিধান অনুযায়ী যাহা ব্যবহার করিতে পারেন, তাহাই দান দিবে। রেল-ষ্টীমারে গমনকালীন ভিক্ষুদের আসনাদি যে-কোন বিষয়ের অসুবিধা হইলে, তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবে। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভিক্ষুদিগকে

“ভস্তু” ব্যতীত “ঠাকুর” বলিবে না। ভিক্ষুদের প্রতি “ঠাকুর” শব্দ ব্যবহার করাটা সঙ্কর্মে অশিক্ষিত ও অশ্রদ্ধাবানের পরিচায়ক।

গ্রামবাসীদের কর্তব্য

প্রত্যেক গ্রামে পল্লী-উন্নয়ন, গ্রামরক্ষাকারী, দেশকল্যাণ বা বৌদ্ধ ত্রিভাঙ্গুর সমিতি ইত্যাদি যে-কোন একটি নামকরণে সমিতি গঠন করিয়া রাখিবে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকে উক্ত সমিতির মেম্বর থাকিতে হইবে। সমিতির কার্য্যকরী কমিটির নির্দেশ প্রত্যেকে নির্বিবাদে মানিয়া কর্মে নিরত হইলে, অচিরে দেশের উন্নত হয়। অন্যান্য দেশের ভাল আদর্শ স্বীয়দেশে প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিবে। উক্ত সমিতির মারফতে দেশে প্রচলিত বেত্রশিল্প, বয়ন-বিড়া, সূচী-শিল্প, কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যাদি উন্নত প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। শিশু নৈশপাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের নিরক্ষরতা ঘুচাইবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। আলস্য ও তাস-পাশাদি ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া ধর্মগ্রন্থপাঠ ও ত্রিভাঙ্গু-বন্দনা শিক্ষার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করিয়া দিবে। পঞ্চশীল পালনের জন্য পরস্পর পরস্পরকে উৎসাহিত করিবে। দেশের রাস্তা, মাঠ, পুকুর ও বিহার প্রভৃতি তিনমাস অন্তর এক একবার সমিতির মারফতে নিজেরাই মেরামত ও পরিষ্কার করিয়া দিবে। সম্মিলিতভাবে তৎপরতার সহিত বীরদর্পে বাহ্যিক শত্রুর আক্রমণে বাধা জন্মাইতে ঔদাসীন্যতা প্রকাশ করিবে না। সমিতির আইন অমান্যকারীদের জন্য সমিতির পরামর্শানুসারে কোন একটা দণ্ডের বিধান করিয়া রাখিবে। সমিতির অধিবেশনে যাহা স্থির-সিদ্ধান্ত হয়, তদনুযায়ী কাজ করিবে। বাহিরে গিয়া বর্গকমিটি দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিবে না।

রোগী দেখিতে যাওয়ার বিধান

রোগী দেখিতে যাওয়ার সময় সাপ্ত, বার্লি, চিনি, মিষ্টি, আঙ্গুর, বেদানা, আনার ও ছুফ ইত্যাদির মধ্যে যে কোন পথ্য রোগীর জন্য

সঙ্গে নেওয়া উচিত। রুগ্ন ব্যক্তি দরিদ্র হইলে, তাহার রোগের চিকিৎসা ও পথ্যের জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করা একান্তই প্রয়োজন। রোগীর অবস্থা দি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে সাহস ও ভরসা দিবে। তাহার রোগ-দুঃখে সহানুভূতিমূলক দুঃখ প্রকাশ করিয়া সহসা চলিয়া যাইবে। রোগীর ঘরে বসিয়া অধিক আলাপ ও পান-তামাক সেবন করি মহা অন্যায।

মৃতদর্শনের বিধান

মৃতদর্শনের জন্য যাইবার সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাইবে। মৃতদেহের বাতাস স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। তজ্জন্তু শবদেহ দর্শনের ও সৎকারের কাজ সমাধা স্বীয় স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর স্নান করিবে এবং অন্যবস্ত্র পরিধান করিবে। সেই ঘরে লোক মারা যাইবে সেই ঘরে ২৪ দিনের মধ্যে পান-ভোজনা দি করা অনুচিত। আত্মীয়স্বজন মারা যাওয়ার পর তথায় সমবেদনা প্রকাশার্থ উপস্থিত হইয়া কান্নাকাটি করা মহা অন্যায। যেহেতু—শোকাক্ত কুটুম্বের শোকানল দ্বিগুণভাবে জ্বলিয়া দেওয়া প্রকৃত বন্ধুর পরিচায়ক নহে। বরং সান্ত্বনা বাক্যে শোকাক্তের শোক বিনোদন করিবে। শোকাক্তের গৃহে যাইবার সময় যেই দুধ-কলাদি উপহার নেওয়া হয়, তাহা নিজেই না খাইয়া শোকাক্তদিগকেই খাওয়ান উচিত। তথাপি আহাৰাদির ব্যবস্থা করিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ শোকাক্ত অবস্থায় অতিথি সৎকারের বন্দোবস্ত করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। শোকাক্ত আত্মীয়-স্বজনের যথাসম্ভব উপকার করিবে। “জগতে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অনিত্যতায় পরিব্যাপ্ত। এহেতু জগতে পূর্ব-পশ্চাৎ প্রত্যেকেই মৃত্যুর কাল-করালে কবলিত হইতে হইবে। মৃত্যুর করাল-কবল হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই।” ইত্যাদি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে।

চাষাদিগের কর্তব্য

সাধারণতঃ গরুই গৃহীদের প্রধান সম্পত্তি। সুতরাং এবংবিধ গোধানকে প্রত্যেকের যত্নের সহিত পোষণ করা একান্তই কর্তব্য। যেইসব গরু দ্বারা হাল কর্ষণ করা হয়, সেইসব গরুকে পেটভরা উত্তম আহার দেওয়া উচিত। যাহাতে গরুগুলি সুন্দর ও বলিষ্ঠ থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। গরুকে প্রত্যহ স্নান করাইবে এবং গায়ে তৈল মাখাইবে। যে জমিতে লাঙ্গল টানিতে গরুর কষ্ট হয়, সেই জমি যাহাতে নরম হয়, চিন্তাসহকারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবে। গরুকে নির্মমভাবে প্রহার করা বড়ই অন্যায় ও অকৃতজ্ঞের পরিচায়ক। মধ্যাহ্নকালে গরুকে স্নান করাইরা বিশ্রাম করিতে দিবে ও উৎকৃষ্ট আহার দিবে। কৃষকগণ অবসর সময়ে ধর্মগ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠ করিবে। চাষের সময়ে সপ্তাহে একবার হইলেও বিহারে গিয়া বন্দনা দি করিবে। স্বীয় স্বীয় সম্ভান-সম্ভৃতিদিগকে লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। গোশালা সর্বদা পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখিবে। সর্বদা গরুর সুখ ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

ধর্মালুমোদিত জাতীয় নামের তালিকা

বৌদ্ধমাত্রেরই স্বীয় স্বীয় সম্ভৃতিগণের নাম বৌদ্ধ ধর্মালুমোদিতভাবেই রাখা একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য বজায় থাকে। সিংহল, বার্মা ও শ্যাম প্রভৃতি শাসন প্রতিরূপ দেশে স্বীয় স্বীয় ছেলেমেয়েদের নাম পালিসাহিত্যের ইঙ্গিতানুসারে ধর্মালুমোদিতভাবেই রাখা হয়। সুতরাং তাদের নাম শ্রবণ করিলেই বুঝা যায় তাহারা বৌদ্ধ। পালিসাহিত্যে সুন্দর অর্থসম্পন্ন নামের অভাব নাই। একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে অথবা কোন একজন অভিজ্ঞ ভিক্ষুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইলে, জাতীয় নাম বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইবে। এখানে কয়েকটি মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি।

পুণ্যদেব নাম— প্রিয়দাস, প্রিয়দর্শী প্রিয়দর্শন, সুদর্শন, বুদ্ধানন্দ, ধর্মানন্দ, সত্যদাস, সংঘবোধি, সংঘপাল, ধর্মপাল, বুদ্ধকিঙ্কর, আৰ্য্যমিত্র বোধিপাল, সুভূতি, জিনদাস, জিনপ্রিয়, শাক্যপদ, শাক্যবোধি, গোমদাস, বুদ্ধদাস, বিজয়বাহু, বিজয়সিংহ, বুদ্ধরক্ষিত, ধর্মরক্ষিত, সংঘরক্ষিত, পরাক্রমবাহু, মৈত্রী, করুণা, আনন্দ, উপেক্ষা, শাসন, সুগুণপাল, দেবানন্দ, লোকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শীলব্রত, সত্যশ্রিয় ইত্যাদি ।

নারীদের নাম—শাক্যবালা, গোপাবালা, প্রজাবতী, মহামায়া, সোমাবতী, লীলাবতী, শ্রামাবতী, সুজাতা, সুজা, সুপ্রিয়া, বিশাখা, ধর্মদিয়া, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, শীলাবতী, অম্বুলা, সুশীলা, ধর্মা, সুদিতা, চম্পা, ভূষিতা, তোষিতা, নন্দা সুধর্মা চিত্তা, সুমেধা, শুভা, রত্নমালা, করুণাময়ী, যশোধরা ইত্যাদি ।

শিক্ষকগণের কর্তব্য

শিক্ষকগণকে শীলবান ও সুসংযত হইতে হইবে । কোমলমতি বালকবালিকাগণ স্বভাবতঃ অনুকরণশীল । তাহারা বয়োবৃদ্ধের নিকট হইতে যাবতীয় আচরণ অনুকরণ করিয়া প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে প্রয়াসী । তজ্জ্বল সচারাচর দেখা যায়, প্রায় ভদ্র-পরিবারের ছেলেমেয়েগণ অনুন্নত পরিবারের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বহু উন্নত ধরণের । বালকবালিকাগণ প্রায় সমস্ত দিন পাঠশালার শিক্ষা হইতে প্রাইভেট শিক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষকের সংসর্গেই থাকে । শিক্ষক শীলবান ও সংযত হইলে, ছাত্রছাত্রীগণও প্রায় তদনুরূপ চলিবার চেষ্টা করিয়া থাকে । তজ্জ্বল এখানে সংক্ষেপে শিক্ষকদের কয়েকটি আচরণীয় নীতি লিপিবদ্ধ করা হইল ।

শিক্ষক সর্বপ্রথমে প্রীণীহত্যা ইত্যাদি দশ অকুশল কর্ম ত্যাগ করিয়া পঞ্চশীলে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন । যাহা সদাচার ও সদনুষ্ঠান আছে, তাহা ত্যাগ করিবেন না । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শিক্ষা দিতে আসিবেন । ছাত্রছাত্রীগণকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন

পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পাঠশালায় আসিতে উপদেশ দিবেন। পাঠশালায় ধূমপান ও নেশাদ্রব্য সেবন করিবেন না। দৈহিক শক্তিবৃদ্ধির জন্ত ছাত্রদিগকে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে ব্যায়ামচর্চা করাইবেন। ছাত্রছাত্রীগণ পাঠশালায় খালি গায়ে না আসিবার জন্য উপদেশ দিবেন। পাঠশালা ছুটির পর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে শৃঙ্খলাসহকারে সঙ্গে বিহারে লইয়া ন্যূনকল্পে ৫১৬ মিনিট বুদ্ধ-বন্দনা করিবেন এবং প্রত্যেক উপোসথদিবসে বিহারে যাইয়া পুষ্পপূজাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিবেন। ছাত্রদিগকে সর্বদা জাতীয় হিতকর কাজ, সংব্যবসা বানিজ্যের উপায় এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্বাবে থাকিবার জন্য মৈত্রীধর্ম শিক্ষা দিবেন। স্মৃতিমান হইবার জন্য আনপানস্ সতি ভাবনার নীতিশিক্ষা দিবেন।

শ্রমিকগণের করণীয়

ঘরে-বাহিরে ব্যবহার্য পোষাক-পরিচ্ছদ সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। কাজের অবসরসময়ে জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য হিতোপদেশমূলক পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করিবে। প্রত্যেক উপোসথদিবসে উপোসথ-শীল গ্রহণ করিবে, তাহা যদি একান্ত পারা না যায়, তাহা হইলে অতি প্রত্যাষে বিহারে গিয়া পুষ্পপূজা ও বুদ্ধের উপাসনা করিয়া কাজে যাইবে। প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধগুণ স্মরণান্তর “আমার কোনপ্রকার ছুঃখ না হউক, সকল প্রাণী সুখী হউক”—এই কামনা করিতে করিতে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। যে কোন কাজ করিবার সময় স্মৃতিসহকারে সম্পাদন করিবে। স্বীয় ব্যবহার্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিষ্কারভাবে শৃঙ্খলার সহিত সামলাইয়া রাখিবে। কর্তার বাক্য ও মন রক্ষা করিয়া সামর্থ্যানুসারে যাবতীয় কাজ নিরলসভাবে সম্পাদন করিবে। সর্বদা কর্তার উন্নতি কামনা করিবে। বাকী কাজ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিয়া দিবে। কথায় ও কাজে সর্বদা কর্তার একান্ত অনুগত থাকিবে।

পর্বানুষ্ঠান

বৈশাখী-পূর্ণিমা—এই দিবস বোধিসত্ত্বের অস্তিত্ব প্রমাণ, বুদ্ধজন্ম ও মহাপারিনির্বাণলাভ। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা—শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচার সিংহলে প্রথম ধর্মপ্রচারক ধর্মশোক পুত্র মাদ্রি মহাস্থবিরের মহাপারিনির্বাণ। আষাঢ়ী পূর্ণিমা—মহামায়ার জন্মে বোধিসত্ত্বের প্রতি-সন্ধিগ্রহণ, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ, ঋষিপতনে প্রথম ধর্মপ্রবর্তন, বুদ্ধ অলৌকিক যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন করিতে করিতে শ্রাবস্তী হইতে তাবতিংস স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রাসনে ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রতগ্রহণ, তৎপ্রতিপদ দিবসে ভিক্ষুগণের বর্ষাব্রতানুষ্ঠান। ভাদ্র পূর্ণিমা (মধুপূর্ণিমা)—পারিলোয়বনে বুদ্ধকে হস্তি রাজের সেবা বানরের মধুদান। (এই দিবসে প্রত্যেকের মধু দান করা উচিত)। আশ্বিনী (প্রবারণা) পূর্ণিমা—বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত সমাপনান্তে বহুবিধ অসাধারণ ঋদ্ধিসহযোগে সাত্ত্বাশা নগরদ্বারে অবতরণ, “বহুজনহিতায় সুখায়” ইত্যাদি বাক্য বলিয়া দেশবিদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য ভিক্ষুসংঘকে উগবান-কর্তৃক নির্দেশদান, ভিক্ষুগণের ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত সমাপন ও কঠিনচীবর দানারম্ভ। কার্তিকী, অমাবস্যা অগ্রশ্রাবক মমামোগ্গল্লায়নের পারিনির্বাণ। কার্তিকী পূর্ণিমা—অগ্রশ্রাবক সারীপুত্র মহাস্থবিরের মহাপারিনির্বাণ। অজাতশত্রুর মত পরিবর্তন ও বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ, কঠিনচীবরদান শেষ। পৌষ পূর্ণিমা—ধর্মপ্রচারার্থ তথাগত বুদ্ধের সিংহলযাত্রা। মাঘী পূর্ণিমা—বৈশালীর গণপাল চৈত্রে তথাগত কর্তৃক স্বীয় মহাপারিনির্বাণ ঘোষণা। ফাল্গুনী পূর্ণিমা—শাক্যরাজ্যে গমম, পিতা শুদ্ধোদনকে দীক্ষাদান, জ্ঞাতিসম্মেলনোৎসব। চৈত্রসংক্রান্তি—পুরাতন বৎসরের শেষ দিন ও নূতন বৎসরের প্রথম দিন উপলক্ষে পুণ্যকার্য সম্পাদন করা কর্তব্য। প্রথম কারণ হইল—উপঘাতক অথবা গুরুতর কর্মের সজ্জাতে না পড়িয়া এক বৎসর অতীত করিলাম, তাই আপন সুকর্মকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া কর্মকে আরও উত্তম ও উজ্জল করিবার মানসে দান-শীল-ভাবনাদি পুণ্যকার্য সম্পাদন করা। অপর কারণ হইল—সর্বমোট আয়ু হইতে একবৎসর

কমিয়া গেল, ক্রমশঃ আয়ু শেষ হইয়া যাইতেছে, মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছি। পরজন্মে আরও অধিক সুখের প্রত্যাশী হইয়া পুণ্যকার্য সম্পাদন করা সমগ্র নূতনবৎসর যাহাতে মঙ্গলময় হয় এবং সুখ শান্তিতে অতিবাহিত করা যায়, এই কামনায় কুশলকার্য্য সম্পাদন করা একান্ত কৰ্তব্য। উক্ত পৰ্বদিন সমূহে প্রত্যেক আবাল-বৃদ্ধ বৌদ্ধ নরনারী মাত্রেই ধৰ্মানুমোদিত পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম-প্রীতি-ভরা চিন্তে দিন অতিবাহিত করা একান্তই কত্যা।

উপাসক-উপাসিকাগণের বিহারব্রত

যেই বিহারে বুদ্ধের পূতাস্থি, ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক ও ভিক্ষুসংঘ থাকে, সেই বিহারে প্রবেশ করিবার সময় বুদ্ধের প্রতি গৌরবসহকারে শ্রদ্ধাচিন্তে প্রবেশ করিবে। বিহারে ও বিহারপ্রাঙ্গণে থুথু ও পানের পিচ্ ফেলিবে না। ধূমপান করিবে না, জুতাপায়ে ও টুপি মাথায় প্রবেশ করিবে না। বিহার অতিশয় পবিত্র তীর্থস্থান। বিম্বিসার, কোশলরাজ, অজাতশত্রু, ধর্মাশোক, দেবানং প্রিয় প্রিয়তিষ্য, বর্ভগামিনী ও পরাক্রমবাহু প্রভৃতি মহারাজাধিরাজগণ অতিগৌরবের সহিত বিহারে যাইতেন। সুতরাং আধুনিক বৌদ্ধগণেরও সেই আদর্শ গ্রহণ করা একান্তই উচিত।

পিতামাতার প্রতি ছেলে-মেয়েদের কৰ্তব্য

পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের পক্ষে মহাব্রহ্মা-সদৃশ। তাঁহারা ই আদিগুরু, মহা উপকারী ও মঙ্গলকামী। তজ্জন্তু পিতামাতাকে ছেলে-মেয়েগণ অত্যধিক সম্মান, গৌরব ও ভক্তি করিবে। পিতামাতা যেইদিকে আছেন, ছেলেমেয়েগণ সেইদিকে পাদপ্রসারণ করিয়া শয়ন করিবে না। প্রবাস যাইবার সময় পিতামাতাক ভক্তির সহিত অভিবাদন করিয়া যাত্রা করিবে। প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিলেও উক্তরূপে অভিবাদন করিবে। পিতামাতাকে কখনও “তুই” শব্দ